কারা
জান্নাতী কুমারীদের
ভালবাসে
ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে

ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

অনুবাদঃ মাওলানা আবুল হাসান

সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ হেদায়াতুল্লাহ আশরাফী

প্রকাশকঃ

হাবীবুর রহমান হাবীব

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]

ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, দোকান নং-৪১, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশঃ

অক্টোবর- ২০১৭ইং

অনলাইন পরিবেশকঃ

amaderboi.com

01954-014720

বর্ণবিন্যাসঃ

সূর্যের হাসি কম্পিউটার্স

মূল্য : ৩২০ (তিনশত বিশ) টাকা মাত্র

KARA JANNATI KUMARIDER VALOBASHE

PUB: AR-RIHAB PUBLIKESHONS. Price: 320.00 TK.

সূ। চি। প। ত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সর্বোত্তম সালাত ও সালাম সায়্যিদুল কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর উপর। যিনি বলেছেন-

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

অর্থঃ আমার পর পুরুষ জাতির জন্য নারী জাতির ফিতনা হতে অধিক ক্ষতিকর কিছু অবশিষ্ট থাকছে না। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং- ২৭৮০]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

অর্থঃ মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে নারী, সন্তান, পুঞ্জিভূত সোনা-রোপা, দৃষ্টি আকর্ষণকারী ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু, ক্ষেত খামার ইত্যাদি লোভনীয় বস্তু সমূহকে। এসব তো দুনিয়ার জীবনের স্বল্প সময়ের ভোগ সামগ্রীমাত্র আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রতিদান। [সুরা আল ইমরান- ১৪]

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন-

النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ جَلَّ وَعَزَّ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.

অর্থঃ অবৈধ দৃষ্টি শয়তানের তীর সমূহের মধ্য হতে একটি তীর। যে আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন যার স্বাদ তার অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। [মুসতাদারাকে হাকিম হাদীস নং- ৭৮৭৫]

পুরুষের জন্য নারী একটি অতি পুরনো সমস্যা বর্তমানে বিভিন্নভাবে নারী জাতিকে বেহায়া ও অশ্লীলতার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সকল

উপায় খুলে দেওয়ার ফলে সে সমস্যা এমনই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যে চরিত্রকে পুত পবিত্র রাখার কল্পনাটাও দূরহ হয়ে উঠেছে। ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসীরা এ অবস্থাতে সুখে দিনপাত করলেও পরকালে বিশ্বাসী আল্লাহ ভীরু যুবকদের এই অশ্লীলতার সয়লাব হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হচ্ছে। আল্লাহর কাছেই অভিযোগ এবং তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমরা মনে করি কোরআন ও সুন্নাহতে জান্নাতী মেয়েদের যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করার মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের এই ভয়াবহ ফিতনা হতে রক্ষা করা সম্ভব। যাতে তারা জানতে পারে দুনিয়ার এ জীবন এবং তার সব ভোগবিলাসই লয়শীল এবং জান্নাতের অন্য সমস্ত নিয়ামতের সাথে সাথে সেখানকার স্ত্রী ও তাদের সহিত মিলিত হওয়ার আনন্দটাও দুনিয়ার তুলনায় বহুগুনে তৃপ্তিদায়ক ও পরিপূর্ণ। এর ফলে হয়ত তারা জান্নাতের নারীদের পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হবে এবং দুনিয়াতে সকল প্রকার হারাম উপভোগ হতে বেছে থাকবে। সামনের কয়েকটি পৃষ্ঠাতে আমি জান্নাতী মেয়েদের সৌন্দর্য ও অন্যান্য বিষয় সংশ্লিষ্ট বেচে নেওয়া কয়েকটি আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি। আল্লাহই তাওফীকদাতা এবং তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যেন এই লেখাটি দ্বারা আমাকে এবং সমস্ত মুসলিমদের উপকৃত করেন। শয়তানের তীর যেন লক্ষভ্রষ্ট হয়। জান্নাতের হুরদের সাথে সুখময় মিলন থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই। (আমীন)

বিঃ দ্রঃ আমি পুস্তকটিতে মূলত কোরআনের তাফসীর এবং সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করেছি, কখনও কখনও দুর্বল হাদীস উল্লেখ করলে সেটার দুর্বলতা উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দুর্বল হাদীসের মূলভাব তার পূর্বে বা পরে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর ও সহীহ হাদীসের সাথে সামর্থপূর্ণ এবং আলেমগণ এ সকল বর্ণনা অনুযায়ী হুরদের শারিরীক ও অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন বিশেষ করে ইবনে আল কায়্যিম তার কাসীদার ভিতর জান্নাতী পুরুষ ও নারীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সবই এই সমস্ত হাদীস হতেই গৃহীত। প্রকৃত কথা এই যে এখানে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে জান্নাতে যে তার ঢের বেশি আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কারণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন-

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

অর্থঃ আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন জিনিষ যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি আর কোনও অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি।

আসলে এই পুস্তকে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি তার সবটুকুই আমাদের কল্পনার ভিতরে সুতরাং জান্নাতে সবটুকুই পাওয়া যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থঃ কোন মানুষ জানেই না আমি তাদের আমলের বিনিময়ে তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কি বস্তু লুকায়িত রেখেছি। [সূরা সাজদাহ- ১৭]

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন-

بله ما أطلعتم عليه.

জান্নাত সম্পর্কে তোমাদের যতটুকু জানানো হয়েছে তা ছেড়ে দাও অর্থ্যাৎ জান্নাত সম্পর্কে তোমাদের যা জানানো হয়েছে তা খুবই কম। প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে তার তুলনায় অনেক বেশি আছে। [বুখারী]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ تَمَنَّ. فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُوْلُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ. فَيَقُوْلُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ বলবেন তুমি চাও ফলে সে চাইতে থাকবে আল্লাহ তাকে বলবেন তোমার চাওয়া কি শেষ? সে বলবে হ্যাঁ আল্লাহ তাকে বলবেন তোমার জন্য তুমি যা চেয়েছ তার দ্বিগুন দেওয়া হল। [মুসলিমঃ হাদীস নং- ১৮২]

মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্ একজন জান্নাতীকে বলবেন তুমি চাও ফলে সে চাইতে থাকবে যখন তার সমস্ত চাওয়া শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন-

سَلْ كَذَا وَكَذَا. فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ. قَالَ اللّٰهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

এটা চাও ওটা চাও যখন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত বস্তুও ফুরিয়ে যাবে তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলবেন তুমি যা কিছু চেয়েছ তোমাকে তা দেওয়া হল এবং তার দশগুন দেওয়া হল । [সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং- ১৮৮]

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

অর্থ: জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে তারা যা চায় এবং আমার নিকট রয়েছে অতিরিক্ত। [সুরা ক্বফ- ৩৫]

অর্থ্যাৎ তারা যা চাইবে আমি তার চেয়েও অধিক দেব।

সুবহানাল্লাহ! অতএব তুমি নিশ্চিন্তে থাক আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতী করেন তবে যা কিছু বলা হয়েছে তুমি তার পুরো অংশই প্রাপ্ত হবে। বরং তার চেয়ে ঢের বেশি পাবে। এ কারণে জান্নাতের বর্ণনায় হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলভাব গ্রহণযোগ্য হয়। আল্লাহই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন। আমিন।

জান্নাতী হুর কী?

মহান রাব্বুল আলামীন জান্নাতকে অপরূপ সাজে সুসজ্জিত করেছেন। সেখানে বসবাস করবে মহান আল্লাহর অতি প্রিয় নেককার বান্দাগন। তারা জান্নাতে তাদের মুমিন স্ত্রীদেরও পাবে। তাদের ইহজীবনের সদাচার ও নেক আমলের পুরস্কার স্বরূপ আরো পাবে মহান আল্লাহর এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কল্পনার অতীত নৈসর্গিক রূপ ও গুণের অধিকারী ডাগর নয়না চিরযৌবনা স্বর্গীয় অপ্সরী। যাদেরকে মহান আল্লাহ্ জান্নাতেই সৃষ্টি করেছেন। কুরআন ও হাদীসে যাদেরকে 'হুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি এ হুর জান্নাতে নেককার বান্দাগণের স্ত্রী হিসেবে সবসময় তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

حُوْرٌ এটি একটি আরবি শব্দ, حَوْرَاء এর বহুবচন। অর্থ শুভ্র বর্ণের নারী।

عِيْنٌ এটিও একটি আরবী শব্দ عَيْنَاءِ শব্দের বহুবচন, অর্থ বড় বড় চোখবিশিষ্ট ডাগর নয়না নারী। এরা ঈর্ষণীয় রূপ চিত্তাকর্ষক লাবণ্যে ও অপরূপ সৌন্দর্যমাধুরীতে সকল সুন্দরীর অগ্রগামী। সৃষ্টির পর থেকে যুগযুগান্তর অবধি ও এ সকল আনত নয়না অনিন্দ্য সুন্দরী হুরগণ তাদের স্ব স্ব প্রিয়তম স্বামীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুণছে। চাতক পাখির মত আপন স্বামীর সাক্ষাতের জন্য তাদের পথ পানে চেয়ে আছে। যতদিন পৃথিবীর বুকে এ সকল স্বামী জীবিত থাকবে, ততদিন তাদের সাথে জাগ্রত অবস্থায় সাক্ষাত করতে পারবে না, তবে হ্যাঁ স্বপ্নযোগে তাদের দর্শন লাভ সম্ভব।

হুরগণ জান্নাতে তাদের চির প্রতিক্ষীত প্রাণপ্রিয় স্বামীর সাক্ষাত পাবে এবং তাদের স্বামীরা হুরদের সাক্ষাতে পরিতৃপ্ত হবে। বলাই বাহুল্য হুরদের সাথে তাদের প্রাণপ্রিয় স্বামীদের মিলন হবে পরকালে। তবে এখন থেকে তাদের হৃদয়ের গভীরে পৃথিবীবাসী স্বামীর জন্য অভাবনীয় ভালবাসা লালন করছে।

সুনানে তিরমিযীতে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পৃথিবীর কোন নারী যখন তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন তার জন্য নির্ধারিত আনত লোচনা জান্নাতী হুর স্ত্রী বলে, (হে হতভাগিনী) তুমি তাকে কষ্ট দিওনা। আল্লাহ্ তোমার সর্বনাশ ও ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে কয়েক দিনের মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে

আসবেন। সারকথা, হুরেঈন মহান আল্লাহর এক অপূর্ব সৃষ্টি, জান্নাতের অন্যতম নেয়ামত। অভিধানে জান্নাতী হুরের সংজ্ঞা এভাবে প্রদত্ত হয়েছে যে, 'হুর শব্দের অর্থ সুদর্শনা, ডাগরনয়না অচিন্তনীয় সুন্দরী। যাদেরকে সাহিত্যের ভাষায় হরিণী নয়না বলা হয়।

হুর কাকে বলে?

হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, হুর বলা হয় তাকে যার দর্শনে চোখ অবাক হয়ে যায়। কাপড়ের অন্তরালেও যার পা গুলো বাহির থেকে দেখা যায়। তাদের দেহ এতই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হবে যে, তাদেরকে যে দেখবে তার চেহারার প্রতিচ্ছবি হুরদের কলিজাতে আয়নার মত দেখা যাবে। [তাফসীরে মুজাহিদ]

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

অর্থঃ তথায় থাকবে আনত নয়না রমণীগণ। যাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জ্বীন ও মানব কখনো ব্যবহার করেনি। অতএব, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। [আর রাহমানঃ ৫৬-৫৮]

হযরত হাসান বসরী রাযি. বলেন, হুর যার চক্ষু যুগল খুব সাদা হবে এবং তার পুতুলি হবে ঘন কাল কৃষ্ণবর্ণ।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নারীদের কৃষ্ণকায় কেশবহরের ফাঁক দিয়ে যখন চেহারার ঐজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় তখনই তাদের সৌন্দর্য পরিপূর্ণ হয়। [বুশরাল মুহিব্বীন]

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম রহ. বলেন, حور (হুর) হলো حوراء 'হাওরা' এর বহুবচন। حوراء বলা হয় ঐ নারীকে যে যুবতী অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। ফর্শা চেহারায় ঘন কালো চোখের পুতুলি বিশিষ্ট। আর হুরেয়ীন বলা হয় ঐ নারীকে যার চক্ষুদ্বয় ডাগর ডাগর হয়ে থাকে। [হাদিল আরওয়াহ]

হুরদের জন্ম

আল্লাহ তায়ালার বাণী (لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) অর্থ: জান্নাতী হুর এমন হবে যাদেরকে না কোন মানব স্পর্শ করেছে আর না কোন জ্বীন। এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম শা'বী রহ. বলেন, এরা হবে দুনিয়ার পুরুষদের স্ত্রী। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোন পন্থায় সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান-

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً - فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا.

অর্থঃ আমি তাদেরকে বিশেষ একটি পন্থায় সৃজন করেছি। অতঃপর তাদেরকে কুমারী বানিয়েছি। [সূরা ওয়াক্বিয়াহঃ ৩৫-৩৬]

ইমাম শা'বী রহ. বলন, যখন থেকে তাদেরকে বিশেষ কোন পন্থায় সৃজন করা হবে তখন হতে তাদেরকে না কোন মানব স্পর্শ করবে না কোন জ্বীন। [বায়হাকী]

হাদীসঃ হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সা. এরশাদ ফরমান-

خُلِقْنَ الْحُوْرَ الْعِيْنَ مِنَ الزَّعْفَرَانِ

অর্থঃ হুরেয়ীনকে যাফরান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। [তাবরানী]

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রাযি. বলেন, আল্লাহ তায়ালা হুরদেরকে মাটি দ্বারা তৈরি করেননি। বরং তৈরি করেছেন কস্তুরী, কর্পুর এবং জাফরান দ্বারা।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হযরত আনাস রাযি. হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রাযি. এবং হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল বান্দাদের জন্য এমন স্ত্রী রয়েছে, যাদের জন্ম আদম ও হাওয়া থেকে নয়; বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাফরান দ্বারা।

হযরত ইবনে আবিল হায়ারী রহ. বলেন, হুরেয়ীনকে নিরেট আল্লাহ তা'আলার কুদরত দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। যখনই তাদের সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় তখনই ফেরেশতারা তাদের উপর তাঁবু টানিয়ে দেন। [সিফাতুল জান্নাহ]

হযরত যাবাহ কায়সী রহ. বলেন, আমি হযরত মালেক ইবনে দীনার রহ. এর নিকট শুনেছি, জান্নাতুন নাঈম হলো জান্নাতুল ফেরদাউস এবং জান্নাতুল আদনের মধ্যখানে অবস্থিত। তাতে এমন হুর রয়েছে যাদেরকে জান্নাতের গোলাপ ফুল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ জান্নাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি উত্তর করলেন, তাতে ঐ সকল খোদাভীরু লোকেরা প্রবেশ করবে যারা কখনো গোনাহ করার ইচ্ছা করে না। আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে সামনে রেখে তার ভয়ে গোনাহ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। [সিফাতুল জান্নাহ]

হাদীসঃ একদা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুরগণকে কোন বস্তু দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন,

مِنْ ثَلَاثَةِ اَشْيَاءَ اَسْفَلُهُنَّ مِنَ الْمِسْكِ وَاَوْسَطُهُنَّ مِنَ الْعَنْبَرِ وَاَعْلَاهُنَّ مِنَ الْكَافُوْرِ وَشُعُوْرُهُنَّ وَحَوَاجِبُهُنَّ سَوَادٌ خَطٌّ مِنْ نُّوْرٍ.

তাদেরকে তিনটি বস্তু দ্বারা তৈরি করা হয়েছেঃ

(১) তাদের নিম্নাংশ মেশ্‌ক দ্বারা, (২) মধ্যমাংশ আম্বর দ্বারা এবং (৩) উপরিভাগ কর্পুর দ্বারা। তাদের কেশবহর এবং ভ্রূযুগল কৃষ্ণকায় হবে। এগুলোর মাঝে থাকবে নূরের রেখা। [তাযকিরাতুল কুরতুবী]

হাদীসঃ হযরত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন-

سَاَلْتُ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ كَيْفَ يَخْلُقُ اللهُ الْحُوْرَ الْعِيْنَ فَقَالَ لِيْ يَا مُحَمَّدُ! يَخْلُقُهُنَّ اللهُ مِنْ قَضْبَانِ الْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ مَضْرُوْبَاتٍ عَلَيْهِنَّ الْخِيَامُ اَوَّلُ مَا يَخْلُقُ اللهُ مِنْهُنَّ نَهْدًا مِنْ مِسْكٍ اَذْفَرَ اَبْيَضَ عَلَيْهِ يَلْتَامُ الْبَدَنِ.

অর্থঃ আমি একদা হযরত জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা হুরেয়ীনদেরকে কিভাবে সৃষ্টি করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আম্বর ও যাফরানের শাখা-প্রশাখা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের উপর তাঁবু লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সর্বাগ্রে আল্লাহ তা'আলা তাদের স্তনদ্বয়কে তৈরি করেন সুগন্ধিযুক্ত সাদা রংয়ের কস্তুরী

দ্বারা। অতঃপর তার উপরেই দেহের বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সৃষ্টি করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুরেয়ীনের পায়ের আঙ্গুল হতে হাটু পর্যন্ত যাফরান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের হাঁটু থেকে বুক পর্যন্ত কস্তুরীর সুগন্ধি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। বুক হতে গলা পর্যন্ত চমকদ্বার আম্বর দ্বারা। আর গলা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা কর্পুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এরপর তাদের দেহে গুলে লালার সত্তর হাজার পোষাক পরিধান করিয়ে দেয়া হয়েছে। হুর যখন জান্নাতীর সামনে আসবে তখন তার চেহারা হতে এমন নূর ও আলো প্রকাশ পাবে যা সূর্যের কিরণের মত মনে হবে। তাদের বর্ণের স্বচ্ছতার কারণে তাদের পেটের ভেতরকার সকল কিছু পোষাকের আবরণ ভেদ করেও দেখা যাবে। তাদের মাথায় সুগন্ধিযুক্ত কস্তুরীর কেশ বহরের চুটি থাকবে। প্রতিটি চুটি উঠানোর জন্য একজন করে খাদেম মোতায়েন থাকবে। হুর বলতে থাকবে, এগুলো হলো আল্লাহর ওলীগণের পুরষ্কার এবং ঐ সকল আমলের প্রতিদান যা তারা বহু কষ্ট করে সম্পাদন করেছেন। [তাযকিরাতুল কুরতুবী]

আল্লাহ তা'আলার বাণী- حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ অর্থাৎ হুরগণ থাকবে তাঁবুর মধ্যে সংরক্ষিত। এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আবুল আহওয়াস রহ. বলেন, আমাদের নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, একটি মেঘখন্ড আরশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। ঐ বৃষ্টির বিন্দু দ্বারা হুরদের সৃষ্টি করা হয়েছে এরপর তাদেরকে একটি নহরের কিনারায় নিয়ে তাঁবুর নীচে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। তাঁবুটির চওড়া হলো চল্লিশ মাইল। তাতে কোন দরজা থাকবে না। আল্লাহর দোস্তরা যখন ঐ তাঁবুর নিকটবর্তী হবে তখনই সেখানে রাস্তা বানিয়ে দেয়া হবে। যাতে করে জান্নাতীরা খুব ভাল করেই বুঝতে পারে যে, হুরেয়ীন বাস্তবেই সংরক্ষিত ছিল। কোন ফেরেশতা, খেদমতগার এবং কোন মাখলূকের নযর তাদের উপর নিপতিত হয় নি। তাদের অস্তিত্ব সকল মাখলূকের দৃষ্টি হতে অন্তরালে ছিল। [নেহায়া]

হুরগণের বয়স

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ.

অর্থ: "তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগন।"

এখানে জান্নাতের হুরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা সমান সমান হবে। সমান সমান হওয়ার অর্থ হলো, জান্নাতী কিশোরীরা সকলেই সম বয়সের হবে। আবার এটাও অর্থ হতে পারে, তাদের বয়স জান্নাতীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করলে বুঝা যাবে, তাদের মাঝে প্রেম–ভালবাসা ও সম্প্রীতি থাকবে। বয়সের তারতম্যের কারণে তাদের মাঝে দ্বন্ধ-কলহ থাকবে না। যেমন সতীনদের মাঝে হয়ে থাকে। আর শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করলে বুঝা যাবে, সামঞ্জস্যপূর্ণ বয়স হওয়ার কারণে তাদের স্বভাব-ভাবমূর্তি ও রুচি অভিরুচিতে সামঞ্জস্য বিরাজ করবে। ফলে একে অপরের মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।

এখান থেকে এ বিষয়টি বোধগম্য হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বয়সগত সামঞ্জস্যতা অপরিহার্য একটি বিষয়। কারণ, এর মাধ্যমেই উভয়ের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে। আর এ ভিত্তিতেই বৈবাহিক দাম্পত্য জীবন আনন্দময় ও সুখময় হয়ে থাকে। [মাআরেফুল কোরআন]

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সহকারে অন্যান্য তাফসীরবেত্তাগণ বলেছেন, জান্নাতী হুরেরা সকলে একই বয়সী হবে। অর্থ্যাৎ সকলেই ৩৩ বছর বয়সী হবে। অনুরূপভাবে যেসব নারীরা দুনিয়া হতে যাবে তাদের বয়সও ৩৩ বছর হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ - فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ - كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ - يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ - لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

অর্থঃ যারা মুত্তাকী তাদের জন্য থাকবে বাগান ও ঝরনা বিশিষ্ট নিরাপদ স্থান। তারা সুনদুস ও ইস্তাবরাকের পোশাক পরিহিত থাকবে। আমি টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের সহিত তাদের জোড়া বেঁধে দেব। তারা সেখানে সমস্ত প্রকারের ফল চেয়ে পাঠাবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যুবরণ করবে না এবং মহান রব তাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। এটা তোমার রবের অনুগ্রহ মাত্র নিশ্চয় এটা বড় সফলতা। [সূরা দুখান: ৫১-৫৮]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ- فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ- كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ - وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ - يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ - وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ -وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ - قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ - فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ - إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.

অর্থঃ নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে সুখময় বাগানে। তাদের রব তাদের যা কিছু দিয়েছে তারা তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের রব তাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি দিবেন। (তাদের বলা হবে) তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে খুশি মনে খাও এবং পান কর। তারা সেখানে সারি সারি আসনসমূহতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে আর আমি তাদের বিবাহ করিয়ে দেব (জোড়া বেঁধে দেব) টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের সহিত। যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের বংশধরেরা তাদের অনুসরণ করেছে আমি তাদের কারও আমলে কোনরুপ কমতি না ঘটিয়েই সবাইকে জান্নাতের একই স্থানে রাখবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা আমল করেছে তার প্রতিদান পাবে। আমি তাদের ফল এবং তারা যে প্রাণীর মাংস খেতে পছন্দ করে তা খাওয়াব। তারা সেখানে পানীয়পূর্ণ পাত্র আদান-প্রদান করবে। সে পানীয়তে না আছে মাথা ব্যাথা

আর না আছে অবাধ্যতা। তাদের চারপাশে তাদের সেবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক বালক ছড়ানো মুক্তার মত সদা বিচরনশীল থাকবে। তারা পরস্পরের সহিত বাক্যালাপে লিপ্ত হবে। তারা বলবে আমরা তো দুনিয়ার জীবনে সদা চিন্তিত ছিলাম। আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আমাদের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আমরা তো পূর্বে তাকে ডাকতাম। নিশ্চয় তিনি তো খুবই দয়ালু এবং ওয়াদা পালনকারী। [সুরা তুর: ১৭-২৮]

হুরের শাব্দিক অর্থ

والْحُوْرُ اَنْ يَشْتَدَّ بياضُ العين وسَوادُ سَوادِها وتستدير حدقتها وترق جفوها وبيض مَّا حواليها وقيل وَالْحُوْرُ شِدَّةُ سواد الْمُقْلَةِ فى شدَّة بياضها فى شَدّة بياض الجسد ولا نطون الاَدْماءُ حَوْراءَ قال الأزهرى لا تسمى حوراء حتى تكون مع حَوَرِ عينها بيضاءَ لَوْنِ الجَسَدِ.

অর্থঃ হুর হল চোখের সাদা অংশ অত্যাধিক সাদা হওয়া আর কালো অংশ অত্যাধিক কালো হওয়া। চোখের মনি পরিপূর্ণ গোল হওয়া, পর্দা অত্যাধিক পাতলা হওয়া এবং তার চারপাশ কালো হওয়া এমনও বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ চোখের মনিটি অতিমাত্রায় কালো হওয়া আর চোখের সাদা অংশটি তীব্র সাদা হওয়া এর সাথে সাথে গায়ের রংও উজ্জল হওয়া চায়। গায়ের রং যাদের শ্যাম বর্ণের তাদের হুর বলা চলে না। আজ জুহরী বলেন, হুর হওয়ার জন্য শর্ত হল তার চোখের যে বর্ণনা দেওয়া হল তার পাশাপাশি তার গায়ের রংও উজ্জল হবে। [লিসানুল আরব]

মুজাহিদ বলেন-

والحور التى يحار فيها الطرف

অর্থঃ হুর তো ঐসব মেয়েদের বলা হয় যাদের সৌন্দর্যে দৃষ্টি হয়রান হয়ে যায়। [সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সুরা দুখান]

হুর সম্পর্কে কুরআন কী বলে

১. পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থ: "এবং সেখানে (জান্নাতে) তাদের (জান্নাতবাসীদের) জন্য থাকবে শুদ্ধ চারিনী রমণীকুল। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে।" [সূরা বাকারা: আয়াত- ২৫]

জান্নাতে পূতপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের মর্মার্থ হল তারা হবে যাবতীয় পার্থিব বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র ও মুক্ত, অনুরূপ মলমূত্র, রক্তস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বস্তু হতে উর্ধ্বে। তদ্রুপ নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কদর্যতার লেশমাত্র তাদের মধ্যে নেই।

২. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾

অর্থ: "তারা ও তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে হেলান দিয়ে।" [সূরা ইয়াসী: আয়াত- ৫৬]

أَزْوَاجٌ শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর ও দুনিয়ার স্ত্রী সকলেই অন্তর্ভূক্ত।

৩. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে বলেন-

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ. كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ.

অর্থঃ "তাদের (জান্নাতীদের) কাছে তাকবে একদল বিনম্র আয়ত লোচনা তরুণী, দেখতে তারা হবে সুরক্ষিত ডিম সদৃশ"। [সূরা সাফফাত: আয়াত ৪৮-৪৯]

অর্থাৎ জান্নাতী হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এ যে, তারা হবে আনত নয়না যে স্বামীর সাথে মহান আল্লাহ তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া অপর কোন পর পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জাওযী রহ. বর্ণনা করেন, তারা তাদের স্বামীদের বলবে, আমার পালনকর্তার

ইজ্জতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী ও তোমাকে আমার স্বামী করেছেন সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লামা ইবনে জাওযী রহ. এর এ প্রসঙ্গে আরো একটি বর্ণনা রয়েছে, তারা আপন স্বামীদের দৃষ্টি অবনত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই জাগ্রত হবে না।

এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুক্কায়িত ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এরূপ তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল যে, ডিম পাখার নিচে লুক্কায়িত থাকার কারণে তার ওপরে বাইরের ধুলিকনার কোন প্রভাব পড়তে পারে না ফলে এরা নিতান্ত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার থাকে। তাছাড়া এর রং সাদা-হলুদভাব হয়ে থাকে যা আরবদের কাছে রমণীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় রং হিসেবে বিবেচিত।

৪. অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ.

অর্থঃ আমি তাদেরকে আনত লোচনা স্ত্রীদের যুগলবন্ধি করে দেই। [সূরা দুখানঃ আয়াত- ৫৪]

(ওজাওওয়াজ) এর অর্থ এ বাক্যে অন্যের যুগল করে দেয়া পরে শব্দটি বিয়ে করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষীতে এখানে উদ্দেশ্য এ যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দর আনত লোচনা রমনীদের সাথে যথানিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধিবিধানের বাধ্য বাধকতা থাকবে না, কিন্তু সম্মানার্থে এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক থেকে উদ্দেশ্য হল, সেসব অপরূপ সুন্দরী আনত লোচনা রমণীদেরকে পুরষ্কার স্বরূপ জান্নাতী পুরুষের যুগল করে দেয়া হবে। এর জন্য পৃথিবীর আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রয়োজন নেই।

৫. পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ আরো বলেন-

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ.

অর্থঃ "তারা সারিবদ্ধ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবে। আমি তাদেরকে আনত লোচনা হুরদের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করে দিব।" [সূরা তূর: আয়াত– ২০]

৬. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন-

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

অর্থঃ "তথায় থাকবে আনত নয়না (ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট) রমণীগণ, কোন দানব ও মানব ইতোপূর্বে তাদেরকে ব্যবহার করেনি। প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।" [সূরা আর রাহমানঃ আয়াত– ৫৬]

ব্যবহার না করা মানে, যেসব রমণী মানুষের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ ও যেসব রমণী জ্বিনদের জন্য নির্ধারিত তাদেরকে কোন জ্বিন স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি।

৭. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন-

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ . لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

অর্থঃ "তাবুতে অবস্থানকারী হুরগণ। কোন জ্বিন ও ইনসান ইতোপূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি।" [সূরা আর রহমানঃ আয়াত– ৭২ ও ৭৪]

৮. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন,

وَحُورٌ عِينٌ. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থঃ "তথায় থাকবে আনত নয়না (ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট) হুরগণ। আবরণে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, এটি তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" [সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ২২-২৪]

৯. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন-

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا. لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ.

অর্থ: আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, নবযৌবনা, আবেদনময়ী।" [সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত: ৩৫-৩৮]

জান্নাতের হুরগণের সাথে প্রত্যেক বার সহবাস করার পর পুনরায় তারা পূর্বের মত কুমারী হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ হুরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, আমি তাদেরকে চিরকুমারী করে রেখেছি, তারা মনোমুগ্ধকারিনী, মনোহারিণী ও সমবয়সী। তাদের ঈর্ষণীয় রূপ ও সৌন্দর্যমাধুরী বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, হুরগণ যেন লুক্কায়িত মুক্তাসদৃশ। নেককারগণ তাদের কৃত সৎকাজের পুরষ্কার স্বরূপ তাদের লাভ করবে। তাদের সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য এত অধিক হবে যে সত্তর পাল্লা বস্ত্রের মধ্য হতে বিজলীর ন্যায় তা বিচ্ছুরিত হবে। হুরদের দেহ এরূপ স্বচ্ছ যে তাদের চর্ম ও মাংসের ভিতর দিয়ে দেহের অভ্যন্তরস্থ হাড় পর্যন্ত দেখা যাবে।

১০. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে ঘোষণা করেন-

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

অর্থঃ "মুত্তাকীদের জন্য আপন পালনকর্তার নিকট এমন জান্নাত বা স্বর্গীয় উদ্যানসমূহ রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে শত ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা অন্তত জীবন লাভ করবে, তথায় পবিত্রাত্মা জান্নাতী স্ত্রীগণ তাদের সঙ্গী হবে।" [সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত- ১৫]

১১. মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ঘোষণা করেন-

لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا.

অর্থঃ "সেখানে পবিত্রা স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমি ঘন ছায়ায় আশ্রয় দান করব।" [সূরা নিসাঃ আয়াত- ৫৭]

হুরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা

মহামহীম আল্লাহ বলেন-

وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ - كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ.

অর্থঃ তাদের জন্য সেখানে থাকবে চক্ষু অবনমিতকারী প্রশস্ত আখী বিশিষ্ট হুরেরা, তারা পালকের নিচে লুকায়িত ডিম্বের মত। [সূরা সাফফাত: ৪৮-৪৯]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন-

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

অর্থঃ সেসব জান্নাতের ভিতর থাকবে আখিযুগল অবনতকারী হুরেরা যাদের এর পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করে নাই। অতএব ওহে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে। সে সকল মেয়েরা মুনি মুক্তার মত। [আর রাহমান, ৫৬-৫৮]

আল্লাহর এই বানী সম্পর্কে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন-

تنظر الى وجهها وهى فى خدرها اصفى من المراة. وان ادنى لؤلؤة عليها لتضىء ما بين المشرق، المغرب. وانه يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره. حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك.

অর্থঃ তুমি যখন ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তাদের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেবে দেখবে তাদের মুখ আয়না হতেও অধিক স্বচ্ছ। তাদের শরীরে যেসব অলংকার থাকবে তার ভিতর সবচেয়ে কম মানের রত্নটিও পূর্ব পশ্চিম আলোকিত করতে সক্ষম। আর তাদের শরীরে ৭০টি কাপড় থাকবে তার ভেদ করে পুরুষটির দৃষ্টি মেয়েটি পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত বা তার চেয়েও অধিক দুরত্বে পৌছে যাবে। [হাকেম তার মুসতাদরাকে সহীহ বলেছেন, ইবনে হিব্বান, ইবনে আল কায়্যিম হাদীল আরওয়াহ নামক কিতাবে সহীহ বলেছেন]

অন্য বর্ণনায় আছে-

أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يَبْدُو مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا». «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থঃ প্রথম যে দল জান্নাতী হবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাদের মত, দ্বিতীয় দল হবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জল নক্ষত্রে মত প্রতিটি পুরুষের সাথে থাকবে দুজন করে স্ত্রী, প্রতিটি স্ত্রীর গায়ে থাকবে ৭০টি পোশাক, সেই পোশাক ভেদ করেও তার পায়ের মজ্জা দৃশ্যমান হবে। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ২৫২২]

অতএব এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসকে সত্যায়ন করে।

অন্য বর্ণনায় আছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ المَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُّهَا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {كَأَنَّهُنَّ اليَاقُوتُ وَالمَرْجَانُ} [الرحمن: 58] فَأَمَّا اليَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ"

অর্থঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন জান্নাতের মেয়েরা ৭০টি রেশমের কাপড় পরিহিত থাকবে সেগুলো ভেদ করেও তাদের পায়ের শুভ্র অংশ এবং মজ্জা দেখা যাবে। কারণ আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন তারা ইয়াকুত ও মারজানের মত আর ইয়াকুত তো এমন স্বচ্ছ পাথর যার ভিতর তুমি যদি কোন সুতা প্রবেশ করাও তবে বাইরে থেকে তা দেখা যায়। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং: ২৫৩৩]

عن ام سلمة" قلت: يا رسول الله اخبرني عن قوله (كأنهن بيض مكنون) قال: " رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الْجِلْدَةِ الَّتِي رَأَيْتها فِي دَاخِلِ الْبَيْضَةِ التي تَلِي الْقِشْرِ.

অর্থঃ উম্মে সালামাহ (রা:) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ যে বলেন (তারা লুকানো ডিমের মত) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করুন। আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন জান্নাতী নারীরা হবে ডিমের খোসার নিচে যে পাতলা পর্দা থাকে সেই পর্দার মত কমল ও নমনীয়। [আত তাবারী, ইবনে কাসীর, দুররে মানছুর -এই হাদীসটি সনদের দিক হতে দুর্বল।]

অবনত দৃষ্টি সম্পন্না

﴿وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ﴾

অর্থঃ জান্নাতীদের জন্য থাকবে অবনত দৃষ্টি সম্পন্না টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুর। [সুরা সফফাত- ৪৮]

ইবনে আব্বাস বলেন (قاصرات الطرف) দৃষ্টি অবনতকারী এর অর্থ হল তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। মুজাহিদ বলেছেন (قاصرات الطرف على أزواجهن؛ فلا يعون غير أزواجهن) তারা কেবল তাদের স্বামীদের প্রতিই দৃষ্টিপাত করবে স্বীয় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে চাইবে না।

কাওয়াইব

মহান আল্লাহ বলেন, মুত্তাকীদের জন্য থাকবে সফলতা আঙ্গুর বিশিষ্ট বাগান এবং কাওয়াইব ও সমবয়স্কা হুরেরা।

আয়াতে ব্যবহৃত "কাওয়ায়িব" শব্দের ব্যাখ্যায় আততাবারী ইবনে যায়েদ থেকে উল্লেখ করেছেন যে এর অর্থ হল-

الكواعب: التي قد نهدت وكعب ثديها

অর্থঃ ঐ সকল মেয়েরা যাদের বক্ষ ফুলে উঠেছে এবং স্ফিত হয়েছে।

ইবনে আল আছির বলেন-

الكعاب بالفتح: المراة حين يبدو ثديها للنهى د وهى الكاعب ايضا وجمعها: كواعب

অর্থঃ কিয়াব ঐ সমস্ত মেয়েরা যাদের বক্ষ সদ্য উদিত হয়েছে এদের কাইবও বলা হয় এর বহুবচনই হল কাওয়াইব। (আন নিহায়াহ)

ইবনে আল কায়্যিম রওদাতিল মুহিব্বিন নামক কিতাবে বলেন-

وقد وصفهن الله عز وجل بأنهن كواعب. وهو جمع: كاعب. وهي المرأة التي قد تكعب ثديها واستدوا ولم يتدل الى اسفل. وهذا من احسن خلق النساء وهو ملازم لسن الشباب.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঐসকল নারীদের কাওয়ায়িব বলে আখ্যায়িত করেছেন "কাওয়ায়িব" (কাইবুন) এর বহুবচন। আর তা বলা হয় ঐ সকল মেয়েদের, যাদের স্তন স্ফিত এবং গোল হয়ে উঠেছে, নিচের দিকে ঝুলে পড়েনি এটাই নারীদের সর্বোত্তম গঠন। কেবল মাত্র যুবতীদেরই এমন গঠন হয়ে থাকে।

হাদীল আরওয়াহ নামক কিতাবে এর কাছাকাছি কথাই বলা হয়েছে, তবে সেখানে কিছুটা অতিরিক্ত বলা হয়েছে অর্থাৎ ডালিমের মত।

তাদের সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشِّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا "

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন জান্নাতে একটি বাজার থাকবে সেখানে তারা প্রতি জুমআর দিন আসবে তারপর উত্তরের হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড়ের উপর পড়বে তাতে তাদের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে, পরে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবে তখন তাদের স্ত্রীরা বলবে আল্লাহর কসম আপনারা তো আমাদের নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর পূর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন। তারাও বলবে আল্লাহর কসম তোমরাও পূর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছ। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৮৩৩]

হুরদের অকল্পনীয় রূপের বাহার

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং জান্নাতী হুর তথা ডাগর নয়না স্বর্গীয় অপ্সরীদের ঈর্ষণীয় রূপ লাবন্যের বর্ণনা এভাবে পেশ করেছেন-

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ.

অর্থঃ তাদের সৌন্দর্যমাধুরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা। [সূরা ওয়াকিয়াঃ আয়াত-২৩]

আলোচ্য আয়াতে জান্নাতী হুরদের ঝিনুকের মধ্যে লুক্কায়িত মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কারণ, ঝিনুকের ভেতরস্থ মুক্তা যেভাবে সুরক্ষিত ও তার সৌন্দর্য পূর্ণরূপে বিকশিত থাকে জান্নাতী হুরদের সৌন্দর্যও তেমনি সুরক্ষিত ও তাদের রূপলাবণ্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। আর এটি তো কেবল একটি অপার্থিব বিষয় সহজবোধ্য করার জন্য প্রয়াসমাত্র। অন্যথা জান্নাতী হুরদের অপার্থিব ও অকল্পনীয় রূপ লাবণ্যের সাথে পার্থিব মামুলী মুক্তার কিসের সম্পর্ক? এরূপ ধারনা পোষণও অবান্তর। পৃথিবীর মানুষের এ চর্মচক্ষু তো দূরের কথা, কোনদিন তাদের কল্পনাও হুরদের অপরূপ সৌন্দর্যের কিয়দাংশ আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি।

হাদীস শরীফে তাদের কমনীয়তা সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, ডিমের খোসা ও তার ভেতরস্থ কুসুমের মাঝে যে একটি সাদা মসৃণ আবরণ থাকে তার সাথে তাদের শরীরের কমনীয়তা তুলনা করা হয়েছে। তাদের শরীরের মসৃণতা ও শুভ্রতা কল্পনাতীত যা কেউ কোনদিন অনুভব করতে পারেনি। জান্নাতী হুরের সে অবর্ণনীয় রূপের যৎকিঞ্চিত বিবরণ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হল।

ক. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ জান্নাতুল আদন তৈরি করার পর সাইয়্যিদুল মালায়িকা হযরত জিবরাঈল আ. কে ডেকে বললেন, আমি আমার বান্দাগণের জন্য যেসব নেয়ামত সৃষ্টি করেছি সেগুলো একবার দেখে এস। তখন তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে সমস্ত বেহেশতের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। ইত্যবসরে হঠাৎ এক স্বর্গীয় অপ্সরী তাঁকে দেখে হেসে ওঠে। তার পরিচ্ছন্ন দন্তপাটির ঝলকানিতে সমগ্র জান্নাতুল আদন আলোকিত হয়ে গেল। তার এ ঈষৎ মুচকি হাসির দরুন পরিপাটি দন্তের দ্যুতিকে হযরত জিবরাঈল আ. আল্লাহর নূর মনে করে

তাৎক্ষণিক এ ধারণা করে সাজদায় লুটিয়ে পড়লেন যে, এটি হয়ত মহান আল্লাহর (তাজাল্লি) নূর।

পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে হুরটি উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে আমিনুল্লাহ (জিবরাইল আ.)! মাথা উত্তোলন করে দেখুন। অতঃপর তিনি মাথা উত্তোলন করে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, সুবহানাল্লাহ। অর্থ্যাৎ যিনি তোমাকে এরূপ অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করছেন আমি সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। জান্নাতী হুর পুনরায় বলল, আমিনুল্লাহ (আল্লাহর বিশ্বস্ত) জিবরাঈল আ.! আপনি জানেন কী আল্লাহ তায়ালা আমাকে কার জন্য সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে জিবরাঈল বললেন, না। অতঃপর সে হুরটি বলল, আমাকে সে ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে নিজের যাবতীয় ইচ্ছা ও কামনা-বাসনার ওপর আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। [দাকায়েকুল হাকায়েক– ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ.]

খ. বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মহান আল্লাহর ভয়, তাঁর ইবাদতের দ্বারা এবং পরকালের আযাবের চিন্তায় তার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অহর্নিশ নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার অবস্থা দেখে তাঁর সহচরগণ একদা জিজ্ঞেস করল, আপনার তো এর চেয়ে কম পরিশ্রম ও সাধনা আপনার মুক্তি ও সফলতা নিশ্চিত করবে ইনশাআল্লাহ। তবে আপনি কেন এত কষ্ট করছেন? তদুত্তরে তিনি অকপটে বললেন, কেন করব না বল? কারণ, আমি জানি ও বিশ্বাস করি, 'যখন বেহেশতবাসীগণ স্ব স্ব স্থানে আসন গ্রহণ করবেন, তখন হঠাৎ এক নূরের চমক তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হবে যার আলোয় আটটি বেহেশতই আলোকিত হয়ে যাবে। এতদর্শনে বেহেশতবাসীগণ ধারণা করবে এটি নিশ্চয় মহান আল্লাহর বিশেষ সত্তাগত নূর ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অতঃপর সকলেই ওঠে সমবেতভাবে সে নূরকে সাজদা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে একটি অদৃশ্য আওয়াজ শ্রুত হবে 'তোমরা কেউ মস্তক অবনত কর না, তোমরা যা ধারণা করছ, এটি সে নূর নয়; বরং এটি হচ্ছে একটি জান্নাতী হূরের আপন স্বামীর সম্মুখে প্রদত্ত কিঞ্চিৎ মুচকী হাসি থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা।

গ. হযরত সুলাইমান রহ. জনৈক যুবককে গভীর সাধনায় নিমজ্জিত দেখে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় যুবক বলল, আমি স্বপ্নযোগে জান্নাতের এমন সব সুরম্য প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করেছি, যা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত একটি ইট স্বর্ণের

ও অপরটি ছিল রূপার। সেসব মহলে আমি বহু অপরূপা সুন্দরী হুর দর্শন করেছি, যাদের রূপ লাবণ্য বর্ণনাতীত। তাদের একজন আমাকে দেখে ঈষৎ মৃদু হেসেছিল। তার দন্তপাটির উজ্জ্বলতায় সমগ্র বেহেশত আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। ইত্যবসরে সে আমাকে সম্বোধন করে বলল, হে যুবক! তুমি যদি উত্তমরূপে মহান আল্লাহর আনুগত্য কর, তবে জান্নাতে তুমি আমাকে লাভ করে সৌভাগ্যবান হতে পারবে।

ঘ. হযরত আমের ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ রহ. সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, একজন জান্নাতবাসী তার জন্য নির্ধারিত হুরদের একজনের সাথে অবিরত ৭০ বছর অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে। এসময় সে অন্য কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। ৭০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখবে যে, প্রথম হুর অপেক্ষা অত্যধিক সুন্দরী রূপসী নূরানী চেহারার আরেকটি হুর তাকে সম্বোধন করে বলছে, হে আল্লাহর বন্ধু! আপনার মধ্যে কী আমার কোন অংশ নেই? তদুত্তরে সে জান্নাতী বলবে, হে প্রেয়সী তুমি কে? প্রত্যুত্তরে সে বলবে, আমি আপনার সেসকল স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

অর্থঃ আমার নিকট আরো অধিক আছে। [সূরা কাফ: আয়াত- ৩৫]

অতঃপর সে সরাসরি সশরীরে তার সাথে আনন্দ উপভোগে লিপ্ত হবে। এভাবে আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে ক্রমাগত ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, এসময়ে অন্য কোনদিকে তাকানোর প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করবে না।

দীর্ঘ ৭০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ অন্যদিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া মাত্র দেখতে পাবে, তদপেক্ষা অধিক গুণ রূপমাধুরীর অধিকারী এক হুরেঈন তার জন্য অপেক্ষামান। সে জান্নাতীকে সম্বোধন করে বলবে, আমার আকাঙ্খা পূরণ হওয়ার সময় হয়েছে। আমি আমার জন্য নির্ধারিত অংশ এখন প্রাপ্ত হব। তখন সে জান্নাতবাসী জিজ্ঞেস করবে হে রূপসী! তুমি কে? তদুত্তরে সে বলবে, ওহে আল্লাহর বন্ধু! মহান আল্লাহ যাদের ব্যাপারে নিম্মোক্ত বাণী আরোপ করেছেন, আমি তাদেরই একজন। মহান আল্লাহ বলেছেন-

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থঃ কেউই জানে না, সেসকল জান্নাতবাসীদের জন্য তাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে চোখজুড়ানো কী কী নেয়ামত গোপন রাখা হয়েছে। [সূরা সাজদাঃ আয়াত- ১৭]

ঙ. হযরত ছাবিত বুনানী রহ. বলেন, জান্নাতবাসী নিতান্ত আরামে দীর্ঘ সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়ে বসে থাকবে ও তার পাশে তার প্রিয়তমা স্ত্রীগণ এ চাকর-নওকরগণ যথাস্থানে উপস্থিত থাকবে। ইত্যবসরে একঝাঁক স্বর্গীয় অপরূপা অপ্সরী যারা ইতোপূর্বে আপন প্রিয়তম স্বামী কখনো দেখেনি। এরা তার নাম ধরে বলবে, হে অমুক! আপনার নিকট কী আমাদের কোন অধিকার নেই? [সিফাতুল জান্নাত, জান্নাতকে হুসনে মানাযের]

চ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, জান্নাতী রমণীগণ একত্রে ৭০টি নজরকাড়া পোশাক পরিধান করে থাকবে। তারপরও তাদের পায়ের ঘোছার শুভ্রতা, শরীরের সৌন্দর্যমাধুরী প্রভৃতি বাইরে থেকে পরিদৃষ্ট হবে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন-

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ.

অর্থঃ তারা যেন ইয়াকূত ও মারজান সদৃশ। [সূরা রহমানঃ আয়াত- ৫৮]

উল্লেখ্য, ইয়াকূত এমন একটি মূল্যবান কল্পনাতীত স্বচ্ছ পাথর যে, যদি এর ছিদ্রের ভেতরে একটি চিকন সূতা ভরে রাখা হয় তবে সেটিও বাইর থেকে দেখা যাবে। (জান্নাতকে হুসনে মানাযের-আল্লামা মুফতী ইমদাদুল্লাহ)

ছ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ একটি মূল্যবান আসনে উপবিষ্ট হবে। আসনটির দৈর্ঘ্য হবে পাঁচশ বছরের ভ্রমণ পথের সমান।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ

অর্থঃ 'এবং আসন হবে সুদীর্ঘ।' [সূরা ওয়াকিয়াঃ আয়াত- ৩৪]

বর্ণনাকারী বলেন, আসনটি হবে মূল্যবান লাল রঙ্গের ইয়াকূত পাথর নির্মিত, এতে সবুজ যমরুদ পাথরের দু'টি ডানা এবং তার ওপর ৭০টি মোলায়েম বিছানা পাতা থাকবে, যে বিছানার চাপ হবে নূরের, বহির্দৃশ্য হবে পাতলা রেশমের ও আস্তর হবে মোটা রেশমের তৈরি। ওপরের অংশ নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলে ৪০বছরেও তার তলদেশ স্পর্শ করতে পারবে না। সে আসনটিতে পরিণিতার জন্য একটি ঝুলানো পর্দা থাকবে। যেটি নির্মিত হবে মনিমুক্ত খচিত। তার ওপরে আবার ৭০টি নূরের পর্দা শোভিত থাকবে।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন-

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ

অর্থাৎ, জান্নাতবাসীগণ তাদের পত্নীদের সাথে বাসর ঘরের পর্দায় হেলান দিয়ে বসবে। জান্নাতবাসীগণ তাদের স্ত্রীদেরকে জড়িয়ে ধরে বসবে। আর এভাবেই তাদের দীর্ঘ ৭০টি বছর কেটে যাবে।

সুদীর্ঘ ৪০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মাথা উত্তোলন করার সাথে সাথে দেখতে পাবেন, আরেক স্ত্রী তার সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে চুপিসারে তার দিকে তাকিয়ে আছে। একপর্যায়ে তাকে স্পর্শ করে বলবে, হে আল্লাহর বন্ধু! আপনার মধ্যে কী আমার কোন অংশ নেই? তদুত্তরে জান্নাতবাসী লোকটি বলবে, হে প্রেয়সী তুমি কে? প্রত্যুত্তরে সে বলবে, আমি আপনার সে সকল স্ত্রীদের একজন যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

অর্থ: 'আমার নিকট আরো বেশী আছে।' [সূরা কাফ: আয়াত- ৩৫]

অতঃপর সে জান্নাতবাসী স্বর্ণের ডানার সাহায্যে ওড়ে তার স্ত্রীর কাছে চলে যাবে। অতঃপর জান্নাতবাসী যখন তার সে স্ত্রীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাবে তখন প্রথম স্ত্রী অপেক্ষা তাকে লক্ষগুণ সুন্দরী বলে মনে হবে। অবশেষে সে জান্নাতী লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ ৪০ বছর শুয়ে থাকবে। এর মধ্যে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে অথবা স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হবে না। ৪০ বছর পর মাথা উত্তোলন করে দেখতে পাবে যে, তার মহলে একটি নূর আলো বিকিরণ করছে। এতে সে নিদারুণ বিস্মিত হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! এ আবার কোন ফেরেশতা যে চুপিসারে আমাকে দেখছে?

অথবা মহান আল্লাহ আমার জন্য আবার এ কোন দীদার দিচ্ছেন? ইত্যবসরে সে ফেরেশতাসদৃশ আলো তাকে সম্বোধন করে বলবে, এটি কোন ফেরেশতা নয় অথবা তোমার পালনকর্তাও নন। তখন সে জান্নাতী নিতান্ত কৌতূহলোদীপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করবে তাহলে ওটা কী ছিল? প্রত্যুত্তরে ফেরেশতা বলবে, উনি হচ্ছেন তোমার দুনিয়ার প্রিয়তমা স্ত্রী, জান্নাতে তোমার সাথে থাকবে। সেই ইতোপূর্বে তোমাকে চুপিসারে দেখেছে। সেও তোমার শয্যা সঙ্গীনী হতে চায়। এ আলোর ঝলক তার সম্মুখের দাতের ঝিলিক মাত্র।

এ কথা শুনে সে জান্নাতী লোকটি মাথা উত্তোলন করে তার দিকে তাকাবে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহর অলী! মহান আল্লাহ আপনাকে যাদের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তাদেরই একজন।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থঃ কারো জানা নেই যে, ওই সকল জান্নাতীর জন্য দৃষ্টিনন্দন কী কী নেয়ামত গোপন রাখা হয়েছে। অতঃপর সিংহাসনটি উড়ে তার নিকট গিয়ে পৌঁছবে। এ স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করার সাথে সাথে তার শেষ স্ত্রীর দীপ্তির নূর এক লক্ষগুণ বেড়ে যাবে। তারপর সে জান্নাতী আপন স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে ৪০ বছর পর্যন্ত আগলে রাখবে। পরস্পর কেউ কারো কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

এ স্ত্রী যখন জান্নাতী লোকটির সম্মুখে দাঁড়াবে তখন সে ইয়াকূতের নুপূর পরিহিতা অবস্থায় দাঁড়াবে। এরূপ সুসজ্জিতা হয়ে সে যখন জান্নাতবাসী স্বামীর কাছে যাবে তখন তার অগ্রপশ্চাতে জান্নাতের পক্ষীকুল সুললিত কণ্ঠে গান শুনাবে। অতঃপর সে যখন আপন স্ত্রীর হাত স্পর্শ করবে তখন তার হাতটি হাড়ের মজ্জার চেয়েও কোমল পাবে। এছাড়া তার হাতে জান্নাতী আতরের সুঘ্রাণ ও তার শরীরে থাকবে ৭০টি নূরের নজরকাড়া পোশাক। সে পোশাকের যেকোন একটি যদি পৃথিবীর বুকে নিক্ষেপ করা হয় তবে পূর্বপশ্চিম সমগ্র পৃথিবীই আলোকিত হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দ্বারা, পোশাকগুলোতে খানিক স্বর্ণের কঙ্কর থাকবে, আর কিছু থাকবে রূপার ও কিছু মুক্তার। এসব পোশাক বাহারী রং ও মাকড়শার জালের চেয়েও হালকা ও ছবির চেয়ে পাতলা হবে। এসব পোশাক সূক্ষ্মতা ও মসৃণতার দিক থেকে এতই উৎকর্ষিত

ও চমৎকৃত হবে যে, সে পোশাক পরিহিতা স্বর্গীয় অপ্সরীদের পায়ের গোছার ভেতরস্থ মজ্জা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে। তার মসৃণ হাড্ডি, গোস্ত ও চামড়ার ভেতর হতেও চমকাতে থাকবে। পোশাকে ডান আস্তিনের ওপর লেখা থাকবে (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْجَزَ وَعْدَهٗ) (সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর যিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন) বাম আস্তিনে লেখা থাকবে (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ) (সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের থেকে দুশ্চিন্তা বিদূরীত করেছেন। ও তার অন্তরে লেখা থাকবে (حَبِيْبِىْ اَنَا لَكَ لَا اُرِيْدُ بِكَ) (হে আমার বন্ধু! আমি আপনার জন্যই, আপনার স্থানে আমি অন্য কাউকে চাই না)

সে রমণীর বক্ষ হবে তার স্বামীর জন্য দর্পণ। আর জান্নাতী রমণী হবে মূল্যবান ইয়াকূত পাথরের মত অত্যধিক স্বচ্ছ, পরিছন্ন এবং সৌন্দর্য্যমাধূরী হবে মূল্যবান মারজান পাথরের মত। রূপলাবণ্যে ডিমের মত সাদা প্রোজ্জ্বল হবে। তদুপরি আপন স্বামীর জন্য সীমাহীন প্রেমময়ী। বয়সে হবে ২৫বছরের নবযৌবনা তরুণী, মুচকি হাসলে তার সম্মুখস্থ দন্তপাটির নূর ঝিলিক মেরে উঠবে। তার মুখনিসৃত সুললিত কণ্ঠের কথা শুনলে পূণ্যবান ও পাপাচারী সকলেই তার প্রেমে পড়বে। সে যখন আপন জান্নাতী স্বামীর সম্মুখে দন্ডায়মান হবে তখন তার পায়ের গোছা হতে বিচ্ছুরিত দ্যুতির সৌন্দর্য তার পা থেকে লক্ষগুণ বেড়ে যাবে।

জ. একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একটি জান্নাতী হুর যদি পৃথিবীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে তবে মাটি হতে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র স্থান এমনভাবে আলোকিত ও উদ্ভাসিত হয়ে যেত যে, তাতে চন্দ্র ও সূর্যের আলো পর্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে যেত। সমগ্র পৃথিবীর সুগন্ধিতে ভরে যেত। এমনকি যদি কোন জান্নাতী হুরের হাতের তালু পৃথিবীর দিকে খুলে ধরে তবে সমস্ত জগদ্বাসী তার নূরের আভায় সম্বিত হারিয়ে ফেলত। জান্নাতের যেকোন একটি হুরের মাথার ওড়না বা হাতের চুড়ি যদি পৃথিবীতে রাখা হত, তবে উহার আলোর তীব্রতায় চন্দ্র ও সূর্যের আলোও ক্ষীণ প্রদীপ শিখার মত হয়ে যেত। সারকথা, জান্নাতী হুরের কোন একটি

অংশ এ জগতে রাখা হলে জগতের সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যেত। [তাফসীরে কুরতুবী]

ঝ. হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, বেহেশতের একজন বাঁদী বা খাদেম পৃথিবীতে প্রকাশ পেলে সমগ্র জগদ্বাসী তার রূপমাধুরীতে এমনভাবে উম্মাদ হয়ে যেত যে, তাকে নিজের ভাগে আনার জন্য দস্তুরমত পরস্পর রক্তক্ষয়ী সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হত। পরিণামে তার ধ্বংস হয়ে যেত। জান্নাতী হুরের মাথার কেশগুচ্ছ এরূপ মসৃণ ও জ্যোতির্ময় যে, যদি কোন একটি হুর তার মাথার কেশগুচ্ছ পৃথিবীর দিকে খুলে ধরে, তবে তার আলোকচ্ছটায় সূর্যের আলোও নিষ্প্রভ হয়ে যেত। জান্নাতবাসী পুরুষ কেবল একজন লাবণ্যময়ী হুরের দিকে তাকিয়ে থেকেই জান্নাতী দশ বছর বর্ণনান্তরে সত্তর বছর কাটিয়ে দেবে। আরো বর্ণিত আছে, যদি একজন হুর পৃথিবীতে প্রকাশিত হত তবে নিকটতম ফেরেশতা কি রাসূল কেউই তাদের রূপে বিমুগ্ধ না হয়ে পারতেন না।

ঞ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জান্নাতে বায়দাখ নামক একটি ঝর্ণা থাকবে। এতে থাকবে ইয়াকূত পাথর নির্মিত মিনার। মিনারের তলদেশ থেকে একদল বালিকা আত্মপ্রকাশ করবে যারা সুললিত কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করবে। জান্নাতবাসীরা পরস্পর বলাবলি করবে, চল বায়দাখের দিকে যাই। সুতরাং তারা সেখানে যাবে ও সেসকল বালিকাদের সাথে করমর্দন করবে। এ সময় বালিকাদের কেউ কোন পুরুষকে পছন্দ করলে তার হাতে কব্জি স্পর্শ করবে। অতঃপর সে বালিকা উক্ত পুরুষের পেছনে পেছনে যেতে থাকবে ও তার জায়গাটি আরেক বালিকা এসে পূরণ করবে।

ঠ. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেরাজ রজনীতে আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে 'বিদাহ' নামক একটি স্থান দেখতে পেলাম। সেখানে মুক্ত, সবুজ জবরযুদ ও লাল ইয়াকূত পাথরের তাবু টানানো ছিল। তার ভিতর থেকে একটি শব্দ ভেসে আসল, 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিবরাঈল আ. কে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কিসের শব্দ? তদুত্তরে তিনি বললেন, এরা হল কুরআনে বর্ণিত সে-ই

'মাকসূরাতে খিয়াম'। এরা আপনাকে সালাম করার অনুমতি চাইলে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন।

অতঃপর তারা বলতে লাগল, 'আমরা এতটাই সন্তুষ্ট যে আমাদের আর কখনো ক্রোধ-আক্রোশ হবে না। আমরা চিরঞ্জীব, কখনো আমাদের মৃত্যু হবে না। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুতে সুরক্ষিত হুরগণ তথা পবিত্র স্ত্রীগণের বিবরণ সম্বলিত আয়াতটি পাঠ করলেন। পবিত্র স্ত্রীগণ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম মুজাহিদ রহ. বলেন, এরা হায়েয-নিফাস, প্রশ্রাব-পায়খানা, বায়ূ, বীর্য প্রভৃতি হতে পবিত্র থাকবে।

ড. এটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, বেহেশতবাসীর চরণ ও শিয়রে বসে দু'জন হুর সুললিত কণ্ঠে মহান আল্লাহর প্রশংসাকীর্তণ গাইতে থাকবে যা ইতোপূর্বে মানব-দানব কখনো শ্রবণ করেনি। সেখানে শয়তানের প্ররোচনামূলক কোন কিছুই থাকবে না।

ঢ. বর্ণিত আছে যে, যদি কোন হুরেঈন সাত দরিয়ায় একবার থুথু নিক্ষেপ করে তবে দরিয়ার তিক্ত জলরাশি মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যেত। তাদের গান এত মধুর হবে, যা কোন কর্ণ ইতোপূর্বে শ্রবণ করেনি। [শারহুস সুদূর]

ণ. ইবনে যায়েদ রহ. সূত্রে বর্ণিত আছে, জান্নাতের হুরগণ আপন স্বামীকে সম্বোধন করে বলবে, আমার পালনকর্তার ইজ্জতের কসম! তোমার চেয়ে অধিক সুদর্শন পুরুষ আল্লাহর জান্নাতে কাউকে দেখিনি। কাজেই সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে আমার স্বামী বানিয়েছেন এবং আমাকে বানিয়েছেন তোমার স্ত্রী। [হাশিয়ায়ে জালালাইন]

ত. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোন জান্নাতী হুর আকাশ থেকে তার হাতের তালু পৃথিবীর দিকে খুলে ধরে তাহলে সমস্ত বিশ্ব আলোকিত হয়ে যাবে।

থ. একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের হুরগণের হাড্ডির ভেতরস্থ মজ্জা দৃষ্টিগোচর হবে তার পরিধেয় সত্তর পাল্লা পোশাক ভেদ করে। [হাশিয়ায়ে জালালাইন]

দ. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোন স্বর্গীয় অপ্সরী পৃথিবীতে উকি মেরে দেখে তবে সমস্ত পৃথিবী আলোক

উদ্ভাসিত হয়ে যাবে। এমনকি কেবল তার মাথার পরিধেয় ওড়ানাটিও পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হতে উত্তম। [বুখারী]

বেহেশতের মধ্যে হুরগণ একত্রিত হয়ে শান্ত ও মধুর সুরে উচ্চঃশব্দে সমবেত কণ্ঠে গাইতে থাকবে-

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ

وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ

وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ

طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ

আমরা অনন্ত জীবন্ত, কখনো আমরা মরব না। আমরা শান্তি রুপিনী আমরা দুঃখক্লিষ্টা নহি। আমরা বিনম্র মধুর, আমরা অগ্নিশর্মা নহি। যিনি আমাদের ও আমরা যার জন্য তিনি বড়ই ভাগ্যবান।' [তিরমিযী]

ন. একটি হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসী মানুষ সত্তর পাল্লা বিছানার ওপরে আরাম করবে। ইত্যবসরে পিছন দিক হতে একটি জান্নাতী হুর এসে তার স্কন্ধে হাত বুলাতে তাকবে। তখন সে বেহেশতী হুরের দিকে ফিরে হুরের আনত লোচনা গন্ডদেশের ভেতরে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। জান্নাতী হুরের অলংকারে ব্যবহৃত সর্বনিকৃষ্ট লুলু পাথরটিও পূর্ব ও পশ্চিম তথা সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করে ফেলবে। অতঃপর, সে হুর বেহেশতী লোকটিকে সালাম করবে। সে বেহেশতী সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করবে তুমি কে? তদুত্তরে সে বলবে, আমি আপনার প্রিয়তমাদের অন্যতম। সে হুরের শরীরেও সত্তরটি পোশাক থাকবে। তথাপি বেহেশতী ব্যক্তির চক্ষুর দৃষ্টি এ সত্তরটি কাপড় ভেদ করে হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখতে পাবে। সে হুরের মাথার মুকুটের অবস্থা হবে এমন যার সর্বনিকৃষ্ট পাথরটির ঔজ্জ্বলতা পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত করে ফেলবে। [মুসনাদে আহমদ]

প. বেহেশতী পুরুষগণের স্ত্রীগণ হবে আনত লোচনা ও কৃষ্ণনয়না। তাদের দেখে মনে হবে, তারা যেন গুপ্ত ডিম্বকোষ সদৃশ। প্রত্যেক হুরের দু'টি

আঙ্গুলের মধ্যে সত্তরটি করে অলংকার থাকবে। সেসব অলংকার এরূপ স্বচ্ছ যে তার পশ্চাৎ ভাগ থেকে সম্মুখ ভাগ দেখা যাবে।

ফ. একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বেহেশতের মধ্যে বৃহদাকার ফলমূল রয়েছে। বেহেশতবাসী যখন সেসব ফল ভাঙ্গতে যাবে তখন তন্মধ্য হতে নানাবিধ বাহারী পোশাকে সুসজ্জিতা একজন অপূর্ব রূপসী কুমারী যুবতী হুর বের হয়ে এসে এ বেহেশতীর সেবায় নিযুক্ত হবে।

ব. যদি বেহেশতের একটি রমণী দুনিয়ার দিকে একবার উঁকি মেরে তাকায় তবে সমগ্র পৃথিবীবাসী তার অকল্পনীয় রূপের আভায় আলোকিত ও সুরভিত হয়ে যেত। সে রমণীর মাথার একটি কেশ দুনিয়া ও তার যাবতীয় সম্পদ থেকে শ্রেয়।

তারা সর্বদাই তাবু আবদ্ধ থাকবে

আল্লাহর বানী (حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) অর্থ: হুরেরা থাকবে তাবুতে আবদ্ধ। [আর রাহমান-৭২]

এই আয়াতের ব্যাখা সম্পর্কে আততাবারী তার তাফসীরে বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন

১. মুজাহিদ বলেন-

(ال: قصرن انفسهن وقلبهن وابصارهن على ازواجهن فلا يردن غيرهم)

তাদের মন প্রাণ এবং দৃষ্টি তাদের স্বামীদের নিকট আবদ্ধ থাকবে ফলে তাদের নিজ স্বামীদের ছাড়া অন্য কাউকে তারা কামনা করে না।

২. আবুল আলিয়া বলেন- (محبوسات فى الخيام) তারা তাবুতে আবদ্ধ।

৩. দাহহাক বলেন- (المحبوسات فى الخيام لا يجرجن منها) তারা তাবুতে আবদ্ধ। সেখান থেকে কখনও বের হয় না।

৪. হাসান বলেন- (محبوسات ليس بطوافات فى الطرق) তারা পর্দার ভিতর আবদ্ধ, রাস্তায় রাস্তায় চলা ফেরা করে বেড়ায় না।

আত তাবারী তার তাফসীরে সকল মত উল্লেখের পর বলেছেন:

(والصواب ان يعم الخير عنهن بأنّهن مقصورات فى الخيام على ازواجهنّ؛ فلا يردن غيرهم؛ كما عمّ ذلك.

অর্থঃ সঠিক মত হল আসলে তারা তাদের স্বামীদের জন্য তাবুতে আবদ্ধ থাকে আপন স্বামীগণকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করে না।

ইবনে আল কায়্যিম থেকে বর্ণনা করেছেন-

(بان الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدارت المصونات وذلك اجمل فى الوصف ولا يلزم من ذلك انهن لا يفارقن الخيام الى الغرق والبساتين كما ان النساء الملوك ودونهن من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن ان يخرجن فى سفر وغيره الى منتزه وبستان ونحوة فوصفهن اللازم لهن القصر فى البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج الى البساتين ونحوة)

অর্থঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাবুতে আবদ্ধ বলে হুরদের পর্দানশীল মেয়েদের সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাবু থেকে বের হয়ে বাড়ির আঙিনা ও বাগানে ঘোরাঘুরি করবে না। যেমনটি রাজাদের পর্দানশীল ও রক্ষনশীল স্ত্রীরা করে থাকে। কেননা ভ্রমন বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাগান বা দর্শনীয় স্থান সমূহে যাওয়া হতে তাদের নিষেধ করা হয় না। অতএব পর্দানশীল হওয়া সত্বেও দাসদাসীদের মত বাগান বা অন্য কোথাও যাওয়া যেতে পারে। [হাদীল আরওয়াহ্]

সেই স্ত্রী কত তৃপ্তিদায়ক যে তার স্বামীর প্রতি এতটাই সন্তুষ্ট যে নিক স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে শ্রেয় জ্ঞান করে না এবং তার দৃষ্টি এতই পবিত্র যে অন্য কোন পুরুষকে সে কখনও দেখেনি! দুনিয়ার কোন মেয়ে কি এমন পবিত্রতার দাবি করতে পারে?

হুরদের পবিত্রতার অর্থ

আল্লাহ তায়ালা একাধিক স্থানে বলেছেন, 'অর্থাৎ এবং তাদের জন্য থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ।'

মুজাহিদ বলেন-

(ولهم فيها ازواج مطهرة (١) قال: من الحيض (٢) والغائط (٣) والبول والنخام والبزاق، والمنى، والولد)؟

অর্থঃ সেসব স্ত্রীরা হায়েজ, প্রসাব পায়খানা, থুথু, কফ বীর্য ও বাচ্চা প্রসব হতে পবিত্র থাকবে। (অর্থাৎ এসব কিছুই থাকবে না)

আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে তবে সেখানে কার্য ও সন্তানের কথা উল্লেখ নেই।

আত তাবারী বলেন-

(واما قوله: مطهَّرة فان تأويلة انهن طُهِّرن من كل اذى وقذى وريبة، مما يكون فى نساء اهل الدنيا، من الحيض والنفاس والغائط والبول المخاط والبصاق والمنىّ، وما اشبه ذلك من الاذى والادناس والريب والمكاره.)

অর্থঃ পবিত্রতার অর্থ হল সেসব স্ত্রীগণ সমস্ত প্রকারের কষ্টদায়ক ও নোংরা বস্তু হতে পবিত্র। তারা কোন অপবাদে কলংকিত নয়। এবং হায়েজ, নিফাস, প্রসাব পায়খানা, থুথু, কফ ইত্যাদি যা কিছু নোংরা অপবিত্র ও অপছন্দনীয় দোষ ত্রুটি বা অভিযোগ দুনিয়ার মেয়েদের থাকে তারা তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

কাতাদাহ বলেন-

(طهرهن الله من كل بول وغائط وقذر، ومن كل مأثم)

অর্থঃ তারা পায়খানা প্রস্রাব সমস্ত প্রকারের ঘৃণিত বস্তু ও পাপ কলংক থেকে পবিত্র।

আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ বলেন-

(المطهرة التى لا تحيض. قال: وازواج الدنيا ليست بمطهرة؛ الا تراهن يدمين ويتركن الصلاة الصيام)

অর্থঃ পবিত্র অর্থ হল তাদের হায়েজ হবে না। দুনিয়ার মেয়েরা পবিত্র নই তুমি কি দেখো না তাদের হায়েজ হয় সে সময় তারা সলাত পড়ে না, সওম পালন করে না।

ইবনে কাছীর কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেন- لا حيض ولا كلف অর্থঃ তাদের হায়েজ হবেনা, কোন অন্য কোন কষ্টও ভোগ করতে হয় না।

কুমারিত্বও পবিত্রতারই অংশ

আল্লাহ বলেন-

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا.

অর্থঃ আমি তাদের পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিণত করব। তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী। [সূরা ওয়াকিয়া, ৩৫-৩৭]

عن سلمة بن يزيد الجعفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فى قوله عز وجل انا انشأناهن انشاء. فجعلنا هن ابكارا عربا قال: عن الثيب وغير الثيب.

অর্থঃ সালামাহ ইবনে ইয়াযীদ আল জু'ফী থেকে বর্নিত তিনি বলেন আমি আল্লাহর বানী- 'আমি তাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করব এবং তাদের কুমারীতে পরিনত করব' সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি দুনিয়াতে যারা বিবাহিত ছিল বা আবিবাহিত ছিল প্রত্যেককেই জান্নাতী হলে কুমরারীতে রূপান্তরীত করা হবে। [সিফাতুল জান্নাহ আবু নাঈম আল ইসপাহানী]

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال نبي الله صلى الله

عليه وسلم: "إن الجنة لا يدخلها عجوز" فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا"

অর্থঃ হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত একজন আনসারী বৃদ্ধা মহিলা আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করুন যেন আমি জান্নাতী হই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন কোন বৃদ্ধ জান্নাতী হবে না। তারপর আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সলাত পড়তে বের হয়ে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসল। আয়েশা রা. বললেন, আপনি বৃদ্ধ মহিলাকে দারুন পেরেশানিতে ফেলে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো ঠিকই বলেছি যখন আল্লাহ বৃদ্ধাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তখন তাদের কুমারীতে রুপান্তরীত করে দেবেন। [হাদীল আরওয়াহ ইবনে আল কায়্যিম]

মিশকাতের বর্ণনায় এসেছে এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন-

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا - عُرُبًا أَتْرَابًا.

অর্থঃ আমি তাদের পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিনত করব। তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী। [সূরা ওয়াকিয়া, ৩৫-৩৮]

অন্য বর্ণনায় আসছে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, অর্থ- যাদের কুমারী হিসাবে নতুন সৃষ্টি করা হবে তাদের মধ্যে ঐসব বৃদ্ধ মহিলারাও থাকবে যারা দুনিয়াতে দীর্ঘকাল জীবন ধারন করার কারণে দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। [আল বা'স ওয়াননুশুর বায়হাকী]

(এ সকল হাদীসসমূহের সত্যতা সন্দেহাতীত নই। তবে নিম্মোক্ত হাদীস এগুলোর মূলভাবকে সত্যায়ন করে)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُنَادِىْ مُنَادٍ اَنَّ لَكُمْ اَنْ تُصِحُّوْا فَلَا تَسْقُمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيُوْا فَلَا تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَشِبُّوْا فَلَا تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلَا تَبْتَئِسُوْا اَبَدًا.

অর্থঃ আবু সাঈদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা এখানে জীবিত থাকবে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানে যুবক থাকবে কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমরা এখানে সুখে থাকবে কখনও দুঃখী হবে না। [মুসলিম- ২৮৩৭]

দুনিয়াতেও কুমারী মেয়ে বিবাহ করতে পারাটা বেশি তৃপ্তিদায়ক ও সম্মানের বিষয় বলে মনে করা হয়।

সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) এর সম্মান বর্ণনা প্রসঙ্গে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল-

(فما تزوج امرأة قط الا بكرا= ولا طلق امرأة قط فرجع فيها احد منا)

অর্থঃ তিনি কোন অকুমারি মেয়ে বিবাহ করেননি তিনি যে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন তাকে আমাদের মধ্যকার কেউ বিবাহ করার সাহস পায়নি। [মুসনাদে আহমদ, তাফসীরুত তাবারী, ইবনে কাসীর, সুআইব আল আরনাউত এই হাদীসকে হাসান বলেছেন]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

অর্থঃ আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, যদি আপনি এমন প্রান্তরে

অবতরন করেন যেখানে একটি বৃক্ষ থেকে খাওয়া হয়েছে আর অপরটি হতে খাওয়া হয়নি। আপনি কোনটি হতে আপনার উটকে খাওয়াবেন?

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, "যে বৃক্ষে এর পূর্বে কেউ উট খাওয়ায়নি সেটিতে।" উক্ত বক্তব্য হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) উদ্দেশ্য ছিল তিনি আল্লাহর রাসূলের স্ত্রীদের (রাঃ) মধ্যে একমাত্র কুমারী। (ফলে রাসূলুল্লাহ অন্য স্ত্রীদের (রাঃ) উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে)

হযরত জাবির রা. যখন একজন বিধবাকে বিবাহ করলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন-

اَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا.

অর্থঃ কুমারী মেয়ে বিবাহ করলেনা কেন! তুমিও তার সাথে খেলা করতে এবং সেও তোমার সাথে খেলা করতো। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ৭১৫]

কিন্তু বর্তমানে পূর্বে বৈধ বা অবৈধভাবে নিজের কুমারিত্ব খুইয়ে বসেনি এমন মেয়ের সংখ্যা দুর্লভ। আর যদি পাওয়া যায়ও তবু কুমারী মেয়ে বিবাহ করার পর প্রথম দিনেই সে তার কুমারিত্ব হারিয়ে ফেলে। একবার স্বামীর সাথে রাত্রি যাপনের পর তাকে আর কুমারী বলা যায় না। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার পর হতে একজন জান্নাতী প্রতিবার কেবল কুমারী মেয়ের সহিতই মিলিত হবে।

عن ابي مجلز قال: قلت لابن عباس قال الله عز وجل ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون (ا) ما شغلهم؟ قال: افتضاض الابكار.

অর্থঃ আবু মুজিল্য বলেন আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে আল্লাহর বানী (জান্নাতবাসীদের বিনোদনে ব্যস্ত থাকবে) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন তারা কুমারীদের কুমারীত্ব ভঙ্গে ব্যস্ত থাকবে (অর্থাৎ একের পর এক বহু সংখক কুমারীর সহিত মিলিত হতে থাকবে। আল্লাহ জান্নাতীদের ব্যস্ততা বলতে এটাকেই বুঝিয়েছেন)। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, আততাবারী]

عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله انفضى الى نسائنا في الجنة كما نفضى اليهن في الدنيا؟ قال (والذى نفس محمد بيده ان الرجل ليفضى في الغداة والواحدة الى مائة عذراء.

অর্থঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্নিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করা হয়েছিল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জান্নাতে আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হব? যেভাবে আমরা তাদের সহিত দুনিয়াতে মিলিত হই তিনি বললেন, হ্যাঁ মুহাম্মাদের প্রাণ যার হাতে তার শপথ একজন পুরুষ এক সকালেই ১০০ কুমারীর সহিত মিলিত হবে। [আল জামে/দুররে মানছুর]

এই হাদীস সম্পর্কে ইবনে আল কায়্যিম বলেন-

(وزيد هذا قال فيه ابن معين صالح وقال مرة لا شئ وقال مرة ضعيف يكتب حديث وكذلك قال ابو حاتم وقال الدار قطني صالح وضعفه النسائي قال السعدي متماسك قلت وحسبه رواية شعبة عنه)

অর্থঃ এই হাদীসের রাবী যায়েদ সম্পর্কে ইবনে মুইন বলেন সে নেককার ব্যক্তি কিন্তু মুররা বলেছেন সে কিছুই নই, সে দুর্বল তবে তার হাদীস লেখা যায়। আবু হাতীমও এমনই বলেছেন দারে কুতনী বলেছেন সে নেককার ব্যক্তি। নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন। আস সা'দী বলেছেন, সে আস্থাভাজন ব্যক্তি ইবনে কায়্যিম বলেন- সে নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, শু'বা তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন । [হাদীল আরওয়াহ]

অর্থাৎ ইবনে আল কায়্যিম (রহ.) হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছেন।

অন্য একটি সহীহ হাদীসে অনুরুপ বর্ণনা এসেছে-

(ان الرجل ليصل في اليوم الى مائة عذراء. يعنى: في الجنة)

অর্থঃ নিশ্চয় জান্নাতের একজন পুরুষ একদিনে একশত কুমারী মেয়ের সহিত মিলিত হবে।

সুতরাং এই হাদীসটি পূর্বেরটিকে সত্যায়ন করে।

প্রশ্ন হতে পারে সে সকল নারীদের সহিত একজন মিলিত হবে তাদের সহিত কি পুনরায় আর মিলন হবে না?

এ ব্যাপারে হাদীসে পাকে বর্ণিত হচ্ছে-

عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اهل الجنة اذا جامعوا نساءهم عادوا ابكارا.

অর্থঃ আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতবাসীরা যখনই তাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হবে তখনই সেসব স্ত্রীরা আবার কুমারী হয়ে যাবে। [তিবরানী, হাদীল আরওয়াহ]

عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قيل له انطأ في الجنة؟ قال نعم والذى نفسى بيده دحما دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে প্রশ্ন করা হল আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সহিত মিলিত হবো? তিনি বললেন হ্যাঁ, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ। এবং সে সময় তোমরা তাদের খুবই শক্তভাবে আলিঙ্গন করবে আর যখনই তাদের রেখে উঠে দাড়াবে তারা পুনরায় পবিত্র হয়ে যাবে, কুমারী হয়ে যাবে। [সহীহ ইবনে হিব্বান, সিলসিলাতুল আহাদীস আসসাহীহাহ হাদীসঃ ৩৩৫১]

عن ابي امامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يتناكح اهل الجنة؟ قال اي والذى بعثنى بالحق دحما دحما واشار بيده ولكن لا مني ولا منية.

অর্থঃ আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতবাসীরা কি জান্নাতে স্ত্রীর সহিত মিলিত হবে? তিনি বললেন হ্যাঁ। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ তারা তখন মেয়েগুলোকে ভীষণভাবে চেপে ধরবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বললেন কিন্তু সেখানে মনী (বীর্য) নির্গত হবে না এবং মৃত্যুও নেই। [আবু নাঈম আল ইস্পাহানীর সিফাতুল জান্নাহ]

হাদীসটি দুর্বল তবে তা পুরোপুরিভাবে আগের সহীহ হাদীসটির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এখানে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং বললেন কোন মনী নেই, মৃত্যুও নেই এদুটি বিষয়ই কোরআন দ্বারা প্রমাণিত জান্নাতীদের মৃত্যু না থাকার বিষয়ে আল্লাহ বলেন-

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ . فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থঃ প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুবরণ করবে না এবং তাদের রব তাদের ভীষণ শাস্তি হতে মুক্তি দেবেন, এটা তোমার রবের অনুগ্রহ মাত্র এটা এক মহাসফলতা। [সুরা দুখানঃ ৫৬-৫৭]

আর মনির বিষয়টি পবিত্রতার ব্যাখ্যাতেই আলোচিত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূল হাত দ্বারা ইশারা করে দেখালেন এ কথাটি সহীহ হাদীসটিতে উল্লেখ না থাকলেও শক্তভাবে আলিঙ্গন করার কথা সেখানেও উল্লেখিত রয়েছে এ অর্থে আরবীতে (دحما) "দাহমান" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ সম্পর্কে ইবনে আল আছির বলেন-

هُو النِّكَاحُ وَالْوَطْءُ بِدَفْعٍ وازْعاجٍ. وَانْتِصابُه بفعل مُضْمَرٍ: اَيْ يَدْحَمُوْنَ دَحْمًا. والتَّكْرِير للتاكيد وهو بِمَنْزِلَةُ قَوْلك لَقِيْتُمْ رَجُلًا رَجُلًا: اي دَحْمًا بَعْدَ دَحْم.

অর্থঃ সহবাসের সময় স্ত্রীর উপর তীব্র চাপ প্রয়োগ করা বা তাকে আন্দোলিত করার মাধ্যমে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা। হাদীসে বলা হয়েছে দাহমান, দাহমান অর্থাৎ শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ একের পর এক অনবরত এমন করতে থাকা। [আন নিহাইয়া]

দুনিয়াতেও পুরুষদের পক্ষ হতে মেয়েদের উপর এমনটিই হয়ে থাক অন্য একটি হাদীসে এসেছে-

اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.

অর্থঃ যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর বিশেষ চার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তাকে পরিশ্রান্ত সহবাস করে তখনই তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। [বুখারী ও মুসলিম]

সাহাবারা যখন জান্নাতে স্ত্রী মিলন হবে কি না এ বিষয়ে নবীজিকে প্রশ্ন করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জানিয়ে দিলেন শুধু মিলন হবে তাই নই বরং দুনিয়াতে যেমন তোমরা মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করে থাক জান্নাতের হরীন নয়না হুরেরাও তোমাদের বাহুবন্ধনে তোমাদের ইচ্ছেমত আন্দোলিত হবে এবং অতিমাত্রায় পিষ্ট হবে যেন তারা তোমাদের দাসী মাত্র, কারণ তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে তোমাদের মনতুষ্টির জন্য। তবে পার্থক্য এই যে দুনিয়াতে স্ত্রীরা অভিযোগ করে, অবাধ্য হয় বা বিরক্তি প্রকাশ করে কিন্তু চিরযৌবনা সেসব মায়াবিনীরা তোমাদের কাছে অতিরিক্ততার অভিযোগ করবে না, ক্লান্তি হয়ে বিশ্রাম নেবে না বরং তুমি যেমন তাকে উপভোগ করছো সেও তোমাকে উপভোগ করবে।

وازواج مطهرة قلت يا رسول الله ولنا فيها ازواج او منهن مصلحات قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذنون بكم غير ان لا توالد.

অর্থঃ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করলে একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, তাদের মধ্যে কি নেককার স্ত্রী থাকবে? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নেককার নারীরা নেককার পুরুষদের জন্য, তোমরা তাদের উপভোগ করবে যেভাবে দুনিয়াতে করে থাক এবং তারা তোমাদের উপভোগ করবে কিন্তু কোন সন্তান জন্মাবে না। [হাকিম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ, ইমাম যাহাবী রহ. অবশ্য হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন]

যে তোমাকে উপভোগ করে তার সাথে মিলিত হওয়ার তৃপ্তি কেমন হতে পারে! তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থীর থাকবেনা। যে স্থানে হাত রাখলে তুমি শিহরিত হও তারা সে স্থানেই হাত রাখবে এভাবে তার প্রতিটি সঞ্চালন হবে তোমার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে।

আল্লাহ বলেন-

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. عُرُبًا أَتْرَابًا.

অর্থঃ আমি তাদের সৃষ্টি করেছি পরিপূর্ণভাবে এবং তাদের করেছি কুমারী তারা প্রেমময় ও সমবয়স্কা। [আল ওয়াকিয়া, ৩৫-৩৭]

এই আয়াতে ব্যবহৃত "উরুবান" শব্দটির ব্যাখ্যায় ইবনে আল কায়্যিম বলেন-

قال ابن الاعرابي العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة اليه وقال ابو عبيدة العروب الحسنة التبعل قلت يريد حسن مواقعها وملاطفتها لزوجها عند الجماع وقال المبرد هي العاشقة لزوجها.

অর্থঃ ইবনে আল আরাবী বলেন "আরুব" বলা হয় ঐসব মেয়েদের যারা স্বামীর অনুগত এবং স্বামীকে ভীষণ প্রিয় জ্ঞান করে আবু উবাইদ বলেছেন যারা স্বামীর সহিত উত্তম সঙ্গ দেয়। ইবনে আল কায়্যিম বলেন তার উদ্দেশ্য হল যেসব মেয়েরা সহবাসের সময় নমনিয়তা অবলম্বন করে এবং উত্তম মুয়ামালাত করে (যা করলে, বললে স্বামী খুশী হয় সে তাই করবে এক্ষেত্রে সে কোনরুপ লজ্জা করবে না)। [হাদীল আরওয়াহ]

দুনিয়ার কোন মেয়ে ওভাবে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। বেশিরভাগ সময়ই তারা বুঝতে পারেনা তুমি কি চাও। ওদের পিছনে সময় ব্যয় করে আখিরাতের এই মহা মূল্যবান রত্ন হারানো বোকার পরিচয় বৈকি! দুনিয়ার অপবিত্র ও অসুচি মেয়েদের প্রেমে পড়ে যারা জীবন যৌবন খোয়াচ্ছে তাদের পিছু নিও না। নিজেকে এসব মায়াবী হরিণের প্রেমে ডুবিয়ে দাও। নিজের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় রক্ত করে ফেল, অনন্ত যৌবনারা তোমাকে রঙিন সাগরে ডুবিয়ে রাখবে।

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (والذى بعثنى بالحق ما انتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من اهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشيء الله عز وجل. وثنتين من ولد ادم عليه السلام = ولهما فضل على من انشاء الله بعبادتهما الله عز وجل في الدنيا. يدخل على الاولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل

باللؤلؤ. وعليه سبعون زوجا من سندس واستبرق. وانه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر الى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها. وانه لينظر الى مخ ساقها. كما ينظر احدكم الى السلك في قصبة الياقوت. كبده لها مراة وكبدها له مراة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله. ولا يأتيها من مرة الا وجدها عذراء. ما يفتر ذكره. ولا يشكي قبلها. فينما هو كذلك اذ نودى: انا قد عرفنا انك لَا تَمَلُّ وَلَا تُمَلُّ. الا انه لا مني ولا منية. الا ان تكون له ازواج غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة. كلما جاء واحدة قالت: والله ما ارى في الجنة شيئا احسن منك. وما في الجنة شئ احب الى منك.

অর্থঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তোমরা দুনিয়াতে তোমাদের স্ত্রী ও বাসস্থানের সহিত যতটুকু পরিচিত জান্নাতবাসীরা তাদের স্ত্রী ও বাসস্থানের সহিত তার থেকেও বেশি পরিচিত হবে। তাদের মধ্যকার প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ যেসব নারী সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে ৭২ জনের মালিক হবে। ঐ সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে ২ জন হবে আদমের বংশধর (অর্থ্যাৎ মানুষ) অন্যদের উপর তাদের মর্যাদা থাকবে কারন তারা আল্লাহর ইবাদত করত। ঐ সমস্ত স্ত্রীদের মধ্যে প্রথমটি ইয়াকুতের তৈরি একটি ঘরে প্রবেশ করবে একটি রত্নদ্বারা বেষ্টিত সোনার তৈরী খাটের উপর শায়িত হবে। তার গায়ে সুনদুস ও ইস্তাবরাকের ৭০টি পোশাক থাকবে। পুরুষটি তার হাত মেয়েটির কাধের মাঝে রাখবে সে তার হাত মেয়েটির বুকের ভিতর দিয়ে সমস্ত পোশাক, হাড় চামড়া ও মাংস ভেদ করে দেখতে পাবে। এবং সে মেয়েটির হাড়ের ভিতর যে মজ্জা আছে তাও দেখতে পাবে। যেভাবে সচ্ছ রত্নের ভিতর যে সুতা থাকে তোমরা তা দেখতে পাও। মেয়েটির কলিজা হবে ছেলেটির জন্য আয়নার মত এবং ছেলেটির কলিজা হবে মেয়েটির জন্য আয়নার মত। ছেলেটি মেয়েটির সহিত মিলত হবে মেয়েটি তাকে ক্লান্ত করতে পারবে না সেও মেয়েটিকে ক্লান্ত করতে পারবে না। ছেলেটি যত বারই মেয়েটির নিকট আসবে তাকে কুমারী অবস্থায় পাবে। পুরুষের বিশেষ স্থান কখনও নমনিয় হবে না এবং মেয়েদের উক্ত স্থান কখনই

(অসহনীতার) অভিযোগ করবে না। এই অবস্থা যখন (দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকবে) তখন একটি ঘোষনা শোনা যাবে। আমরা জানি তুমি কখনও ক্ষান্ত হবে না কিন্তু জান্নাতে তো মনি (বীর্য) নেই (অর্থ্যাৎ সে জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই) আর তোমার অন্য অনেক স্ত্রীর রয়েছে (সুতরাং এখন এই মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীদের প্রতি মনোযোগ দাও) তারপর সে একে একে প্রতিটি স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যে স্ত্রীর নিকটই যাবে সে বলবে আল্লাহর কসম জান্নাতের ভিতর আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর অন্য কিছুই আমি দেখিনি। এবং আপনি আমার নিকট অন্য যে কোন বস্তু তুলনায় বেশি প্রিয়। [হাদীল আরওয়াহ ইবনে আল কায়্যিম, পৃঃ ৪৯৮]

এই হাদীস উল্লেখের পর তিনি বলেন-

والذى تفرد به اسماعيل بن رافع وقد روي له الترمذى وابن ماجة وضعفه احمد وجماعة وقال الدار قطنى وغيره متروك الحديث وقال ابن عدي عامة احاديثه فيها نظر وقال الترمذى ضعفه بعض اهل العلم وسمعت محمدا يعنى البخارى يقول هو ثقة مقارب الحديث وقال لي شيخنا ابو الحجاج الحافظ هذا الحديث مجموع من عدة احاديث ساقة اسماعيل او غيره هذه السياقة و شرحه الوليد بن مسلم في كتاب مفرد وما تضمنة معروف في الاحاديث والله اعلم.

অর্থঃ এই হাদীসটি ইসমাইল ইবনে রাফে' এককভাবে বর্ণনা করেছেন তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে আহমদ, ইয়াহইয়া এবং আরও অনেকে তাকে দুর্বল বলেছেন দারে কুতনী এবং অন্যান্যরা বলেছেন তার হাদীস গ্রহনযোগ্য নয় তবে তিরমিযী বলেছেন আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি সে নির্ভরযোগ্য, তার হাদীস গ্রহন করা যায় (ইবনে কায়্যেম বলেন) আমাকে আমাদের শায়খ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ বলেছেন এই হাদীস অনেকগুলো হাদীসের সমষ্টি ইসমাঈল এবং অন্যান্যরা সেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম সেসব হাদীস সম্পর্কে পৃথক একটি বইও রচনা করেছেন আর এই হাদীসে যা কিছু উল্লেখিত রয়েছে তার সবই অন্যান্য হাদীসে উল্লেখিত ও পরিচিত (আল্লাহই ভাল জানেন)। [হাদীল আরওয়াহ, পৃঃ ৪৯৯]

সুবহানাল্লাহ এ আনন্দ ও তৃপ্তির কথা কল্পনা হতেই দুনিয়ার আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। মনি মানিক্যের মত সুন্দরী মেয়েদের সাথে ইয়াকুতের তৈরী ঘরের ভিতর সোনার খাটে অতি লম্বা সময় মিলিত হওয়ার জন্য, তাদের মুখে প্রেম ভালবাসার কথা শুনার জন্য কি দুনিয়ার এই তুচ্ছ আনন্দ পরিত্যাগ করা যায় না! বেশিরভাগ সময়ই যা বয়ে আনে অবসাদ ও অনুশোচনা।

সমবয়স্কা কুমারী নারীগণ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا.

অর্থঃ পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য, রয়েছে উদ্যান ও আঙ্গুর। সমবয়স্কা পূর্ণ যৌবনা তরুণী। [সূরা নাবা: ৩১-৩৩]

ফায়দাঃ كَوَاعِبَ শব্দটি (كَاعِب) এর বহুবচন। আর (كَاعِب) বলা হয় স্ফীত স্তন বিশিষ্টা নারী। এ আয়াতের উক্ত বাচনভঙ্গি দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, জান্নাতী রমণীদের স্তন আনারের মত গোল ও ফোলা থাকবে। নিচের দিকে ঝুলে পড়বে না। (হাদিল আরওয়াহ)

স্বামীদের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারিণী হুর

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, عُرُبًا أَتْرَابًا তারা খুবপ্রিয়তমা ও সমবয়স্কা হবে। [সূরা ওয়াকিয়াহ: ৩৭]

عُرُبٌশব্দটি عَرُوْبَةٌ শব্দের বহুবচন। عَرُوْبَةٌ বলা হয় ঐ নারীকে যে তার স্বামীর জন্য উৎসর্গপ্রাণ হয়, স্বামীর পছন্দের স্ত্রী হয়, নায-নখরাপূর্ণ ও অভিমানী হয়। রং, ঢং করে চলে। স্বভাবে চাঞ্চল্য ও প্রফুল্লতা বিরাজ করে। জীবন দিয়ে স্বামীকে ভালবাসা দেয়। যাই হোক আল্লাহ তায়ালা আলোচ্য আয়াতে জান্নাতী রমণীদের বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্যের বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি তাদের চরিত্রগত সৌন্দর্য ও মাধুর্যতাকেও একত্রিত করে দিয়েছেন।

জান্নাতী সতীসাধ্বী রমণী

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

অর্থ: তারা এমন হুর, পূর্বে যাদের সাথে কোন মানবও সহবাস করেনি এবং কোন জ্বীনও নয়। [সুরা রহমান- ৫৬]

ফায়দাঃ আলোচ্য আয়াতে طمث (তমাস) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর আরবী ভাষায় طمث বলা হয় কুমারী মেয়েদের সাথে সহবাস করাকে। এখানে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ালো যে, জান্নাতবাসীদেরকে যেসব হুর দেয়া হবে তাদের সাথে না কোন মানব সহবাস করেছে আর না কোন জ্বীন।

আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, যেসব হুরকে মানবজাতির জন্য তৈরি করা হয়েছে তাদেরকে কোন মানব স্পর্শ করেনি এবং যেসব হুরকে দানব গোষ্ঠির জন্য তৈরি করা হয়েছে তাদেরকে কোন জ্বীন স্পর্শ করেনি।

আবার এ অর্থও হতে পারে যে, দুনিয়াতে যেমন নারীদের উপর জ্বীন সওয়ার হয়, জান্নাতে এমনটি হওয়ার কোন অবকাশ থাকবে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, কেয়ামতের সময় যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও এসব হুরগণ ধ্বংস হবে না। কারণ তাদেরকে চিরস্থায়ী করে বানানো হয়েছে। [হাদিল আরওয়াহ]

আলোচ্য আয়াতের আলোকে অধিকাংশ আলেমগণের বক্তব্য হলো, জ্বীনদের মধ্য হতে যারা মু'মিন ও ঈমানদার হবে তারাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন কাফের জ্বীনরা জাহান্নামে যাবে।

স্বামীদের জন্য হুরদের ভালবাসা

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا"

অর্থঃ মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াতে যদি কোন পুরুষকে তার স্ত্রী কষ্ট দেয় তবে তার জান্নাতের স্ত্রী বলে, ওরে হতভাগিনী! ওকে কষ্ট দিসনে ও তো তোর কাছে মাত্র কয়দিনের জন্য রয়েছে দ্রুতই সে আমাদের নিকট চলে আসবে। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নংঃ ১১৭৪]

দুর থেকেই যে আপনাকে এত ভালবাসে যখন আপনি তার সহিত একত্রে অবস্থান করবেন তখন আপনার প্রতি তার ভালবাসা কোন পর্যায়ের হতে পারে!

حدثنا محمد قال حدثنا بن رحمة قال سمعت بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن عبيد بن عمير الليثى قال: اذا التق الصفان اهبط الله الحور العين الى السماء الدنيا فاذا راين الرجل يرضين مقدمه قلن اللهم ثبته فان نكص احتجبن منه وان هو قتل نزلنا اليه فمسحتا عن وجهه التراب وقالتا اللهم عفر من عفره وترب من تربه.

অর্থঃ সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা উবাইদ ইবনে উমাইর আললাইসী থেকে বর্ণনা করেন যখন কাফির এবং মুসলিমরা পরস্পর মুখোমুখী হয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হুরদের প্রথম আসমানে নামিয়ে দেন যখন তারা দেখে তাদের স্বামী সামনে অগ্রসর হচ্ছে তারা বলে হে আল্লাহ! তাকে দৃঢ় রাখ আর যদি সে পালিয়ে যায়, তাহলে তারা আড়াল হয়ে যায়। আর যদি সে নিহত হয়, তবে তারা নিচে নেমে আসে এবং তারা চেহারা হতে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে এবং বলে হে আল্লাহ! যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন কর। হে আল্লাহ, যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন কর। [আব্দুল্লাহ ইবনে আল মুবারক কিতাবুল জিহাদে, হাকেম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন]

মুস্তাদরাকে হাকেমের রেওয়ায়েতে এসেছে-

فتمسحان الغبار عن وجهه فيقول لهما انا لكما وتقولان : انا لك ويكسى مائة حلة لو حلقت بين اصبعي هاتين- يعني السبابة والوسطى- لو سعتاه ليس من نسخ بني ادم ولكن من ثياب الجنة.

অর্থঃ তারা যখন তার মুখ হতে ধুলি ঝেড়ে ফেলবে তখন সে বলবে আমি তোমাদের আর তোমরা বলবে আমরা তোমার। তারপর তাকে ১০০টি পোশাক পরানো হয়। যদি সবগুলোকে একত্রে ভাজ করা হয় তবে দুআঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানই সেগুলোকে ধারন করতে পারবে। সে পোশাক কোন মানুষের তৈরী নই বরং তা জান্নাতী পোশাক।

عن علي، قال: (ذكر النار، فعظم امرنا. ثم اخفضه، ثم قال: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمراً (١) حتى اذا انتهوا الى باب من ابوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا الى احداهما كأنما امروا به، فشربو منها فأذهب ما في بطونهم من اذى، او بأس، ثم عمدوا الى الاخرى، فتطهروا منها، فجرت عليهم نضرة النعيم، فلم تغير اشعارهم بعدها ابدا، ولا نشعت رءوسهم كأنما دهنوا بالدهان، ثم انتهوا الى الجنة فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خلدين، ثم تلقاهم الولدان فيطوفون كما يطيف اهل الدنيا بالحميم، فقدم عليهم من غيبت يقولون له: ابشر اعد الله لك من الكرامة كذا، قال: ثم ينطلق غلام من اولئك الولدان الى بعض ازواجه من الحور العين، فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا،

অর্থঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি জাহান্নামের ভয়বাহতার কথা উল্লেখ করলেন কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রেখে বললেন, মুত্তাকীদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতে দরজার নিকট পৌঁছে যাবে সেখানে তারা একটি গাছের গুড়ি থেকে দুটি ঝরনা প্রবাহিত দেখতে পাবে তারা একটি ঝরনার নিকটবর্তী হয়ে সেখান থেকে পান করলে তাদের পেটে যা কিছু অপবিত্র বা ক্ষতিকর বস্তু ছিল তার দূর হয়ে যাবে। তারপর

তারা অন্য ঝরনাটির নিকট যাবে এবং সেখানে হতে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর হতে তাদের চোখে মুখে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠবে তাদের চুল আর কখনও পরিবর্তিত ও এলোমেলো হবে না যেন খুব উত্তমরূপে তেল দেওয়া হয়েছে। তারপর তারা জান্নাতে পৌছে যাবে এবং তাদের বলা হবে সালামুন আলাইকুম নিশ্চয় আপনারা খুবই সৌভাগ্যবান অতএব চিরস্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করুন। সাথে সাথেই ছোটছোট বাচ্চারা তাকে নিয়ে আমোদ ফূর্তিতে মেতে উঠবে যেভাবে দুনিয়াবাসী তাদের প্রিয়জনকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আসতে দেখল তাকে নিয়ে আনন্দ করে। তারা বলতে থাকবে আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন আল্লাহ্ আপনার জন্য এই সম্মান প্রস্তুত রেখেছেন। ঐ সমস্ত বালকদের মধ্য হতে একজন বালক দ্রুত উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীদের নিকট হাজীর হয়ে বলবে অমুক এসেছে ঐ বালক ব্যক্তিটির সেই নাম উল্লেখ করবে যার মাধ্যমে তাকে দুনিয়াতে ডাকা হত। শুনে তার স্ত্রী ভীষণ খুশি হয়ে বলবে তুমি তাকে দেখেছ? বালকটি বলবে হ্যাঁ আমি উনাকে দেখেছি এবং তিনি আমার পিছনেই আসছেন। এরপর ঐসকল স্ত্রীদের প্রত্যেক খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে তারা দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। তারপর যখন সে তার বাসস্থানে পৌছে যাবে দেখতে পাবে রত্নের পাথরে উপর সবুজ, লাল, হলুদ বিভিন্ন রং এর প্রাসাদ তারপর সে তার মাথা উত্তোলন করে চাঁদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাবে তা যেন বিদ্যুতের মত চমকাচ্ছে। যদি আল্লাহর পূর্ব হতেই এমন সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করতেন যে, জান্নাতীরা ব্যাথা পাবে না তবে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেত। তারপর সে তার মাথা নিচু করলে দেখতে পাবে অসংখ্য স্ত্রী। সাজানো পাত্র আর সারি সারি আসন এবং বিছানো কার্পেট তারপর সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এবং বলবে সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তিনি পথ না দেখালে আমরা কখনই পথ পেতাম না।

তারপর একজন ঘোষক ঘোষনা করবে তোমরা এখানে জীবিত অবস্থায় থাকবে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে কখনও এখান হতে তোমাদের বের হতে হবে না। তোমরা এখানে সুস্থ অবস্থায় থাকবে কখনও অসুস্থ হবে। [আততারগীব ওয়া তারহীব, বাবুন ফি সিফাতি দুখুলি আহলিল জান্নাহ আল জান্নাহ............]

একই ধরনের আরও একটি বর্ণনাতে এসেছে-

عن علی رضی الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية (يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا) قال قلت يا رسول الله ما الوفد الا ركب قال النبي صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده انهم اذا خرجوا من قبورهم استقلوا بنوق بيض لها اجنحة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون الى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب واذا شجرة على باب الجنة ينبع من اصلها عينان فإذا شربوا من احدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم واذا تو ضؤ وا من الاخرى لم تشعث اشعارهم ابدا فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة يا على فيبلغ كل حوراء ان زوجها قد اقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلو لا ان الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء فيقول انا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفو اثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول انت حبي وانا حبك وانا الراضية فلا اسخط ابدا وانا الناعمة بلا ابأس ابدا وانا الخالدة فلا اظعن ابدا.

অর্থঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ বলেন- (يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا) (অর্থাৎ সেদিন মুত্তাকীদের মেহমান অবস্থায় রহমানের সম্মুখে হাজির করা হবে আলী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাহন ছাড়া কি মেহমান হয়? আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ যখনই তারা তাদের কবর হতে বের হবে তখনই তাদের সাদা উঠের পিটে তোলা হবে। ঐ সমস্ত উঠের পাখা থাকবে এবং তার পিঠের উপর আসনটি হবে সোনার তৈরী তাদের জুতার ফিতা হবে নূর এবং তা চকচক করবে প্রতি

পদক্ষেপে তারা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত ভ্রমন করবে যখন তারা জান্নাতে নিকটবর্তী হবে দেখতে পাবে জান্নাতের দরজার বালাসমূহ লাল ইয়াকূত পাথরের তৈরী এবং তার নিচের পাতটি সোনার। জান্নাতের দরজার নিকটেই তারা একটি গাছ দেখতে পাবে যার গোড়া হতে দুটি ঝরনা প্রবাহিত হবে। ঐ দুটি ঝরনার একটি হতে তারা যখন পান করবে তাদের চেহারাতে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠবে আর অন্যটিতে ওযু করার পর তাদের চুল আর কখনও এলোমেলো হবে না। তারপর তারা জান্নাতের দরজায় অবস্থিত ইয়াকুতের বালা দ্বারা সোনার পাতে আঘাত করলে সেই আওয়াজ শুনে প্রতিটি হুর বুঝে যাবে যে, তাদের স্বামী আগমন করেছে। তারা খুবই তাড়াহুড়া শুরু করে দেবে এবং খাদেমকে পাঠাবে খোঁজ নেওয়ার জন্য। খাদেম দরজা খুলে দেবে। যদি আল্লাহ পূর্ব হতেই তার অন্তরে খাদেম চিনিয়ে না দিতেন তবে সে খাদেমকে দেখামাত্র সাজদা করে বসত। তার মুখে যে নূর ও উজ্জলতা দেখতে পাবে সে কারণে। খাদেম বলবে আমি আপনার খাদেম ফলে সে তাকে অনুসরণ করে তার স্ত্রীর নিকট গমন করবে। তার স্ত্রী চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং তাবু হতে বের হয়ে তাকে আলিঙ্গন করবে এবং বলতে থাকবে আপনি আমার ভালবাসা আর আমি আপনার ভালবাসা আমি চিরসন্তুষ্ট কখনও রাগান্বিত হবো না, আমি প্রফুল্ল কখনও বিষন্ন হব না, আমি চিরকাল অবস্থান করবো, কখনও বিদায় নেব না। [ইবনে আবিদদুনইয়া ফি সিফাতিল জান্নাহ, আততারগীব ওয়াততারহীব, ইবনে আল কায়্যিম হাদিল আরওয়াহ]

এই দুটি হাদীসকে আলবানী রহ. দুর্বল বলেছেন কিন্তু হাদীস দুটিতে যা বলা হয়েছে তা অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত। প্রথম হাদীসটি সহীহ। সেখানে বলা হয়েছে দুনিয়াতে কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে তার স্ত্রী কষ্ট দিলে জান্নাতে অবস্থিত তার জন্য নির্ধারিত হুর ঐ স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে সুতরাং যে জান্নাত থেকেই তার স্বামীর প্রতি এত মমতাময়ী সে যে তাকে চোখের সামনে উপস্থিত দেখলে আনন্দে চঞ্চল হয়ে দিকবিদিক হারিয়ে ফেলবে এত মোটেও অত্যুক্তি নেই।

সবার উচিত প্রতিক্ষারত সেই স্ত্রীর খুশি ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য নিজেকে তৈরী করা। যাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ولو ان امراة من نساء اهل الجنة اطلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما ولملات ما بينهما ريحا ولنصيفها على راسها خير من الدنيا وما فيه.

অর্থঃ যদি জান্নাতের কোন নারী পৃথিবীর দিকে উকি দিত তবে আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে সমস্ত কিছু আলোকিত হয়ে যেত আর। উভয়ের অভ্যন্তরভাগ সুগন্ধে ভরে যেত। আর তার মাথার উপর যে ওড়নাটি থাকবে তা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম। [বুখারী কিতাবুর রিকাক বাবু সিফাতিল জান্নাহ......., তিরমিযী, মিশকাত, আততারগীব ওয়াত তারহীব, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ]

স্বামী এবং স্ত্রীর ভালবাসা বলতে সাধারণত একটি বিশেষ বিষয়কেই বুঝিয়ে থাকে। একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে এর অর্থ সে তার সহিত মিলিত হতে ভীষণভাবে আগ্রহী। যদি কারও স্ত্রী তাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে কিন্তু তার সহিত নির্জনবাসের ব্যাপারে তার আগ্রহে কোন কমতি থাকে, তবে তার স্বামী কখনো সুখী নয়, এমনও বলা যায় না যে সে তার স্বামীকে ভালবাসে। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা কেবল তখনও পূর্ণতা পায় যখন উভয়ে উভয়ের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় এজন্য পুরুষের সক্ষমতার পাশাপাশি মেয়েদের আকাঙ্খার তীব্রতারও প্রয়োজন রয়েছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور.

অর্থ: আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি কোন পুরুষ প্রয়োজন পূরনের জন্য তার স্ত্রীকে ডাকে তবে সে তার ডাকে সাড়া দিক যদিও সে রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে। [সুনানে তিরমিযী, মিশকাত, রিয়াদুস সালিহীন]

(اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فأبت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح)

অর্থঃ যখন কোন পুরুষ স্বীয় প্রয়োজনে তার স্ত্রীকে ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে তবে সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ বর্ষন করে। [মুত্তাফাকুন আলাইহি]

এই যদি হয় দুনিয়ার স্ত্রীদের উপর নির্দেশ তবে জান্নাতের হুরদের অবস্থা কেমন হবে! কিন্তু স্বামীর এই অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা কোনও স্ত্রীর

পক্ষেই সম্ভব হবে না যদি না তার মধ্যেও স্বামীর প্রতি তীব্র আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকে।

দুর্বলভাবে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে-

خير نسائكم العفيفة الغلمة.

অর্থঃ সর্বোত্তম স্ত্রী সে যে স্বামীর নিকট উত্তেজিত চাহিদা সম্পন্ন অথচ অন্য সময় লাজুক ও স্বতী। [আল জামি]

হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও তার মর্মার্থ যে সঠিক তা পূর্বের আলোচনা হতেই স্পষ্ট বোঝা গেছে।

জান্নাতের হুরদের অনন্য গুণাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে তারা তাদের স্বামীর প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের দেহ, মন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত নির্জনবাসের প্রতি তীব্রভাবে আগ্রহী হবে দীর্ঘ সময় বা বারবার গমন তার আগ্রহে কোনরুপ কমতি ঘটাতে পারবে না, তার চাহিদাও কখনও নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ عُرُبًا أَتْرَابًا.

অর্থঃ আমি তাদের (দুনিয়ার যেসব মেয়েরা বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার পর জান্নাতী হবে) নতুনভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিণত করব। তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী। [সুরা ওয়াকিয়া: ৩৫-৩৭]

আয়াতে হুরদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে (عربا) উরুবান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে (وهى المتحببة الى زوجها عشقاله) উরুবান হল সেই সব মেয়েরা যারা স্বামীদের প্রেমে পাগল। আততাবারী কাছাকাছি অর্থের কয়েকটি মত উল্লেখ করেছেন-

১. (عن ابن عباس، قوله: (عُرُبًا) يقول: عواشق.) ইবনে আব্বাস বলেন উরুবান (عُرُبًا) অর্থ: (عواشق) শব্দটি ইশক (عشق) থেকে এসেছে অর্থ্যাৎ তারা স্বামীর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট।

২. ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণিত আছে (العرب المتحببات المتودّدات الى ازواجهن.) তারা হল ঐ সব মেয়েরা যারা স্বামীর প্রতি তীব্র ভালাবাসা রাখে।

৩. ইকরামাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- (هى المغنوجة) এরা হল ঐসব মেয়েরা যারা বিভিন্ন আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে স্বামীকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

৪. সাইদ ইবনে জুবাইর বলেন- (العرب اللاتي يشتهين ازواجهن) (عرب) হুল ঐ সব মেয়েরা যারা তাদের স্বামীদের প্রতি কামনা রাখে।

৫. আবু উবাইদ বলেন-

(العربة: التى تشتهى زوجها الا ترى ان الرجل يقوم للناقة: انها لعربة)

আরিবা বলা হয় ঐসব মেয়েদের যারা স্বামীদের কামনা করে তুমি কি দেখনা উষ্ট্রীকে (একটি বিশেষ সময়) এই নামে অভিহিত করা হয়!

আবু উবাইদের মতটি ইবনে হাযারা ফাতহুল বারীতে এবং বদরুদ্দীন আল আয়নী উমদাতুল কারীতে উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরে আলুসীতে আছে মুজাহিদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন (انهن الغلمات اللاتي يشتهين ازواجهن) অর্থঃ ওসব মেয়েরা স্বামীদের কামনা করে এবং তাদের ভিতর সে বিষয়ক প্রবল উত্তেজনা রয়েছে।

ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ আননাওয়ফেলী বলেন, (العرب الخفرة المتبدلة لزوجها وانشد) অর্থঃ আরুব হল ঐসব মেয়েরা যারা এমনিতে ভীষণ লাজুক কিন্তু স্বামীর সহিত মিলিত হওয়ার সময় সব লজ্জা খুইয়ে বসে। তারপর তিনি কোন একজন কবির লেখা একটি কবিতা পড়লেন যার অর্থঃ (يعرين عند بعولهن) اذا خلوا...... واذا (هم خرجوا فهن خفار) অর্থঃ নির্জনে স্বামীর সহিত সহ অবস্থানে তারা পোশাক খুলতেও দ্বিধা করেনা কিন্তু যখনই তাদের স্বামী বের হয়ে যায় তারা ভীষণ লজ্জাশীলতার পরিচয় দেয়।

ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত একটি দুর্বল হাদীস এসেছে-

ما من احد يدخله الله الجنة الا زوجه الله عز وجل ثنتين وسبعين زوجة ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من اهل النار. ما منهن واحدة الا ولها قبل شهي. وله ذكر لا ينثني.

অর্থঃ যাকেই আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাকে তিনি ৭২ জন স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিবেন, দুজন হবে টানা টানা চোখবিশিষ্ট হুর। আর বাকীরা যারা জাহান্নামী হয়েছে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ছিল তারা জাহান্নামী হওয়ার কারণে জান্নাতীরা সেগুলোর উত্তরাধিকার হবে। সেসব নারীদের প্রত্যেক মিলনের প্রতি ভীষণভাবে আকাঙ্খি হবে আর ছেলেটি কখনও নমনীয় হবে না।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও আয়াতের মর্মার্থের সাথে তা পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ওয়া লিল্লাহিল হামদ আয়াতের তাফসীরে আমরা পূর্বে যা কিছু উল্লেখ করেছি ইবনে আল কায়্যিম তা একস্থানে সংকলিত করেছেন।

ইবনে আল কায়্যিম বলেন-

وذكر لمفسرون في تفسير "العرب" انهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات كل ذلك من الفاظهم.

অর্থঃ উরুবান শব্দের ব্যাখায় তাফসীরকারকরা বলেছে তারা স্বামীর প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট, স্বামীর প্রতি প্রেমময়া, প্রেমপূর্ণ কথা বলতে পারদর্শী, তীব্র উত্তেজনা সম্পন্ন, আকারে ইঙ্গিতে স্বামীকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে এমন। এসব শব্দই মুফাসসিররা ব্যবহার করেছেন। [হাদীল আরওয়াহ]

সুবহানাল্লাহ উল্লেখিত আয়াতটির ভিতর যে আকর্ষণীয় গুণ লুকিয়ে আছে দুনিয়ার কোন স্ত্রী তার তিল পরিমানের অধিকারীও হতে পারে না। দুনিয়াতে লজ্জাশীল মেয়ে হলে তার লজ্জা তাকে সর্বদায় আবিষ্ট করে রাখে, ফলে প্রয়োজনের সময়ও সে লজ্জাজনিত জড়তার কারণে স্বামীর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারে না। কিন্তু জান্নাতের স্ত্রীরা লজ্জাশীলতার পাশাপাশি প্রয়োজনের সময় যা করলে স্বামী সন্তুষ্ট হয় তা করতে পুরো প্রস্তুত থাকবে। কারণ তাদের নিজেদেরও স্বামীদের প্রতি অসীম প্রয়োজন থাকবে। কৃত্রিমতা নই বরং নিজের প্রয়োজন এবং স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার কারণেই তাদের সহিত প্রতিটি মিলন পরিপূর্ণ তৃপ্তিদায়ক হবে।

জান্নাতী হুর কিসের তৈরী

ক. একটি হাদীসে রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ হুরদের মুখমন্ডলকে চার প্রকারের রং দ্বারা সৃষ্টি করেছেন; যথা- ক. সবুজ খ. সাদা, গ. হলুদ, ঘ. লাল। তাদের শরীর ক. জাফরান, খ. মিশ্‌ক, গ. আম্বর ও ঘ. কাফুর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাদের কেশগুচ্ছ লবঙ্গ দ্বারা, পায়ের অঙ্গুলী হতে উরু পর্যন্ত সুরভিত জাফরান দ্বারা, উরু হতে স্তন পর্যন্ত মিশ্‌ক দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। স্তন হতে ঘাড় পর্যন্ত আম্বর দ্বারা এবং ঘাড় হতে মাথা পর্যন্ত কাফুর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা যদি দুনিয়াতে একবার থুথু ফেলে তবে সমগ্র পৃথিবী সুরভিত মিশকে পরিণত হবে। তাদের প্রত্যেকের বুকে স্ব স্ব স্বামীর ও আল্লাহর যেকোন একটি নাম অঙ্কিত থাকবে। তাদের প্রত্যেকের হাতে দু'জোড়া করে সোনার কাঁকন শোভিত থাকবে। হাতের দশ আঙ্গুলে দশটি আংটি ও দু'পায়ে দশটি মুক্তার তৈরি পাজের (পায়ের খারু) থাকবে।

খ. হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ. সূত্রে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, জান্নাতে পবিত্র স্ত্রীগণ রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা

যাদেরকে নূর দ্বারা তৈরি করেছেন। দেখলে মনে হবে, যেন প্রকৃষ্ট সাদা ইয়াকূত ও প্রবাল সদৃশ। তারা এতটাই আনত নয়না হবে যে, তারা আপন স্বামী ছাড়া আর কারো দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। তাদের শরীর ইতোপূর্বে মানব ও দানবের কেউ স্পর্শ করেনি। যখনই আপন স্বামী তাদের সাথে সহবাসের মনস্থ করবে তখনই তাদেরকে কুমারী হিসেবে পাবে। বিভিন্ন রঙ্গের সত্তরটি ভূষণে ভূষিত থাকবে।

তবে ওই সজ্জিত সত্তর স্তরের পোশাক তাদের জন্য এতটাই হালকা হবে যে, মনে হবে একটি কেশ বহন করছে। তাদের পায়ের গোছার মজ্জা, গোস্ত, হাড়, চামড়া এবং পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাবে। যেমন সাদা শিশির মধ্যে লাল রং এর শরাব পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। তাদের কেশ জুলফি বা পার্শ্বচুল মুক্তা ও ইয়াকুত খচিত হবে।

গ. হযরত মালেক ইবনে দিনার রহ. জান্নাতী হুরদের প্রশংসায় বলেন, তারা কাফুর, মেশক ও জাফরান দ্বারা তৈরি। তাতে নূর ও মুক্তাখচিত থাকবে। তারা লবণাক্ত পানিতে থুথু ফেললে সে পানি সুমিষ্ট হয়ে যাবে। মৃতব্যক্তির সাথে কথা বললে জিন্দা হয়ে যাবে। তাদের হাতের কব্জি সূর্যের সামনে রাখলে সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অন্ধকারে আসলে আলোকিত হয়ে যাবে। সুসজ্জিতা হয়ে দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশ করলে সমগ্র জগত বিমোহিত হয়ে যাবে। তারা মেশক ও জাফরানের উদ্যানে লালিত পালিত হয়। ইয়াকূত ও মারজানের শাখায় খেলাধুলা করে। জান্নাতের তাসনীম নহরের সুপেয় পানি পান করে। তারা ভালবাসা বদলায় না।

ঘ. মালেক ইবনে দিনার রহ. বলেন, ফেরদাউস বেহেশতের অন্তর্গত আদন বেহেশতের ভেতরে হুরগণ বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তাদেরকে বেহেশতের গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

ঙ. বেহেশতবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য বিশেষ পার্ক থাকবে। সেখানে তারা কাওছার নামক ঝর্ণার তীরে ভ্রমণ করবে। কাওছার ঝর্ণার তীরে জায়গায় জায়গায় মুক্তার তাবু থাকবে, যার একেকটি তাবুর প্রস্থ হবে ষাট মাইল দীর্ঘ। সেসব বিশালায়তন তাবুকে এরূপ মুক্তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে যাতে কোন প্রবেশ দ্বার নেই। এ দরজাবিহীন তাবুর মধ্যে অসংখ্য পরিচারিকা থাকবে। যাদেরকে কোন ফেরেশতা অথবা বেহেশতী খাদেম ইতোপূর্ব কখনো দেখেনি। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

সেসব তাবুর মধ্যে সুদর্শনা ও সচ্চরিত্রা রমণীগণ বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ স্বয়ং যাদের সৌন্দর্যমাধুরীর প্রশংসা করেন-অন্যের সাধ্য কী এর চেয়ে অধিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে?

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, এ সকল জান্নাতী হুর তাবুতে সুরক্ষিত রয়েছে। এরা হলেন আল্লাহর মনোনীত, এদের আকৃতি অত্যন্ত নয়নাভিরাম, চিত্তাকর্ষক ও পূতপবিত্র। তাদেরকে রহমতের মেঘমালা হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন সে মেঘমালা হতে বারিধারা বর্ষিত হয়। তখন পানির পরিবর্তে লাবণ্যময়ী পরিচারিকা ও অপরূপা স্বর্গীয় অপ্সরীগণ বর্ষিত হয় তারা মহান আরশের নূরের তৈরি এবং তারা মুক্তার তাবুতে সুরক্ষিত রয়েছে। সৃষ্টির পর হতে তারা কাউকে দেখেনি এবং তাদেরকেও কেহই দেখেনি। সর্বপ্রথম তাদেরকে তাদের আপন আপন স্বামীগণই দর্শন করবে।

বেহেশতবাসীগণ বিরাট সুরম্য প্রাসাদে আপন স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে। যতদিন মহান আল্লাহর ইচ্ছা উক্ত নিয়ামত উপভোগে তারা বিভোর থাকবে। জান্নাতবাসী পুরুষগণ এসব তাবুর পাশে গিয়ে এর কোন প্রবেশ দ্বার দেখতে না পেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের চোখের সামনে তাবুর দরজা উন্মুক্ত করে দিবেন। তাদের চোখের সামনে দরজা খোলার তাৎপর্য হল, যাতে এসকল জান্নাতবাসী মুমিনগণ জানতে পারে যে, এসব তাবুর ভেতরে তাদের জন্য যেসকল অপরূপা রমণী সুরক্ষিত রয়েছে তাদের সম্বন্ধে সৃষ্টিকুলের কেউ অবগত নয়। তাদের অবস্থান সম্পর্কেই যখন কেউ অবগত নয়, তখন তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। মুমিনগণ আরো জানতে পারবে যে, জীবদ্দশায় এ সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি মহান আল্লাহ আজ পূরণ করলেন।

মহান আল্লাহ বলেন-

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ.

অর্থঃ তোমাদের (হুর) স্ত্রীগণ তাবুর ভেতরে সুরক্ষিত আছে। ইতোপূর্বে কোন মানব অথবা দানব তাদেরকে স্পর্শ করেনি। [সূরা রহমানঃ আয়াত-৫৭]

বেহেশতীগণ তাদের অপরূপা সুদর্শণা স্ত্রীদেরকে সাথে করে পরিপাটি ও সুপরিসর গৃহে সিংহাসনের ওপর উপবেশন করবে। অতঃপর তারা বাহারী রংয়ের রকমারী পোশাক ও নানা ডিজাইনের অলংকার দ্বারা সজ্জিত হবে।

তারপর মধুর মিলনে লিপ্ত হবে। একবার মিলনেই দীর্ঘ ৪০ বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে। এ সময়ে প্রত্যেক জান্নাতী পুরুষের শরীরে একশ সবল যুবকের শক্তি সঞ্চারিত হবে। প্রতিক্রিয়ায় বির্যপাতের পরিবর্তে মৃগনাভীর সুবাস বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

হযরত আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের হুরগণের মধ্য হতে যদি একজনও আকাশ হতে জগতবাসীর দিকে একটু থুথু ফেলত তবে আকাশ ও যমীনের মধ্যস্থিত সবকিছু আলোকিত হয়ে যেত। তার সুগন্ধিতে সমস্ত পৃথিবী বিমোহিত হয়ে যেত।

মুসলমানদের প্রতি হুরদের চাহিদা

হাদীসঃ হযরত আবু উমামা রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

فَإِذَا انْصَرَفَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِي مِنَ النَّارِ، وَاَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، وَزَوِّجْنِي مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ، قَالَتِ النَّارُ: يَا وَيْحَ هٰذَا، اَعَجَزَ اَنْ يَسْتَجِيْرَ اللهَ مِنْ جَهَنَّمَ؟ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا وَيْحَ هٰذَا، اَعَجَزَ اَنْ يَسْاَلَ اللهَ الْجَنَّةَ؟ وَقَالَتِ الْحُوْرُ الْعَيْنِ: يَا وَيْحَ هٰذَا، اَعَجَزَ اَنْ يَسْاَلَ اللهَ اَنْ يُزَوِّجَهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ؟

অর্থঃ নামাযী যখন সালাম ফিরায় অতঃপর একথা না বলে যে, হে আল্লাহ আমাকে জাহান্নাম হতে আশ্রয় দাও, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আমাকে হুরেয়ীনের সাথে বিয়ে করিয়ে দাও, তখন জাহান্নাম বলতে থাকে, আফসোস! লোকটি কি এতই অক্ষম হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাইলো না, জান্নাত বলতে থাকে, আফসোস! লোকটি কি এতই অপরাগ হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত প্রত্যাশা করলো না। হুরগণ বলতে থাকে, আফসোস! লোকটি কি এতই অক্ষম হয়ে গেল যে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ আমাকে হুরদের সাথে বিয়ে করিয়ে দাও।

হযরত আবু উমামা রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فُتِحَتْ لَهُ الْجِنَانُ وَكُشِفَ الْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهٖ وَاسْتَقْبَلَهُ الْحُوْرُ مَا لَمْ يَتَمَخَّطْ اَوْ يَتَنَخَّمْ.

অর্থঃ মুসলমান যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন তার জন্য জান্নাত খুলে দেয়া হয়। তার মাঝে এবং তার প্রভুর মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়। হুরেরা তার দিকে মুখ করে বসে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন থুথু নিক্ষেপ না করে এবং নাকের শ্লেষ্মা ত্যাগ না করে। [তাবরানী]

হাদীসঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ بَاتَ لَيْلَةً فِي خُفَّةٍ مِنَ الطَّعَامِ يُصَلِّي تَدَارَكَتْ عَلَيْهِ جَوَارِى الْحُوْرِ الْعَيْنِ حَتّٰى يُصْبِحَ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি অল্প আহার করে নামাযরত অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয় তার জন্য হুরগণ সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে।

হযরত ইউসুফ ইবনে ইহবাত রহ. বলেন, আমার নিকট একথা পৌছেছে যে, যখন আযান দেয়া হয় আর তার শ্রোতারা নিম্নোক্ত দোয়া না পাঠ করে তখন হুরেরা বলতে থাকে, হে লোক! তোমাকে কোন জিনিস আমাদের থেকে অনীহা করে দিল? দোয়াটি হলো–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْمُسْتَمِعَةِ الْمُسْتَجَابِ لَهَا صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ زَوِّجْنَا مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! শ্রুত এই আহবানের তুমিই প্রভু। যা গ্রহীত ও গ্রহণযোগ্য। তুমি শান্তি বর্ষণ করো হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তার পরিবারবর্গের উপর। এবং আমাকে হুরেয়ীনের সাথে বিয়ে করিয়ে দাও।

ফায়দাঃ আযানের একটি প্রসিদ্ধ দো'আ রয়েছে যা আমাদের সকলেরই জানা। সেই দোআ পাঠ করার পর উক্ত দো'আটিও পড়ে নেয়া উত্তম। কারণ, দো'আটিতে অতিরিক্ত একটি প্রার্থনা রয়েছে। আর তা হলা হুরেয়ীনের প্রার্থনা। উক্ত দো'আটি মুখস্থ না থাকলে পূর্ব প্রসিদ্ধ দো'আটিই পড়বে। এর পরে মনে মনে আল্লাহ তা'আলার নিকট হুরের প্রার্থনা করে নিবে।

হাদীসঃ হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, যখন তিনি মে'রাজ হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন তিনি হুরগণের বর্ণনা দিয়ে এরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَبِيْنَهَا كَالْهِلَالِ فِيْ طُوْلِ الْبَدْرِ مِنْهَا اَلْفٌ وَثَلَاثُوْنَ ذِرَاعًا فِيْ رَأْسِهَا مِائَةُ ضَفِيْرَةٍ مَا بَيْنَ الضَّفِيْرَةِ وَالضَّفِيْرَةُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ ذَوَابَةٍ وَالذَّوَابَةُ اَضْوَأُ مِنَ الْبَدْرِ مُكَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَصُفُوْفُ الْجَوَاهِرِ عَلٰى جَبِيْنِهَا سَطْرَانِ مَكْتُوْبَانِ بِالدُّرِ الْجَوْهَرِ فِي السَّطْرِ الْاَوَّلِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَفِي السَّطْرِ الثَّانِيْ مَنْ اَرَادَ مِثْلِيْ فَلْيَعْمَلْ بِطَاعَةِ رَبِّيْ. فَقَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ يَا مُحَمَّدُ هٰذِهٖ وَاَمْثَالُهَا لِاُمَّتِكَ فَاَبْشِرْ يَا مُحَمَّدُ وَبَشِّرْ اُمَّتَكَ وَاْمُرْهُمْ بِالْاِجْتِهَادِ.

অর্থঃ আমি হুরের কপালদেশকে দেখেছি পূর্ণিমার পূর্ণাঙ্গ চাঁদের মত। যার উচ্চতা হলো এক হাজার ত্রিশ হাত বরাবর। তার মাথায় ছিল একশত খোপা ও একশত চুঁটি। প্রত্যেক চুঁটি ছিল পূর্ণিমার চাঁদ অপেক্ষা আরো উজ্জ্বল। তার মাথায় ছিল মোতির তাজ। তার কপালে পড়া ছিল জহরতের মালা। ঐ জহরতে দুটি লাইন লেখা ছিল। প্রথম লাইনে লেখা ছিল-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আর দ্বিতীয় লাইনে লেখা ছিল-

مَنْ اَرَادَ مِثْلِيْ فَلْيَعْمَلْ بِطَاعَةِ رَبِّيْ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার মত হুরের প্রত্যাশী, সে যেন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে।"

অতঃপর জিবরাঈল আ. আমাকে বললো, হে মুহাম্মাদ! এ জাতীয় হুর আপনার উম্মতের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। অতএব, আপনিও সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং আপনার উম্মতকেও এ সুসংবাদ প্রদান করুন। তাদেরকে আদেশ দিন যাতে নেক আমলের জন্য তারা অদম্য চেষ্টা চালিয়ে যায়।

জান্নাতীদের জন্য হুরদের দো'আ

হাদীসঃ হযরত ইকরামা রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ الْحُوْرَ الْعَيْنَ لَأَكْثَرَ عَدَدًا مِنْكُمْ يَدْعُوْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ اَللّٰهُمَّ.

অর্থঃ হুরেয়ীন সংখ্যায় তোমাদের চেয়েও অনেক বেশী। তারা আপন আপন স্বামীদের জন্য এ দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! আমার স্বামীকে ধর্মীয় কর্মকান্ডে সহায়তা করো। তার অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ধাবমান করে দাও। ইয়া আরহামার রাহেমীন! নিজের বিশেষ নৈকট্যের মাধ্যমে তাকে আমাদের পর্যন্ত পৌছিয়ে দাও। [আত্‌তারগীব ওয়াত্‌তারহীব]

হুরদের পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তাব

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রমযান মাসের জন্য সাজানো হয় এবং অলংকরণ করা হয়। অতঃপর যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে তখন আরশের তলদেশ দিয়ে একটি বাতাস প্রবাহিত হয়। বাতাসটিকে 'মাসীরাহ' বলা হয়। এ বাতাসের প্রবাহে জান্নাতের গাছ-গাছালির পাতায় পাতায় এবং দরজাসমূহের কড়ায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তা হতে এমন ক্ষীণ ও সুন্দর শব্দ নির্গত হতে থাকে, কোন শ্রবণকারী তার চেয়ে অধিক সুন্দর শব্দ আর কখনো শুনতে পায়নি। হুরগণ জান্নাতের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ডেকে ডেকে বলতে থাকে, আছে কোন এমন ব্যক্তি যারা আমাদেরকে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রস্তাব দেয়। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের সথে বিয়ে করিয়ে দেন? আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান, হে রেযওয়ান (জান্নাতের নিয়ন্ত্রক ও

পর্যবেক্ষক)! জান্নাতের সবকটি দরজা খুলে দাও। হে মালেক (দোযখের দারোগা)! রমযানের মাহাত্ম্য রক্ষার্থে জাহান্নামের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দাও। [বায়হাকী]

হুরগণের ইস্তিকবাল (রিসিপশন)

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রহ. বলেন, হুরেয়ীনগণ আপন আপন স্বামীর সাথে জান্নাতের দরজায় সাক্ষাত করবে। তারা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে বলতে থাকবে, আমরা যুগ যুগ ধরে আপনাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। আমরা আপনাদের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট। কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমরা সর্বদা জান্নাতে থাকবো কখনো এখান থেকে বের হবো না। আমরা চিরঞ্জীব, কখনো মারা যাবো না। তারা একথাও বলবে, আপনি আমার প্রেমিক, আর আমি আপনার প্রেমাস্পদ। আমরা আপনারই জন্য। আমার সাথে বন্ধুত্ব করার মত আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। [সিফাতুল জান্নাহ]

সাক্ষাতের জন্য হুরগণের স্পৃহা

হযরত ইবনে আবিল হাওয়ারী রহ. বলেন, জান্নাতী রমণীদের মধ্য হতে এক রমণী তার চাকরানীকে বলতে থাকবে, তোর নাশ হোক! জলদি গিয়ে দেখতো আল্লাহর ওলী যে আমার স্বামী হব সে কোথায়? কি হলো তার? এত দেরী হচ্ছে কেন? চাকরানী তৎক্ষনাত দৌঁড়ে যাবে। ফিরতে দেরী দেখে হুর আরেকজনকে পাঠাবে। তারও দেরী দেখে তৃতীয় আরো একজনকে পাঠাবে। ইতোমধ্যে প্রথম জন দৌড়ে এসে বলতে থাকবে, আমি তাকে মীযানে দেখে এসেছি। এরপর দ্বিতীয় জন এসে বলবে, আমি তাকে পুলসিরাতের কাছে দেখে এসেছি। এরপর তৃতীয় জন এসে বলবে, সে তো জান্নাতে ঢুকে পড়েছে। এ খবর শুনে হুর আনন্দে ও উল্লাসে জান্নাতের দরজায় দৌড়ে গিয়ে তার ইস্তিকবাল করবে এবং তার সাথে আলিঙ্গন করবে। তখন এ চিরস্থায়ী হুরের পবিত্র দেহ হতে এক ধরনের সুঘ্রাণ নির্গত হবে যা ঐ জান্নাতীর নাকের ছিদ্র ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করবে। [সিফাতুল জান্নাহ]

হাদীসঃ হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصْبَحُ صَائِمًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَسَبَّحَتْ أَعْضَاؤُهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا أَضَاءَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ نُوْرًا وَقُلْنَ أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ اَللّٰهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا قَدْ اِشْتَقْنَا لِرُؤْيَتِهِ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি রোযা রাখে তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। তার অঙ্গসমূহ তাসবীহ আদায় করতে থাকে। আসমানবাসীরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আর যদি সে নফল নামায আদায় করে তাহলে তার জন্য আসমানকে আলোকসজ্জা করা হয়। তার হুরেয়ীন তার জন্য দোয়া করতে থাকে যে, হে আল্লাহ আপনি তার রূহ কবজ করে নিন। যাতে তাড়াতাড়ি তার সাথে সাক্ষাত সম্ভব হয়। আমি তার সাক্ষাতের প্রত্যাশী।

হুরদের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা

হযরত রবীয়া ইবনে কুলসুম রহ. বলেন, হযরত হাসান বসরী রহ. একবার আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তার আশপাশে আমরা কতেক যুবক একত্রিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, হে যুবকদল! তোমরা কি হুরেয়ীনের সাক্ষাত কামনা করো না? তোমরা হুরেয়ীনের সাক্ষাতের প্রত্যাশা করো এবং সে জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ নেক আমল করতে থাকো।

হুরের তাসবীহ

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর রহ. বলেন, যখন হুরেয়নি তাসবীহ পাঠ করে তখন জান্নাতের প্রত্যেক গাছের শাখা-প্রশাখার ফুল উদগত হয়ে যায়।

হুরে লোবা

হাদীসঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন-

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حُوْرَاءُ يُقَالُ لَهَا لُعْبَةٌ لَوْ بَزَقَتْ فِي الْبَحْرِ لَعَذُبَ مَاءُ الْبَحْرِ كُلُّهُ مَكْتُوْبٌ عَلَى نَحْرِهَا مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلِي فَلْيَعْمَلْ بِطَاعَةِ رَبِّي.

অর্থঃ জান্নাতে একটি হুর রয়েছে। যার নাম হলো লো'বা। যদি সে আপন মুখের লালা সমুদ্রের লোনা পানিতে ফেলে তাহলে পুরো সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। তার বক্ষদেশে লেখা রয়েছে, যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, আমার মত হুরের সাথে তার সাক্ষাত হোক তাহলে যেন সে অবশ্যই আমার প্রতিপালকের আনুগত্য করে এবং সৎকর্মপরায়ন হয়।

ফায়দাঃ হাফেয ইবনে কাইয়্যিম রহ. উক্ত রেওয়ায়েতটিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এতে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাতের অপরাপর সকল হুরগণ তার সৌন্দর্যের উপর অবাক। তারা তার কাঁধের উপর হাত মেরে বলে থাকে, হে লো'বা! তোমার মোবারক হোক। তোমার প্রত্যাশীরা যদি তোমার রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়, তাহলে তারা তোমাকে পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা চালাবে।

হুর প্রাপ্তির সন্ধানে

এক যুবক ও তার হুর

হযরত আবু সুলায়মান দারানী রহ. বলেন, ইরাকে এক যুবক ছিল খুব ইবাদত গুজার। একবার সে এক বন্ধুর সাথে মক্কা ভ্রমণে গেল। সে যে কাফেলার সাথে ছিল, ঐ কাফেলা যখনই কোথাও যাত্রা বিরতি করতো তৎক্ষণাত সে সেখানে নামাযে দাঁড়িয়ে যেত। লোকেরা যেখানে খানা খেত আর সে রোযা রাখতো। পুরো ভ্রমণে তার দোস্ত তাকে কিছু বললো না। ভ্রমণ শেষে যখন দু'জন পৃথক হবে তখন দোস্ত বলল, ভাই! আমি তোমাকে এত বেশী এবাদতে নিমগ্ন দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা বল দেখি, কোন বস্তু তোমাকে এবাদতের উপর এত বেশী উদ্বুদ্ধ করে রেখেছে। সে বলল, আমি একদিন নিদ্রার ঘোরে জান্নাতের মহলসমূহের একটি মহল দেখতে পাই। যার একটি ইট ছিল স্বর্ণের আরেকটি ছিল রূপার। যার একটি কঙ্কর ছিল ইয়াকুতের এবং অপরটি ছিল যবরজদের। তাতে দাঁড়ানো ছিল একজন হুরেয়ীন। যে তার কেশ বহরকে মেলে রেখেছিল। সে রূপার পোষাকে আচ্ছাদিত ছিল। সে আমাকে বলতে লাগলো, হে প্রবৃত্তির পূজারী! আমার তালাশে লেগে যাও। আল্লাহর কাছে আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে থাকো। আল্লাহর কসম! আমি তোমার প্রত্যাশায় প্রত্যহ নতুন নতুন ভঙ্গিতে সাজ গোজ করে আসছি।

বন্ধু! আমার এসব পরিশ্রম যা তুমি আমার মাঝে দেখতে পেয়েছ, তা ঐ হুরের প্রত্যাশাতেই। হযরত আবু সুলায়মান দারানী রহ.এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, এতগুলো পরিশ্রম তো শুধু একটি মাত্র হুরের প্রত্যাশায়। আর যদি এর চেয়ে বেশী হুরের প্রত্যাশা হয় তাহেল সে জন্য কত বেশী পরিশ্রম করা চাই।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. কে একবার তার শাগরিদরা কঠিন পরিশ্রমে ভয়কাতর অবস্থায় দেখতে পেল। শাগরিদরা বলতে লাগলো, শায়খ! আপনি যদি এ মুজাহাদায় কিছুটা কমতি করে দেন তাহলেও আপনি আপনার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ! একথা শুনে তিনি বললেন, কেনই বা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো না আমি শুনতে পেয়েছি, জান্নাতীরা আপন বাসভবনে অবস্থান করবে, তাদের উপর অনেক বড় একটি নূর প্রকাশ পাবে। ঐ নূরের কারণে আট জান্নাত আলোকিত ও বিকিরিত হয়ে যাবে। জান্নাতবাসীরা মনে করতে থাকবে নূরটি আল্লাহর পক্ষ হতে আসছে। তাই তারা সকলে সিজদায় পড়ে যাবে। তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকবে, তোমরা আপন আপন মাথা উঠাও। এটা ঐ নূর নয় যা তোমরা মনে করেছো। এ নূর তো একটি হুরের চেহারার আলো। সে তার স্বামীর সামনে গিয়ে সামান্য মুচকি হাসি দিয়েছে। ঐ হাসির কারণে এ নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ভাই! যে ব্যক্তি পরমা সুন্দরী হুরদের প্রত্যাশায় মুজাহাদা চালিয়ে যায় তার নিন্দা করার কে আছে? যে ব্যক্তি আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুজাহাদা করে তার নিন্দা করার কে আছে? অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত ছন্দমালা আবৃত্তি করলেন,

مَا ضَرَّ مَنْ كَانَتِ الْفِرْدَوْسُ مَنْزِلُهٗ + مَاذَا تَحْمِلُ مِنْ بُؤْسٍ وَاقْتَارَ

تَرَاهُ يَمْشِيْ نَحِيْلًا خَائِفًا وَجِلًا + اِلَى الْمَسَاجِدِ يَمْشِيْ بَيْنَ الْخِمَارِ

بِاَنْفُسِ مَالِكٍ مَنْ صَبَرَ عَلَى النَّارِ + قَدْ حَانَ اَنْ تَقَيَّلَى مِنْ بَعْدِ اَدْبَارٍ

অর্থ: যার ঠিকানা জান্নাতুল ফেরদাউস তার আর ক্ষতি কিসের। চাই তার জীবনে যতই দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করুক না কেন। সে চলছে মসজিদ পানে, জীর্ণ-শীর্ণ বদনে ভয়কাতর হয়ে চাদরাবৃত হয়ে। হে নফস! তোর ধৈর্য হয় না আগুনের উপর। সময় এসেছে, এখন বদবখতীর পর নেকবখতী অবলম্বন কর। [রওযুর রায়াহীন]

হুর পাওয়া যাবে যেসব আমলে

হাদীসঃ হযরত মুয়াজ ইবনে আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, জনাব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُنْفِذَهٗ دَعَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ مِنْ اَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি আপন ক্রোধ ও গোস্বার ঢোক গিলে ফেলে। গোস্বা প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে কেয়ামতের দিবসে সকল মাখলুকাতের সামনে ডাকবেন। তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে যে, হুরদের মধ্য হতে তার যাকে পছন্দ হয় তাকে সে নিয়ে যাবে।

হাদীসঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ فِيْهِ وَاحِدَةٌ زُوِّجَ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ رَجُلٌ اُئْتُمِنَ عَلٰى اَمَانَةٍ خَفِيَّةٍ شَهِيَّةٍ فَاَدَّاهَا مِنْ مَخَافَةِ اللهِ تَعَالٰى وَرَجُلٌ عَفٰى عَنْ قَاتِلِهٖ وَرَجُلٌ قَرَاَ (قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ) فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

অর্থঃ তিনটি কাজ এমন রয়েছে যার মধ্যে তার একটিও বিদ্যমান থাকবে তার বিয়ে হবে হুরেয়ীনের সাথে। কাজগুলো হলো- (১) যার নিকট গোপনে কোন আমানত রাখা হলো, সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ঐ আমানতকে যথাযথ পূরণ করলো। (২) যে ব্যক্তি নিজের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিল। (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরায়ে এখলাস পাঠ করলো।

ফায়দাঃ উক্ত আমলগুলোর মধ্য হতে যে কোন আমল যত বার করা হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ততগুলো হুর দান করবেন।

বিশেষ কিছু অযিফার পুরস্কার

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

অর্থঃ "আল্লাহ তা'আলার নিকটই রয়েছে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের চাবিসমূহ।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত উসমান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি এ সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমান ও যমীনের ঐ সকল চাবিগুলো কী যা দ্বারা জান্নাতের অধিকারী হওয়া যায়? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَمَنْ قَالَهَا اِذَا اَصْبَحَ عَشَرَ مَرَّاتٍ اُحْرِزَ مِنْ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهٖ وَيُعْطِيْ قِنْطَارًا مِنَ الْاَجْرِ وَيُرْفَعُ لَهٗ دَرَجَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُزَوِّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَاِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ طُبِعَ بِطَابِعِ الشُّهَدَاءِ.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَبِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

যে ব্যক্তি এ কালিমা সকাল-বিকাল দশবার পাঠ করবে তাকে শয়তানের ক্ষতি হতে হেফাজত করা হবে। তাকে এক কিনতার পুরস্কার দেয়া হবে। জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। হুরেয়ীনদের সাথে তাকে বিয়ে করিয়ে দেয়া হবে। যদি ঐ দিন তার মউত চলে আসে তাহলে তাকে শহীদ হওয়ার মহর এটে দেয়া হবে। [মাজমাউয যাওয়ায়েদ]

হুর পেতে হলে

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী রহ. বলেন, আমি এক বছর হজ্জের উদ্দেশ্যে গেলাম। একদা মক্কার বাজারে পায়চারী করতে লাগলাম। দেখতে পেলাম, জনৈক বৃদ্ধলোক একটি বাঁদীর হাত ধরে আছে। বাঁদীটির রং বিবর্তিত ও ফ্যাকাসে। জীর্ণশীর্ণ দেহাবয়ব। চেহারায় নূর ঝলমল করছে। তার মুখমন্ডল হতে ঠিকরে পড়ছে আলোকরশ্মি। ঐ বৃদ্ধটি তার হাত ধরে হাঁক ছেড়ে বলছে, কে আছে এ বাঁদী কেনার মত? আছে কি কেউ এর প্রত্যাশী? কেউ কি দিবে আমাকে এর বিনিময়ে বিশটি দীনার বা তার চেয়ে বেশী? একে বিক্রি করতে পারলে তার দোষক্রটি হতে আমি মুক্ত হতে পারি।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি লোকটির কাছে গেলাম। দাম তো আগেই জেনে ফেলেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব! এতে কি কি দোষ-ক্রটি রয়েছে? বৃদ্ধ বলল, বাঁদীটি পাগলী। সব সময় চিন্তাযুক্ত ও অস্থির থাকে। রাত জেগে এবাদতে মশগুল থাকে। দিনভর রোযা রাখে। না কিছু খায় না কিছু পান করে। একা একা ও নির্জনে থাকতে অভ্যস্ত সে। এসব কথা শুনে আমার মন বাঁদীটির দিকে ধাবিত হয়ে গেল। মূল্য পরিশোধ করে তাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম। দেখলাম সে মস্তিষ্ক অবনত করে রেখেছে। অতঃপর সে আমার দিকে মাথা উঠিয়ে বলতে লাগল, হে আমার ছোট মনিব! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপনি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, আমি ইরাকের অধিবাসী। সে বলল, বসরার না কুফার? আমি বললাম, কোনটাই নয়। সে বললো, তাহলে হয়তো ইসলামের রাজধানী সে বাগদাদ নগরীর। আমি বললাম, হ্যাঁ, সে বললো, ওয়াহ ওয়াহ! ঐ শহরটি আবেদ ও যাহেদ তথা দুনিয়াত্যাগী তাপসদের শহর। বর্ণনাকারী বলেন, আমি অবাক হয়ে গেলাম! সে একজন বাঁদী। এ কক্ষে ঐ কক্ষে তার বিচরণ। দশের ফরমায়েশ পালন করতে করতে যার সময় কাটে সে আবার কিভাবে আবেদ ও যাহেদের খবর রাখে? অতঃপর আমি তার দিকে মনোযোগী হয়ে হাসি ঠাট্টা করতে করতে জিজ্ঞাসার করলাম, তুমি বুযুর্গদের মধ্যে হতে কাকে কাকে চিনো? সে বললো, আমি চিনি, মালেক ইবনে দীনার, বিশর হাফী, সালেহ মযানী, আবূ হাতেম সাজিস্তানী, মারূপ কারখী, মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী, রাবেয়া আদাবিয়া, শাওয়ানা এবং মায়মূনা প্রমুখ বুযুর্গদেরকে। আমি বললাম, এসকল বুযুর্গদেরকে তুমি কিভাবে কোত্থেকে চিনো? সে বলল, হে যুবক! আমি কেনই বা তাদেরকে চিনবো না? খোদার কসম! তারা তো হলেন

অন্তরজগতের ডাক্তার ও চিকিৎসক। তারা প্রেমিকদেরকে প্রেমাস্পদের পথ বাতলে দেন। এরপর আমি বললাম, হে বাঁদী! আমিই তো হলাম সেই মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন বাগদাদী। সে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করেছিলাম, যাতে তিনি আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন। আপনার সাথেই মনোমুগ্ধকর আওয়াজের কি অবস্থা, যদ্বারা আপনি শিষ্যদের মুর্দা অন্তরগুলোকে জীবিত করে তুলেন এবং শ্রোতাদের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়? আমি বললাম, তা পূর্ব হালতেই বহাল রয়েছে। সে বলল, কসম খোদার, আপনি আমাকে কুরআনের কিছু শোনান।

আমি তার সামনে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে শুনালাম। এতটুকু শুনে সে এক বিকট চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেল। আমি তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলাম। সে চেতনা ফিরে পেল। সে আবারও বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! এটা তো তার নাম মাত্র। যদি আমি তাকে চিনতে পারি এবং জান্নাতে দেখতে পারি তাহলে আমার অবস্থাটাই না কি হবে? হে আবু আবদুল্লাহ! খোদা তোমার উপর রহম করুন। আরও কিছু তেলাওয়াত করো। অতঃপর আমি এ আয়াত পাঠ করলাম-

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُو السَّيِّاٰتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অর্থঃ যারা গোনাহ করছে তারা কি একথা ধারণা করে যে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের সাথে বরাবর করবো? তাদের জীবন তাদের মরণ কি তাদের বরাবর হতে পারে? কাফেররা যা যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা কতই না মন্দ ও খারাপ।

সে বললো, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি না কোন মূর্তির পূজা করেছি আর না অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করেছি। খোদা তোমার উপর রহম করুন, তুমি আরো পড়তে থাকো। অতঃপর আমি এ আয়াত পাঠ করলাম-

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

অর্থঃ "আমি যালেমদের জন্য এমন আগুন তৈরি করে রেখেছি যার তাঁবুসমূহ তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে। তারা যদি পানি প্রত্যাশা করে তাহলে তাদেরকে দেয়া হয় এমন উত্তপ্ত গরম পানি যা তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসে দেয়। তা কতই না মন্দ পানীয়। তাদের ঠিকানা কতই না মন্দ।" [সূরা কাহাফ: ২৯]

সে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি তো নিজের নফসের সাথে নৈরাশ্যকে আবশ্যক করে রেখেছো। নিজের দিলকে আশা ও ভয়ের মাঝে স্থান দাও। খোদা তোমার উপর রহম করুন। কিছু আশাব্যঞ্জক আয়াত তেলাওয়াত করুন। অতঃপর আমি পাঠ করলাম,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

অর্থাৎ সেদিন কতক চেহারা হবে হাস্যোজ্জল ও প্রফুল্ল। আর কতক চেহারা হবে সজীব ও সতেজ, তাকিয়ে থাকবে তার প্রতিপালকের দিকে। সে বললো, আমার অন্তরে সেই প্রতিপালকের দর্শনস্পৃহা কতই না বেড়ে যাবে যেদিন তিনি আপন বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রকাশ ঘটাবেন। হে আবু আব্দুল্লাহ! আরো পড়ে যাও। খোদা তোমার উপর রহম করুন। অতঃপর আমি পাঠ করলাম-

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ.

অর্থঃ তাদের আশপাশে বিচরণ করতে থাকবে চিরস্থায়ী বালকেরা, পানপাত্র কুঁজা ও সূরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে। [সূরা ওয়াকিয়াহঃ ১৭-১৮]

অতঃপর সে বলল, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমার মনে হচ্ছে, আপনি হুরকে পয়গাম দিয়ে রেখেছেন? তার মহর হিসেবে কি কিছু খরচ করেছেন? আমি বললাম, তুমিই বলে দাও দেখি তার মহরানা কি হতে পারে? আমি তো এক দরিদ্র লোক। সে বললো, রাত্রি জাগরণকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিন। সবসময় রোযা রাখতে থাকুন। ফকীর-মিসকীনদেরকে ভালবাসতে থাকুন। এ কথাগুলো বলেই সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। আমি তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দিলাম। সে চেতন হয়ে কিছু মোনাজাত করলো। মোনাজাত করতে করতে সে আবারো জ্ঞান হারালো। আমি তার নিকট গিয়ে দেখি সে আল্লাহ প্রিয় হয়ে গিয়েছে। তার এ মৃত্যুতে আমি খুব মর্মাহত হয়ে পড়েছি। অতঃপর

আমি বাজারে গেলাম তার কাফন-দাফনের সরঞ্জমাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে। ফিরে এসে দেখি তাকে কাফন দেয়া হয়ে গেছে। তার দেহে খুশবু লাগানো রয়েছে। তার উপর জান্নাতের দু'জোড়া সবুজ কাপড়ও পড়ে আছে। কাফনের উপর দু'টি লাইন লেখা রয়েছে। প্রথম লাইনে লেখা-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আর দ্বিতীয় লাইনে লেখা রয়েছে-

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার দোস্তদের কোন ভয় নেই এবং নেই কোন ধরনের দুশ্চিন্তা ও হতাশা।

অতঃপর আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিয়ে তার জানাযা বহন করলাম। জানাযার নামায আদায় করতঃ তাকে দাফন করলাম। অতঃপর তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠ করলাম ও কাঁদতে কাঁদতে আপন কক্ষে ফিরে এলাম। দুই রাকাআত নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম ঐ বাঁদী জান্নাতে বিচরণ করছে। জান্নাতী পোশাক পরিধান করে জাফরান বেষ্টিত সিংহাসনে বসে আছে। সুন্দুস ও ইস্তাবরাকের ফরশ তার জন্য বিছানো। মাথায় মোতি ও জহরতের মুকুট। পায়ে ইয়াকুতের জুতা। যার থেকে আম্বর ও মিশকের সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। তার চেহারাখানা সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করছে। আমি তাকে বললাম, থামো! তোমার কোন আমল তোমাকে এ মর্যাদায় উন্নীত করেছে? সে বললো, ফকীর-মিসকীনদের ভালবাসা। ইস্তেগফারের আধিক্য এবং মুসলমানের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। এ আমলগুলোই আমাকে এ মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

জান্নাতীদের জন্য হুরদের সংখ্যা

হাদীসঃ হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ বলেন,

يُزَوَّجُ الْعَبْدُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِيْنَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُطِيْقُهَا؟ قَالَ: يُعْطٰى قُوَّةَ مِائَةٍ

অর্থঃ জান্নাতীদেরকে সত্তরজন স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেয়া হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একজন পুরুষ কি তাদের আশা পূরণের ক্ষমতা রাখবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, একজন পুরুষকে একশত পুরুষের শক্তি দেয়া হবে।

বাহাত্তরজন স্ত্রী

হাদীসঃ হযরত হাতেব ইবনে আবী বুলতাআহ রাযি. বলেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি-

يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً سَبْعِيْنَ مِنْ نِسَاءِ الْجَنَّةِ وَاثْنَتَيْنِ مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا.

অর্থঃ জান্নাতে মু'মিনদেরকে ৭২ জন স্ত্রীর সাথে বিয়ে দেয়া হবে। সত্তর জন হবে জান্নাতী আর দুই জন হবে দুনিয়ার স্ত্রী। [ইবনে আসাকের]

হাদীসঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِىْ لَهٗ ثَمَانُوْنَ اَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهٗ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ اِلٰى صَنْعَاءَ.

অর্থঃ একজন আদনা (নিম্নস্তরের) জান্নাতীর আশি হাজার খাদেম থাকবে, বাহাত্তরজন স্ত্রী থাকবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য লু'লু', ইয়াকুত এবং যবরজদের কোব্বা তৈরি করা হবে। যার দৈর্ঘ্য হবে জাবিয়াহ থেকে সানআ পর্যন্ত।

জাহান্নামীদের স্ত্রীরাও জান্নাতীদের ভাগে

হাদীসঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَا مِنْ اَحَدٍ يَّدْخِلُهُ اللهُ الْجَنَّةَ اِلَّا زَوَّجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ تَبْعِيْنَ زَوْجَةً ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِنْ مِيْرَاثِهٖ مِنْ اَهْلِ النَّارِ مَا مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ اِلَّا وَلَهَا قُبُلٌ شَهِيٌّ وَلَهٗ ذَكَرٌ لَا يَنْثَنِيْ.

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা যাকেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তাকেই বাহাত্তর জন্য হুরের সাথে বিয়ে করিয়ে দিবেন এবং সেই সাথে জাহান্নামীদের দুইজন স্ত্রী মীরাস সূত্রে জান্নাতীরা অতিরিক্ত পেয়ে যাবে। তাদের প্রত্যেকেরই যোনিদ্বার স্বামীর প্রত্যাশা করতে থাকবে এবং জান্নাতীরও এমন পুরুষাঙ্গ থাকবে যা দুর্বল ও নিস্তেজ হবে না। [ইবনে মাজাহ]

ফায়দাঃ এখানে জাহান্নামীদের মীরাস বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, প্রত্যেক জাহান্নামীর জন্যেও জান্নাতে দু'টি করে স্ত্রী বরাদ্দ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মু'মিনদের দান করে দিবেন।

এক আদনা জান্নাতীর স্ত্রীর সংখ্যা

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ اَدْنٰى اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً اِنَّ لَهٗ لَسَبْعَ دَرَجَاتٍ وَهُوَ عَلَى السَّادِسَةِ وَفَوْقَهُ السَّابِعَةُ وَاِنَّ لَهٗ لَثَلَاثَ مِائَةِ خَادِمٍ وَيُغْدٰى عَلَيْهِ وَيُرَاحُ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثُ مِائَةِ صَحْفَةٍ وَلَا اَعْلَمُهٗ اِلَّا قَالَ مِنْ ذَهَبٍ فِيْ كُلِّ صَحْفَةٍ؟ لَوْنٌ لَيْسَ فِي الْاُخْرٰى وَاِنَّهٗ لَيَلَذُّ اَوَّلَهٗ كَمَا يَلَذُّ اٰخِرَهٗ وَاِنَّهٗ لَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لَوْ اَذِنْتَ لِيْ لَاَطْعَمْتُ اَهْلَ الْجَنَّةِ وَسَقَيْتُهُمْ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا عِنْدِيْ شَيْءٌ وَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ لَاثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً سِوٰى اَزْوَاجِهٖ مِنَ الدُّنْيَا وَاِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ لَيَاْخُذُ مَقْعَدُهَا قَدْرَ مِيْلٍ مِنَ الْاَرْضِ.

অর্থঃ একজন আদনা জান্নাতীর জান্নাত হবে সাত স্তর বিশিষ্ট। সে বাস করবে ষষ্ঠ স্তরে। তার উপরে থাকবে সপ্তম স্তর। তার তিনশ' খাদেম থাকবে। তার সামনে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা স্বর্ণ-রূপার তিনশত পেয়ালায় খাদ্য সামগ্রী পেশ

করা হবে। প্রত্যেক পেয়ালাতে এমন খাদ্য থাকবে যা অন্য কোন পেয়ালাতে থাকবে না। জান্নাতী সেগুলোর সবশেষ পেয়ালা ঐ আগ্রহ নিয়ে ভক্ষণ করবে যে আগ্রহে সে প্রথম পেয়ালা ভক্ষণ করেছে। সে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে সকল জান্নাতবাসীকে খানা-খাওয়াবো। এরপরও তার নে'আমত একটুও কমে যাবে না। তার স্ত্রী হিসেবে বাহাত্তরজন হুরেয়ীন থাকবে। তাদের প্রত্যেকের নিতম্ব হবে পৃথিবীর এক মাইল সমপরিমাণ।

সাড়ে বারো হাজার স্ত্রী

হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফা রাযি. বলেন, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِنَّ الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ لِيُزَوَّجُ خَمْسَمِائَةَ حُوْرَاءِ وَاَرْبَعَةَ الَافِ بِكْرٍ وَثَمَانِيَةَ الَافَ ثَيِّبٍ يُعَانِقُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِقْدَارَ عُمْرِهٖ مِنَ الدُّنْيَا.

অর্থঃ জান্নাতী পুরুষকে পাঁচশত হুর দেয়া হবে এবং চার হাজার কুমারী ও আট হাজার বিবাহিত নারীর সাথে বিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতী তাদের প্রত্যেকের সাথে দুনিয়ার জিন্দেগী বরাবর সময়ব্যাপী মু'আনাকা করবে।

হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আউফা রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ بِاَرْبَعَةِ الَافِ بِكْرٍ وَثَمَانِيَةِ الَافِ اَيِّمٍ وَمِائَةِ حُوْرَاءِ فَيَجْتَمِعْنَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ فَيَقُلْنَ بِاَصْوَاتٍ حِسَانٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِنَّ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْاَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ وَنَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهٗ.

অর্থঃ প্রত্যেক জান্নাতী পুরুষকে চার হাজার কুমারী মেয়ে, আট হাজার বন্ধ্যা নারী এবং একশত হুরের সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়া হবে। এরা সকলে প্রত্যেক

সপ্তম দিনে একত্রিত হয়ে মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে নিম্নের গীত গাইতে থাকবে। তেমন সুমধুর কণ্ঠস্বর কোন মাখলূক ইতোপূর্বে কখনো শুনেনি। গীতটি হলো,

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ

وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْأَسُ

وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ

وَنَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَظْعَنُ

طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهٗ.

আমরা চিরঞ্জীব, চিরন্তন,
মারা যাবো না কভু,
আমরা পালিত নে'আমাতের বাহারে,
দুঃখ ছুইবে না কভু।
আমরা চির সন্তুষ্ট, চিরসুখী,
অসন্তুষ্ট হবো না কভু
জান্নাতেই থাকবো চিরকাল,
বের হবো না কভু।

সুসংবাদ হে ঐ লোক, যার জন্য আমরা হয়েছি পাগল আর সে হয়েছে আমাদের জন্য উন্মাদপ্রাণ।

দুনিয়ার নারী জান্নাতে

হাদীসঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ

অর্থঃ জান্নাতে সবচেয়ে কম হবে দুনিয়াবী নারীগণ। [মুসনাদে আহমাদ]

হাদীসঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءُ وَاَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءُ.

অর্থঃ আমি জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখেছি যে, জাহান্নামীদের অধিকাংশই হলো মহিলা, আর আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখেছি, অধিকাংশ জান্নাতীই হলো ফকীর মিসকীন।

হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءُ تَصَدَّقْنَ وَاَكْثِرْنَ الْاِسْتِغْفَارَ فَاِنِّي رَاَيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِنْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَكْثَرُ اَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ.

অর্থঃ হে নারী সম্প্রদায়! তোমরা সদকা করতে থাকো এবং বেশী বেশী ইস্তিগফার পাঠ করতে থাকো, কারণ, আমি জাহান্নামে অধিকাংশ নারীদেরকেই দেখতে পেয়েছি। একথা শুনে এক নারী যে খুবই বাকপটু ছিল, বলে উঠলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি দোষ করেছি? জাহান্নামে আমরা কেন বেশী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা অধিক পরিমাণে নিন্দা ও অভিশাপ করে থাকো এবং স্বামীদের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো।

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, এটা জান্নাতে প্রবেশ করার প্রথমার্ধের কথা, যখন সকলে জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীতে নবীগণের সুপারিশ ও আল্লাহ তা'আলার করুণায় অনেককে জাহান্নাম হতে জান্নাতে আনা হবে, যারা কালেমা পাঠ করেছিল। তখন জান্নাতে নারীদের সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ফলে প্রত্যেক পুরুষের ভাগে দুইজন করে দুনিয়ার স্ত্রী জুটবে। (তাযকিরাতুল কুরতুবী)

জান্নাতীর স্ত্রীগণ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

অর্থঃ জান্নাতীদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রী। [সূরা বাকারা]

হাদীসঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এরশাদ করেন-

مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيْضِ وَالْغَائِطِ وَالنُّخَامَةِ وَالْبُزَّاقِ.

অর্থঃ জান্নাতী রমণীগণ ঋতুস্রাব, পেশাব-পায়খানা, শ্লেস্মা ও থুথু হতে পাক হবে। [হাকিম]

অনুরূপভাবে জান্নাতী হুরগণ নিন্দনীয় আচার-আচরণ হতেও পবিত্র থাকবে। তাদের মুখ অশালীন ও অশ্লীল বাক্যালাপ হতে নিষ্কলুষ থাকবে। তাদের চক্ষুদ্বয় শুধু তাদের স্বামীদেরকেই দেখবে। অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে পবিত্র থাকবে। তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদিও ময়লা-আবর্জনাযুক্ত হবে না।

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُقُوْنَ وَلَا يَتْفِلُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَتَمَخَّطُوْنَ فِيْهَا وَلَا يَتَغَوَّطُوْنَ فِيْهَا آنِيَتُهُمْ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يَرٰى مُخَّ سَاقَيْهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبٍ وَاحِدٍ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

অর্থঃ যে সম্প্রদায় সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। তারা জান্নাতে না থুথু নিক্ষেপ করবে, না শ্লেস্মা ত্যাগ করবে, না পেশাব-পায়খানা করবে। তাদের বর্তন ও চিরুনী হবে রূপার। তাদের আঙ্গারা হবে আগর ডালের। তাদের ঘাম হবে মেশ্‌কের।

তাদের প্রত্যেকেরই দুই দুইজন করে স্ত্রী থাকবে। তাদের পোষাকের আবরণ ভেদ করে তাদের পায়ের নলির ভেতরকার মগজ দেখা যাবে। জান্নাতীদের পরস্পরে কোন হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সকলে এক অন্তরের মতই থাকবে। তারা সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠে অভ্যস্ত থাকবে।

জান্নাতী রমণীদের সৌন্দর্য

হাদীসঃ হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

غَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَرَوْحَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ نِسَآءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَطَّلَعَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

অর্থ: আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল কাটানো দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। এক ধনুক সমপরিমাণ জান্নাতী ভূখন্ড দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সবকিছু অপেক্ষা বেশী মূল্যবান। যদি জান্নাতী রমণীদের কেউ মুহূর্তের জন্য দুনিয়াতে উঁকি দেয় তাহলে পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। পুরো দুনিয়া সুঘ্রাণে মোহিত হয়ে যাবে। হুরের মাথার উড়নার মূল্য দুনিয়া এবং তন্মধ্যকার সকল বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশী।

হাদীসঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বাণী كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ এর ব্যাখ্যায় এরশাদ করেন-

يَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِهٖ فِيْ خَدِّهَا اَصْفٰى مِنَ الْمِرْاٰةِ وَلَاَنَّ اَدْنٰى لُؤْلُؤَةٍ عَلَيْهَا لَتُضِيْءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَاَنَّهٗ يَكُوْنُ عَلَيْهَا سَبْعُوْنَ ثَوْبًا فَيَنْفُذُهَا بَصَرُهٗ حَتّٰى يُرٰى سَاقُهَا مِنْ وَّرَاءِ ذٰلِكَ.

অর্থঃ হুরের চেহারা আয়নার চেয়েও অধিক পরিষ্কার নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে। তার দেহের একটি নগণ্য মোতিও পৃথিবীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী স্থানকে আলোকিত করে ফেলবে। তার উপর সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। কিন্তু এরপরও ঐ পোষাক ভেদ করে তার পায়ের নলির মগজ দেখা যাবে।

হুরের মোহরানা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অর্থঃ হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করেছে, তাদেরকে আপনি এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে, যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সেই ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে থাকবে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। [সূরা বাকারাঃ ২৫]

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রহ. বলেন, দুনিয়াকে ত্যাগ করা কঠিন বিষয়। তবে পরকালীন নেয়ামতসমূহ ফউত হয়ে যাওয়া একটি জঘন্য বিষয়। অথচ দুনিয়াকে ত্যাগ করা আখেরাতের মোহরানা স্বরূপ।

হাদীসঃ জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

كَنْسُ الْمَسَاجِدِ مُهُوْرُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ.

অর্থঃ মসজিদ পরিষ্কার করা হুরেয়ীনের মহরানা।

হাদীসঃ হযরত আলী রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

يَا عَلِيُّ اَعْطِ الْحُوْرَ الْعَيْنِ مُهُوْرَهُنَّ: اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَاِخْرَاجُ الْقُمَامَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذٰلِكَ مَهْرُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ.

অর্থঃ হে আলী! হুরেয়ীনের মহর আদায় কর। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া এবং মসজিদ হতে খড়কুটা বের করা হুরেয়ীনের মোহরানা। [মুসনাদুল ফেরদাউস]

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مُهُوْرُ الْحُوْرِ الْعِيْنِ قَبْضَاتُ التَّمْرِ وَفَلَقُ الْخُبْزِ.

অর্থঃ মুষ্ঠি ভরে খেজুর সদকা করা এবং রুটির টুকরো সদকা করা হুরেয়ীনের মোহরানা।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, তোমাদের মধ্য হতে আজকাল মেয়েকে বিয়ে করে আনে অঢেল সম্পদের মোহরানা দিয়ে। অথচ সাধারণ একটি সদকা করেও হুরেয়ীনকে নিয়ে আসা যায়। [তাযকেরাতুল কুরতবী]

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে নো'মান মুকরী রহ. বর্ণনা করেন, আমি একবার মসজিদে হারামে জালা আলমুকরী রহ. এর খেদমতে হাজির ছিলাম। আমাদের নিকট দিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ দেহের এক বৃদ্ধ অতিক্রম করলো। হযরত জালা রহ. তার নিকট গেলেন। কিছুক্ষণ তার নিকট বসে থেকে আমদের কাছে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি ঐ বৃদ্ধকে চিনো? আমরা আরয করলাম, আমরা তাকে চিনি না। তিনি বলেন, এ বৃদ্ধ কুরআনে পাক চার হাজার বার খতম করে একটি হুর ক্রয় করেছে। তিনি স্বপ্নযোগে ঐ হুরকে দেখতে পেয়েছেন জান্নাতী পোশাকে আচ্ছাদিত এবং জান্নাতী অলংকারে অলংকৃত অবস্থায়। তিনি হুরকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কার জন্য? সে উত্তরে বলেছে, আমি ঐ হুর যাকে আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে চার হাজার বার কুরআন খতম করে ক্রয় করেছিলেন।

হযরত সাহনূন রহ. বলেন, মিসরে সায়ীদ নামক জনৈক লোক বসবাস করতো। তার মা ছিল ইবাদতগুযার। লোকটি যখন রাতে নফল নামাযে দাঁড়াতো তখন তার মা ও তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে যেত। নামায পড়তে

পড়তে সায়ীদ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো তখন তার পেছন থেকে বলে উঠতেন, হে সায়ীদ! ঐ ব্যক্তি কখনো ঘুমাতে পারে না যে ব্যক্তি দোযখকে ভয় করে এবং জান্নাতের সুন্দরী হুরের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে। অতঃপর সে আবারো দাঁড়িয়ে প্রফুল্ল চিত্তে নামায আদায় করতো।

হযরত সাবেত রা. হতে বর্ণিত, আমার আব্বাজন ছিলেন রাত্রি জেগে ইবাদতকারী লোকদের একজন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নযোগে এমন একজন রমণী দেখতে পেয়েছি যার সাথে দুনিয়ার রমণীদের কোন মিল নেই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? সে উত্তরে বলল, আমি হলাম, হুর। আল্লাহর বাঁদী। আমি বললাম, তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। সে আমাকে বললো, আপনি আমাকে বিয়ে করার জন্য আমার প্রতিপালকের নিকট প্রস্তাব দিন এবং আমার মোহরানা আদায় করুন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার মোহরানার হক কি? সে উত্তরে বললো, লম্বা লম্বা তাহাজ্জুদ নামায।

এ প্রসঙ্গে কবি বলেন-

হে লোক সকল! যে হুরকে বিয়ে করার জন্য তার পর্দার ভেতরে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, এবং যে তার প্রত্যাশা করছে, অলস হয়ো না। উৎফুল্ল ও প্রফুল্ল হও। দাঁড়িয়ে যাও। আপন নফসকে ধৈর্যের জিহাদ শিক্ষা দাও। লোকজন হতে নির্জলতা অবলম্বন করো, বরং তাদেরকে ছেড়েই দাও। হুরের কল্পনা-জল্পনায় নির্জনে বসবাস করার শপথ করে নাও। যখন তোমার উপর রাত চলে আসে তখন ইবাদতের মানসে দাঁড়িয়ে যাও, আর দিনভর রোযা রাখো। কারণ, এটা হলো হুরের মোহরানা। তোমার চক্ষুদ্বয় যখন তাকে সামনে দেখতে পাবে তখন তোমার নযরে পড়বে তার বক্ষদেশের আনারগুলো। সে চলতে থাকবে তারই বান্ধবীদের সাথে আর তার বুকের উপর তার উজ্জ্বল হারটি শোভা পাবে। তাকে দেখার পর তুমি পৃথিবীতে যত রং ঢং ও রূপলাবণ্য দেখতে পেয়েছিলে সবই তার সামনে তুচ্ছ মনে হবে।

হযরত মুযির আলাকারী রহ. বলেন, এক রাতে আমার উপর ঘুমের এত বেশী চাপ হলো আমি আমার ওযীফা ইত্যাদি আদায় করা ছাড়াই শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে পূর্ণিমার চাঁদের মত একজন রূপসী মেয়ে দেখতে পেলাম। তার হাতে ছিল একটি কাগজ। সে বলল, শায়েখ আপনি কি এটা পড়তে

পারেন? আমি বললাম, কেনই বা নয়? বলল, তাহলে পড়ুন। আমি কাগজটি খুললাম, দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে-

الهتك اللذائذ والامانى + عن الفردوس والظلل الدوانى

ولذة نومة عن خير عيش + مع الخيرات فى غرف الجنان

تبقظ من منامك ان خيرا + من النوم التهجد بالقران .

অর্থঃ পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং আরাম আয়েশ তোমাকে জান্নাতুল ফেরদাউস এবং তার দীর্ঘ ছায়া থেকে গাফেল করে রেখেছে। আর নিদ্রার স্বাদ তোমাকে জান্নাতের বালাখানা এবং সুন্দরী ও রূপসী রমণীদের সাথে বিনোদন করা থেকে গাফেল রেখেছে। উঠো! জাগ্রত হও। নিদ্রায় বিভোর হওয়া অপেক্ষা তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা লক্ষগুণে উত্তম।

কসম খোদার যখনই এ ছন্দগুলো আমার মনে পড়ে যায় তখন আমার চোখ হতে ঘুম শেষ হয়ে যায়।

হুরদের সাথে সহবাস

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমান-

وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

অর্থঃ আমি তাদেরকে হুরেয়ীনের সাথে বিয়ে করিয়ে দেব। [সূরা তূর- ২০]

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেন-

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ

অর্থঃ সেদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। [সূরা ইয়াসীন- ৫৫]

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জান্নাতীদের ব্যস্ততা থাকবে কুমারী নারীদের নিয়ে।

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. হতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইকরিমা ও ইমাম আওযায়ী রহ. থেকেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত।

হাদীসঃ হযরত আবু উমামা রাযি. হতে বর্ণিত, জনৈক লোক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জান্নাতীরা কি আপন স্ত্রীর সাথে সহবাসও করবে? হুযুর সা. এরশাদ করবেন, دحما دحما لا منى ولا منية চরম উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সাথে সহবাস করবে, তবে সেখানে কোন বীর্য থাকবে না এবং মৃত্যু থাকবে না।

হাদীসঃ হযরত আনাস রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ مِائَةٍ يَعْنِيْ فِي الْجِمَاعِ.

অর্থঃ প্রত্যেক মুমিনকে জান্নাতে একশ পুরুষের শক্তি দেয়া হবে। অর্থ্যাৎ সহবাসের ক্ষেত্রে...........। [তিরমিযী]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের কাছে যেতে পারবো? হুযুর সা. এরশাদ করলেন, জান্নাতী পুরুষ এক দিনে একশজন কুমারী মেয়ের কাছে যেতে পারবে।

হাদীসঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ الْبَوْلَ وَالْجَنَابَةَ عِرَقٌ يَسِيْلُ عَنْ تَحْتَ جَوَانِبِهِمْ إِلَى أَقْدَامِهِمْ مِسْكٌ.

অর্থঃ জান্নাতীদের পেশাব ও জানাবাত (নাপাকী) তাদের বাহুর পাশ দিয়ে ঘাম হয়ে প্রবাহিত হবে। পা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে তা কস্তুরী হয়ে যাবে।

হাদীসঃ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো-

أَنَطَأُ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ دَحْمًا دَحْمًا فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهَّرَةً بِكْرًا.

অর্থঃ আমরা কি জান্নাতে সহবাস করবো? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, হ্যাঁ, কসম ঐ সত্তার যার কুদরতী হাতে আমার জীবন, চরম উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সাথে সহবাস করবে। জান্নাতী যখনই (সহবাস শেষে) আপন স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ সে পবিত্র হয়ে যাবে এবং কুমারিত্বও ফেরত পাবে।

হাদীসঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اَهْلُ الْجَنَّةِ اِذَا جَامَعُوْا نِسَائَهُمْ عَادَتْ اَبْكَارًا.

অর্থঃ জান্নাতীরা যখন তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে তখন তারা পুনরায় কুমারী হয়ে যাবে।

গর্ভ ও গর্ভপাত

হাদীসঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযি. বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلَهٗ وَوَضْعُهٗ وَسِنُّهٗ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِيْ.

অর্থঃ কোন জান্নাতী যখন কোন সন্তানের প্রত্যাশা করবে, তখন স্ত্রীর গর্ভধারণ, প্রসব এবং সন্তানের বয়স বৃদ্ধি পাওয়া মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হুরদের সাথে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাক্ষাত

হযরত ওলীদ ইবনে উবাদাহ রাযি. বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আ.-কে বললেন-

يَا جِبْرِيْلُ قِفْ بِيْ عَلَى الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَأَوْقَفَهُ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ: مَنْ اَنْتُنَّ؟ فَقُلْنَ: نَحْنُ جَوَارِيْ قَوْمٍ كِرَامٍ حَلُّوْا فَلَمْ يَظْعَنُوْا وَشَبُّوْا فَلَمْ يَهْرَمُوْا وَنَقُوْا فَلَمْ يُدْرِنُوْا.

অর্থঃ হে জিবরাঈল আমাকে হুরেয়ীনের নিকট নিয়ে যাও। জিবরাঈল আ. তাকে হুরদের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন,

তোমরা কারা? তারা আরয করলো, আমরা হলাম, সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের স্ত্রী। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর কখনো বের হবে না। চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। পবিত্র ও পরিষ্কার থাকবে, কখনো আবর্জনাযুক্ত হবে না।

হুরগণের সঙ্গীত

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, জান্নাতে জান্নাতের দৈর্ঘ্য সমান একটি নহর রয়েছে। যার উভয় কিনারায় কুমারী মেয়েরা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ানো আছে। তারা এত সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে যা কোন মাখলুখ ইতিপূর্বে শুনতে পায়নি। জান্নাতী ইতোপূর্বে এর চাইতে অধিক মজাদার ও আনন্দদায়ক বস্তু আর কিছু দেখতে পাবে না। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা ঐ সমধুর ললিত কণ্ঠে কার গুণ গাইতে থাকবে। তিনি উত্তরে বললেন, তারা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও গুনগাণ, প্রশংসাবাণী এবং পবিত্রতা গাইতে থাকবে।

হাদীসঃ হযরত আবু উমামা বাহেলী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا وَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهٖ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، يُغَنِّيَانِ لَهٗ بِأَحْسَنِ صَوْتٍ سَمِعَتْهُ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ وَلَيْسَ بِمِزْمَارِ الشَّيْطَانِ وَلٰكِنْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَتَقْدِيْسِهٖ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মাথা ও পায়ের দিকে দুই জন হুর বসে থাকবে। তারা খুব সুমধুর কণ্ঠে গান গাইতে থাকবে। যে আওয়াজ ইতোপূর্বে কোন মানব বা দানব শুনতে পায়নি। আর এটা শয়তানের কোন বাজনা হবে না; বরং তা হবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তার পবিত্রতা।

হাদীসঃ হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَصْوَاتٍ مَا سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ إِنَّ مِمَّا تُغَنِّيْنَ: نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ. أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ. يَنْظُرُوْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ. وَإِنَّ مِمَّا يُغَنِّيْنَ بِهٖ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ لَا نَمُتْنَ. نَحْنُ الْآمِنَاتُ فَلَا نَخَفْنَ. نَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَظْعَنْ.

অর্থঃ জান্নাতী স্ত্রীরা আপন আপন স্বামীর নিকট বসে এত সুন্দর মনকাড়া সুরে গান গাইতে থাকবে, যা ইতোপূর্বে কোন মাখলুক শুনতে পায়নি। তাদের গানের একাংশ হলো-

نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ. أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ. يَنْظُرُوْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ.

অর্থঃ আমরা সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী রমণী, আমরা উন্নত লোকের স্ত্রী। আমাদের স্বামীগণ তাদের চোখের শীতলতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে।

তারা আরো গাইবে-

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ لَا نَمُتْنَ. نَحْنُ الْآمِنَاتُ فَلَا نَخَفْنَ. نَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلَا نَظْعَنَ.

অর্থঃ আমরা চিরকাল জীবিত থাকবো, কখনো শেষ হবো না। চিরকাল নিরাপদ থাকবো, কখনো ভীত-সন্ত্রস্ত হবো না। চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবো, কখন আমাদেরকে বের করা হবে না।

হাদীসঃ হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّ الْحُوْرَ فِي الْجَنَّةِ لَيُغَنِّيْنَ يَقُلْنَ: نَحْنُ الْحُوْرُ الْحِسَانُ هُدِيْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ.

জান্নাতের হুরেরা সঙ্গীত গাইতে থাকবে-

نحن الحور الحسان هدينا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ

অর্থঃ আমরা হলাম সুশ্রী ও পরমা সুন্দরী জান্নাতী হুর। আমরা প্রদত্ত হয়েছি আমাদের স্বামীদের জন্য।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ এর তাফসীরে ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, জান্নাতীরা যখন সুন্দর আওয়াজ শুনার ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহ তায়ালা 'ইফাফা' নামক বাতাসকে আদেশ করবেন আর হুকুম তামিলার্থে বাতাস জান্নাতী মোতির ঝুপড়িতে প্রবাহিত হতে থাকবে। ফলে জুপড়ির এক গাছ অন্য গাছের সাথে টক্কর খেতে থাকবে। যার ফলে জান্নাতে এক ধরনের সুমধুর শব্দের সৃষ্টি হবে। তখন জান্নাতের সকল গাছে ফুল এসে যাবে।

হাদীসঃ হযরত আলী রাযি. বলেন, জনাব রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمِعًا لِلْحُوْرِ الْعِيْنِ يَرْفَعْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ تَسْمَعِ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهَا، يَقُلْنَ: نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيْدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبْاَسُ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخَطُ، طُوْبٰى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهٗ.

অর্থঃ জান্নাতে হুরেয়ীনগণের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সমাবেশে হুরগণ এমন সুমধুর কণ্ঠস্বরে গান গাইতে থাকবে যা ইতিপূর্বে কোন মাখলুক কখনো শুনতে পায়নি। তারা বলতে থাকবে- আমরা চিরঞ্জীব, চিরন্তন, মারা যাবনা কভু, আমরা পালিত নে'আমতের বাহারে দুঃখ ছুইবে না কভু। আমরা চির সন্তুষ্ট, চিরসুখী অসন্তুষ্ট হবো না কভু। সুসংবাদ হে ঐ লোক, যার জন্য আমরা হয়েছি পাগল আর তুমি হয়েছো আমাদের তরে উন্মাদপ্রাণ।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যখন হুরেয়ীনগণ উপরোক্ত সঙ্গী গাইতে থাকবে তখন দুনিয়ার স্ত্রীরা তাদের সঙ্গীতের জবাব দিবে এভাবে-

نَحْنُ الْمُصَلِّيَاتُ وَمَا صَلَّيْتُنَّ + وَنَحْنُ الصَّائِمَاتُ وَمَا صُمْتُنَّ

وَنَحْنُ الْمُتَوَضِّئَاتُ وَمَا تَوَضَّأْتُنَّ + وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ وَمَا تَصَدَّقْتُنَّ.

অর্থঃ আমরা পড়েছি নামায, তোমরা পড়োনি তা; আমরা রেখেছি রোযা, তোমরা রাখনি তা। ওযু করেছিলাম মোরা, তোমরা ওযু বিনে; আমরা করেছি দান-সদকা, তোমরা ছিরে সদকা বিনে।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, এ জবাবের মাধ্যমে দুনিয়াতে স্ত্রীগণ জান্নাতী হুরেয়ীনের উপর জয়ী হয়ে যাবে।

জনৈক কোরেশী লোক হযরত ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী রহ. কে জিজ্ঞাসা করলো, জান্নাতে কি গান-বাদ্যও থাকবে? আমার তো সুমধুর কণ্ঠস্বর খুব প্রিয়। তিনি উত্তরে বললেন, শপথ ঐ সত্তার যার কুদরতী হাতে ইবনে শিহাব যুহরীর প্রাণ, অবশ্যই সেখানে গানবাদ্য থাকবে। জান্নাতে একটি গাছ হবে যার ফল হবে লু'লু এবং যবরজদের। তার নিচে থাকবে অল্প বয়স্কা তরুণীদের সমাবেশ। তারা সেখানে অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করবে এবং বলবে, আমরা নে'আমতের বাহারে লালিত-পালিত হয়েছি। আমরা চিরকাল থাকবো, কখনো মারা যাবো না। এগুলো শুনে ঐ গাছের একাংশ অন্য অংশের উপর এক ধরনের কোমল শব্দে টকরাও খেতে থাকবে। তখন ঐ তরুণীরা আবারো তার জবাব পেশ করতে থাকবে। জান্নাতীরা এটা স্থির করতে পারবে না যে, ঐ তরুণীদের আওয়াজ বেশী সুন্দর না ঐ গাছের আওয়াজ বেশী সুন্দর। [তিরমিযী]

জান্নাতী রমণীরা দুনিয়ার স্বামীদেরকে দেখে ফেলবে

হাদীসঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لَا تُؤْذِىْ اِمْرَاَةٌ زَوْجَهَا فِى الدُّنْيَا اِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهٗ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَاِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشَكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا.

অর্থঃ দুনিয়ার স্ত্রী যখনই তাদের স্বামীদেরকে কোন কষ্ট দেয় তখনই তাদের জান্নাতী স্ত্রী তথা হুরগণ দুনিয়ার স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, খোদা তোকে হত্যা করে দেক, স্বামীকে কষ্ট দিও না। তারা ক্ষণিকের জন্য তোমাদের মেহমান। অচিরেই তারা তোকে ত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে আসবে।

ফায়দাঃ হযরত ইবনে যায়েদ রাযি. বলেন, জান্নাতী হুরদেরকে বলা হয়, তোমরা কি এটা পছন্দ করো যে, তোমরা জান্নাতে থেকেও আপন আপন দুনিয়াবী স্বামীকে দেখতে পাও। তারা উত্তরে বলে, হ্যাঁ তখন তাদের সামনের

থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে। তাদের মধ্যকার দরজা খুলে দেয়া হয়। সুতরাং তারা আপন আপন স্বামীদেরকে দেখে নেয় এবং সনাক্ত করে নেয়।

তারা আপন স্বামীর অপেক্ষায় এত বেশী অস্থির হয়ে থাকে যে দুনিয়াবী ঐ স্ত্রী যার স্বামী বহুদিন ধরে দূর কোন দেশে গিয়ে অবস্থান করছে। কেমন যেন দুনিয়াবী স্ত্রী এবং জান্নাতী হুরদের মাঝে এমন ঝগড়া-ঝাটি হতে থাকে যেমন দুনিয়াতে দুই সতীনের মাঝে হয়ে থাকে। তাই দুনিয়াবী স্ত্রী যখনই স্বামীকে কোন ধরনের কষ্ট দিতে থাকে তখনই তারা খুব কষ্ট পেতে থাকে এবং বলতে থাকে তোমাদের উপর আফসোস! তোমরা আপন স্বামীদেরকে প্রয়োজনে ছেড়ে দাও। সে তো তোমাদের নিকট কয়েক দিনের মেহমান মাত্র। তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিও না। তাকে কষ্ট দিলে আমরা মনে খুব ব্যাথা পাই। সে তো জান্নাতের শাহজাদা। [তাযকিরাতুল কুরতুবী]

হযরত সাবেত রাযি. বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আপন বান্দাদের হিসাব নিতে থাকবে, তখন তাদের জান্নাতী স্ত্রীরা উঁকি মেরে আপন স্বামীদেরকে দেখতে থাকবে। যখন প্রথম দলটি হিসাব-নিকাশ থেকে অবসর হয়ে জান্নাতের দিকে যেতে থাকবে তখন হুরেরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকবে, হে অমুক! ঐ যে তোমার স্বামী দেখা যাচ্ছে। তখন সেও বলতে থাকবে, হ্যাঁ, খোদার কসম ঐ তো আমার স্বামী। [সিফাতুল জান্নাহ]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. এর সুযোগ্য পুত্র মুহাম্মাদ মা'সুম নকশবন্দী মুজাদ্দেদী রহ. বলেন, আমি যখন হেরেম শরীফে দাখিল হলাম ও তাওয়াফ শুরু করলাম, তখন নারী-পুরুষের একটি জামাআত দেখতে পেলাম যারা খুব সুন্দর ভঙ্গিতে আমার সাথে পূর্ণ আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার সাথে তাওয়াফ করছে। তারা মাঝে মধ্যে বাইতুল্লাহকে চুমুও খেত এবং মোআনাকাও করতো। তাদের পা ছিল যমিনে আর মাথা চিল আসমানে। আমার স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হলো তাদের পুরুষেরা হলো ফেরেশতা এবং নারীরা হলো জান্নাতের হুর। [জামেয়ে কারামাতুল আওলিয়া]

ফায়দাঃ ফেরেশতাদের বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার বিষয়টিতো বহু হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। কিন্তু হুরগণের তাওয়াফ করার বিষয়টি কোন হাদীসে অধমের দৃষ্টিতে পড়েনি। তবে তাদের বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার বিষয়টি কোন দূরের বিষয় নই। তাই উক্ত তথ্যটিকে সত্যায়ন করার কোন অসুবিধা নেই। হযরত মুহাম্মাদ মাসুম নকশবন্দী মুজাদ্দেদী রহ. এর বেলায়াতের

মাকাম ও অসংখ্য কারামত আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট এবং উলামায়ে দেওবন্দের নিকট সর্বস্বীকৃত ও সমাদৃত। হুরদের ও তাওয়াফ তাদের এবাদত স্বরপ ছিল না, বরং তা ছিল তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করণার্থে। আর এই হুরগণ যেই জান্নাতীর বিবাহে যাবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বৃদ্ধি করণার্থেও এ হুরদের তাওয়াফ করানো হয়ে থাকে।

দুনিয়ার স্বামী-স্ত্রী জান্নাতেও স্বামী-স্ত্রী থাকবে

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, আমার নিকট একথা পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে ঐ স্ত্রী তার জান্নাতেরও স্ত্রী হবে।

ফায়দাঃ তবে শর্ত হলো স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ইসলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এবং ঐ স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য কোন স্বামীর বিবাহে আবদ্ধ না হতে হবে।

হযরত ইকরিমা রাযি. বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর রাযি. এর কন্যা আসমা হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. এর স্ত্রী ছিলেন। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাযি. এর উপর কঠোরতা প্রদর্শন করতেন। হযরত আসমা রাযি. স্বীয় পিতার খেদমতে এসে এসব কঠোরতার অভিযোগ পেশ করতেন।

জান্নাতে স্ত্রীর সংখ্যা

দুনিয়াতে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা মুমিনদের ৪টি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। পূর্ববর্তী শরীয়তে আরো অধিক বিবাহের অনুমতি ছিল। সহীহ হাদীসে এসেছে সুলাইমান (আঃ) এর ১০০জন স্ত্রী ছিল। অবাধ্য কাফিরদের কেউ কেউ ততোধিক বিবাহ করেছে। জান্নাত যেহেতু সর্বোচ্চ আকাঙ্খিত স্থান যেখানে সমস্ত আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হবে এবং একজনকে দেওয়া হবে তার কল্পনা ও চাওয়ার চেয়েও বেশি। হাদিসে এসেছে-

اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر.

অর্থ: আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন জিনিস যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি আর কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করেনি। [বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا، فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا، قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَدْخِلْنِيهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبِّ، أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ ". فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ، قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " مِنْ ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ "

অর্থঃ সর্বনিম্ন জান্নাতী সেই ব্যক্তি যে একবার হাটবে এবং একবার হামা দেবে কখনও কখনও আগুন তাকে স্পর্শ করবে। যখন সে জাহান্নামের আগুন হতে দূরে চলে যাবে তখন জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলবে সেই সত্তার বড়ই মহান যিনি আমাকে তোমা হতে মুক্তি দিলেন। কেননা আল্লাহ (জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাকে এমন এক নেয়ামত দান করলেন যা তিনি পূর্বের এবং পরের অন্য কোন সৃষ্টিকে করেন নাই। তারপর তার সামনে একটি গাছ দৃশ্যমান হবে সে বলবে হে আমার রব আমাকে উক্ত গাছের নিকট নিয়ে চল যাতে আমি তার ছাড়া হতে উপকৃত হতে পারি এবং তা হতে পানি পান করতে পারি। আল্লাহ বলবেন, আমি যদি তোমার এই আবদারটি রক্ষা করি তবে তুমি হয়তো অন্য একটি আবদার করে বসবে। সে আল্লাহর সাথে বারবার ওয়াদা করবে যে আমি এর পর আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তার ইচ্ছা পুরণ করবেন কারন সে যে কষ্টের মধ্যে রয়েছে তা সহ্য করার মত নই। তারপর আল্লাহ তাকে উক্ত গাছটির নিকটবর্তী করবেন সে তার নিচে ছায়াগ্রহন করবে এবং পানি পান করবে। এরপর তার সামনে অন্য আর একটি গাছ দৃশ্যমান হবে, যেটি আগেরটি অপেক্ষা উত্তম। সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে ঐ গাছটির নিকটে নিয়ে চল। যাতে আমি তার নিচে ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং পানি পান করতে পারি। আমি আপনার নিকট এরপর আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ বলবেন, তুমি তো ওয়াদা করেছিলে আর কিছুই চাইবে না। তোমার এই আবদার পুরা করলে হয়তো তুমি অন্য কোন আবদার করবে। সে আল্লাহর সহিত ওয়াদা করবে যে, আমি আর কিছুই চাইব না আল্লাহ তার ইচ্ছা পুরা করবেন কারণ সে অসহনীয় অবস্থার মোকাবিলা করছে। এরপর সে জান্নাতের দরজার নিকটে একটি গাছ দেখতে পাবে যেটি আগের দুটির চেয়ে উত্তম, সে বলবে হে আমার রব আমাকে ঐ গাছটির নিকট নিয়ে চলুন আমি এরপর আপনার কাছে আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি এর পূর্বেও এমন ওয়াদা করনি? সে বলবে হ্যাঁ। কিন্তু এরপর আমি আর কিছুই চাইব না। আল্লাহর তার ইচ্ছা পুরা করবেন কারণ সে অসহনীয় বস্তু দেখেছে। এবার সে জান্নাতবাসীদের কন্ঠ শুনতে

পাবে (তাদের আনন্দ উল্লাশময় কন্ঠ) সে বলবে হে আমার প্রভু আপনি আমাকে এর ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, ওহে আদমের পুত্র! আমার সাথে তোমার সম্পর্ক কে ছিন্ন করবে! তুমি কি সন্তুষ্ট আছ যে তোমাকে দুনিয়ার দ্বীগুণ পরিমান দান করি সে বলবে আপনি কি আমার সাথে তামাশা করছেন অথচ আপনি সমস্ত বিশ্বের প্রভু। এই স্থানে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হাসলেন এবং বললেন তোমরা কি আমাকে প্রশ্ন করবে না আমি কেন হাসলাম। তারা বলল আপনি কেন হাসলেন তিনি বললেন এই হাদীসটি বলার সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হেসেছিলেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কেন হাসলেন তিনি বললেন তার এ কথা শুনে আল্লাহ তায়ালাও হাসবেন এবং বলবেন আমি তোমার সাথে তামাশা করছিনা বরং আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

অন্য বর্ণনায় আসছে এ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আল্লাহ বলবেন এখন তুমি যা খুশি চাও। তার সব চাওয়া শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, বলবেন এটা চাও ওটা চাও। যখন চাওয়ার মত সবই ফুরিয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন তোমাকে দশগুন দিলাম। তারপর সে তার বাড়িতে প্রবেশ করতেই দুজন হরীনচোখী হুর তার নিকট এসে বলবে সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আপনার জন্য আমাদের এবং আমাদের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করছেন। সে শুধু বলবে আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। [সহীহ মুসলিম, হাদিস নং- ৩১০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ"

অর্থঃ আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সুখ ভোগ করেছে এমন

একজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে তার পর জাহান্নামের ভিতর একবার চুবানি দিয়ে প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোন সুখ ভোগ করেছ? তুমি কখনও কল্যাণকর কিছু পেয়েছ কি? সে বলবে না হে আমার প্রভু তোমার কসম। একইভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখী ব্যক্তিকে নিয়ে এসে জান্নাতের এক পরশ দেওয়ার পর প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোনও দুঃখ পেয়েছ? জীবনে কখনও কষ্টদায়ক কিছু অনুভব করেছো কি? সে বলবে না হে আমার রব তোমার কসম আমি কখনও কোন কষ্ট পানি আমি কখনও কোন সমস্যায় পড়িনি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং- ২৮০৭]

অতএব যে নিয়ামত কল্পনার চেয়েও বেশি চাওয়ার চেয়েও অধিক যার এক পরশ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে দেয় তা দুনিয়ার তুলনায় কত বেশি হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

অর্থঃ দুনিয়াতে তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা অল্প সময়ের সামান্য ভোগ বিলাস এবং প্রতারনা মাত্র আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা তো উত্তম এবং স্থায়ী। [সুরা কাসাস- ৬০]

অতএব, দুনিয়াতে কোন পুরুষ যদি ১০০ বা ততোধিক মেয়েকে সঙ্গিনী হিসাবে পেয়ে থাকে তবে আখিরাতে তা কতগুণ হতে পারে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ان الرجل ليصل في اليوم الى مائة عذراء. يعني: في الجنة.

অর্থঃ নিশ্চয় জান্নাতের একজন পুরুষ একদিনে একশত কুমারী মেয়ের সহিত মিলিত হবে। [আলবানী রহ. তার সিলসিলাতুস সহীহাতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

স্ত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে

ان الرجل لتتكئ في الجنة سبعين سنة قبل ان يتحول ثم تأتيه امراته فتضرب على منكبيه فينظر وجهها في خدها اصفى من المراة وان ادنى لؤلؤة عليها تضيء ما

بين المشرق والمغرب فتسلم عليه قال فيرد السلام ويسألها من انت وتقول انا من المزيد وانه ليكون عليها سبعون ثوبا ادناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وان عليها من التيجان ان ادنى لؤ لؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب.

অর্থঃ জান্নাতে একজন পুরুষের হেলান দেওয়া অবস্থায় একপাশ হতে অন্য পাশে ফেরার মধ্যে ৭০ বছরের ব্যবধান থাকবে। তারপর তার নিকট একজন মেয়ে আসবে সে তার কাধে আঘাত করবে (মোল্লা আলী কারী মিরকাতে বলেন- অর্থাৎ এই আঘাত হবে স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য) ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকালে দেখবে তার মুখ আয়নার চেয়েও স্বচ্ছ এবং মেয়েটির গাছের সর্ব নিম্ন রত্নটিও পূর্ব পশ্চিমকে আলোকিত করে দিতে সক্ষম। মেয়েটি সালাম দিলে ছেলেটি উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করবে তুমি কে? সে বলবে আমি অতিরিক্ত। [মিশকাত, আত-তারগীব ওয়া আত তারহীব]

মোল্লা আলী কারী বলেন-

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ.

অর্থঃ আল্লাহ বলেন (তারা সেখানে তাদের মনে যা ইচ্ছা হবে তার সবই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে অতিরিক্ত। [সুরা কাফ- ৩৫]

হাদীসে অতিরিক্ত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। [মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতুল মাসাবিহ]

رسول الله صلى عليه وسلم قال: (ان من نعيم اهل الجنة انهم يتزاورون على المطايا والنجب وانهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل مسرجة. ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حيث شاء الله عز وجل فتأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت فيقولون: امطرى علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهى ذلك فوق امانيهم. ثم يبعث الله عز وجل ريحا غير مؤذية فتنسف كثبانا من المسك على ايمانهم وعن شمائلهم فيأخذ ذلك المسك في نواصى خيرلهم وفي

معارفها. وفي رءوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام. وفي الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب ثم يقبلون حتى ينتهوا الى ما شاء الله عز وجل فاذا المراة تنادى بعض اولئك: يا عبد الله ما لك فينا حاجة؟ فيقول: ما انت؟ ومن انت؟ فتقول: انا زوجتك وحبك. فتقول: ما كنت علمت بمكانك. فيقول المراة: او علمت ان الله قال: فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقول: بلى وربي فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف مقدار اربعين خريفا. لا لتفت ولا يعود ما يشعله عنها الا ما هو فيه من النعيم والكرامة).

অর্থঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতের নিয়ামত সমূহের মধ্যে এও যে, তারা বাহনের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমনে বের হবে। জুমআর দিনে জিন ও লাগাম পরিহিত প্রস্তুত ঘোড়া নিয়ে আসা হবে সে ঘোড়া প্রসাব বা পায়খানা করবে না। তারা তাতে সওয়ার হয়ে আল্লাহ যতদূর চান (বহুদূর) ভ্রমন করবে তখন একখণ্ড মেঘ আসবে সেই মেঘের ভিতর এমন কিছু থাকবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি। তারা বলবে (আমাদের উপর অমুক জিনিসের) বৃষ্টি বর্ষণ কর। ফলে (তারা যা কামনা করবে) তা বর্ষিত হতে থাকবে এমনকি তাদের ইচ্ছার চেয়েও অধিক হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ আরামদায়ক বায়ু প্রেরণ করবেন যা তাদের ডানে বামে ও তাদের ঘোড়ার সামনের লোমে এবং তাদের চুলে মিশ্‌ক ছড়িয়ে দেবে। প্রতিটি ব্যক্তির তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী লম্বা চুল থাকবে। মিশ্‌ক সেই চুল, পোশাক এবং অন্যান্য স্থানে লাগবে। তারা চলতেই থাকবে এমনটি আল্লাহ যতদূর চান (বহুদূর) পৌঁছে যাবে তখন (কোন একজন পুরুষের উদ্দেশ্যে) একজন মেয়ের ডাক শোনা যাবে। সে বলবে ওহে আল্লাহর বান্দা আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার নাই? ছেলেটি বলবে তুমি কি? তুমি কে? মেয়েটি বলবে আমি তোমার স্ত্রী, আমি তোমার ভালবাসা। সে বলবে আমি তো তোমার স্থান সম্পর্কে বেখবর ছিলাম। মেয়েটি বলবে তুমি কি শোননি যে আল্লাহ বলেছেন নেককারদের জন্য আমি চোখ জুড়ানো কি কি লুকিয়ে রেখেছি তা কেউ জানে না। ছেলেটি

বলবে হ্যাঁ নিশ্চয়। (আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) এমন হতেই পারে যে, এই সাক্ষাতের পর ছেলেটির সাথে মেয়েটির ৪০ বছর আর দেখা হবে না। বিভিন্ন ভোগ এবং আনন্দ ছেলেটিকে ব্যস্ত রাখবে। [সিফাতুল জান্নাহ ইবনে আবিদ্দুনইয়া]

عن كثير بن مرة الحضرمي قال: ان من المزيد ان تمر السحابة باهل الجنة فتقول: ما تشاءون ان امطركم؟ فلا يسالون شيئا الا مطرتهم. فقال كثير بن مرة: لئن اشهدنا الله ذلك المشهد لا قولن امطرينا جواري مزينات.

অর্থঃ কাছির ইবনে আল মুররাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি অতিরিক্ত বিষয় এই যে এক খণ্ড মেঘ জান্নাতেবাসীদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে মেঘটি বলবে আমি কি বর্ষণ করব? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষণ করবে। কাছির বলতেন আমি যদি এমন সুযোগ পাই তো আমি বলব আমাদের উপর সুন্দর সাজে সজ্জিতা কম বয়স্কা বালিকা বর্ষণ কর। [সিফাতুল জান্নাহ ইবনে আবিদদুনইয়া, সিফাতুল জান্নাহ আবু নাঈম আল ইস্পাহানী]

ان السرب من اهل الجنة لتظلم السحابة قال: فتقول: ما امطركم؟ قال: فما يدعو داع من القوم بشيء الا امطرهم. حتى ان القائل منهم ليقول: امطرينا كواعب اترابا.

অর্থঃ একদল জান্নাতবাসীর উপর একটি মেঘ ছেয়ে থাকবে। মেঘটি বলবে আমি তোমাদের উপর কি বর্ষন করব? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষন করবে এমনকি একজন ব্যক্তি বলে বসবে আমাদের উপর স্ফীত স্তন সম্পন্না যুবতী বর্ষণ কর। [তাফসীরে তারাবী]

হুরদের সুরেলা কণ্ঠের গান

ان ازواج اهل الجنة ليغنين ازواجهن بأحسن اصوات مسمعها احد قط ان مما يغنين: نحن الخيرات الحسان ازواج قوم كرام.

অর্থঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতবাসীদের স্ত্রীরা তাদের শোনানোর জন্য গান করবে তারা বলবে আমার সুন্দরী চিরো কল্যানময়ী আমরা সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গিনী। [আত তারগীব ওয়াত তারহীব]

عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من عبد يدخل الجنة الا ويجلس عن راسه وعند رق قوة.

অর্থঃ আবু উমামা (রঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মাথা ও পদপুলের নিকট দুইজন টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুর বসবে এবং তাকে গান শোনাবে এমন সুরেলা কণ্ঠে কোন সৃষ্টি কখনও তেমন কণ্ঠ শোনেনি। [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব]

عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن اصواتا لم يسمع الخلائق بمثلها قال يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له. اخرجه الترمذي

অর্থঃ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতে হুরদের একটি মিলনকেন্দ্র আছে সেখানে তারা উচু স্বরে এমন সুন্দর কণ্ঠে গান করে যে কোন সৃষ্টি তেমন কণ্ঠ শোনেনি তারা বলে-

চিরস্থায়ী আমাদের ধ্বংস নাই

আমরা চিরসুখী দুঃখ আমাদের স্পর্শ করেনা

আমরা সন্তুষ্ট কখনও রাগান্বিত হয় না।

তারা সৌভাগ্যবান যারা আমাদের হল এবং আমরা তাদের হলাম। [তিরমিযী, আলবানী রহ. দুর্বল বলেছেন]

দুনিয়াতে এমন ভাগ্যের অধিকারী কে আছে যার প্রেয়সী তার উপর কখনও অসন্তুষ্ট হয়না এবং তাকেও রাগান্বিত করে না। অতএব দুনিয়ার স্বল্প সময়ের

ভোগ ও আনন্দকে উপেক্ষা করে আখিরাতের চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ আনন্দের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে কেউ রাজী আছে কি?

বর্ণিত আছে মালিক ইবনে দিনার একদিন বসরার রাস্তায় হাঁটছিলেন। সেসময় তিনি কোন এক ধনী ব্যক্তির একটি দাসী দেখতে পেলেন যে আরোহী অবস্থায় ছিল এবং তার সেবার করার জন্য সাথে কিছু খাদেমও ছিল। তাকে দেখামাত্র মালিক ইবনে দিনার উচুস্বরে বললেন-

ওহে দাসী তোমাকে কি তোমার মালিক বিক্রয় করবে?

দাসীটি বলল- আপনি কি বললেন?

মালিক আবার বললেন- তোমাকে কি তোমার মনিব বিক্রয় করবে?

দাসীটি এবার বলল- যদি তিনি আমাকে বিক্রয় করেনই তবু কি আপনার মত কেউ আমাকে কিনতে পারবে?

মালিক বললেন- হ্যাঁ। আমি তা পারি। তোমার চেয়ে উত্তম দাসীও আমি কিনতে পারি।

একথা শুনে দাসীটি হাসল। এবং (তার সাথে থাকা কাউকে) মালিককে তার বাসস্থলে নিয়ে আসতে বলল। বাসায় ফিরে সে তার মনিবের সাথে সবকিছু খুলে বললে সেও হাসল এবং মালিককে তার সামনে হাজীর করতে বলল। মালিক যখনই ঘরে প্রবেশ করলেন দাসীটির মনিবের মনে মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হল। সে বলল-

-আপনি কি চান?

মালিক বললেন- আপনার দাসীটি আমার নিকট বিক্রয় করুন।

সে বলল- আপনি কি তার দাম দিতে পারবেন?

মালিক বললেনঃ আমার কাছে তো দাসীটির দাম চুষে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন দুটি খেজুরের আটির সমান।

তার কথা শুনে উপস্থিত সকলে হাসল। ধনী ব্যক্তিটি বলল-

-কিভাবে আপনার নিকট এই দাসীটির মূল্য এরকম হতে পারে?

তিনি বললেন- কারণ দাসীটির ভিতর অগনিত ত্রুটি রয়েছে।

লোকটি বলল- তার ভিতর কি কি ত্রুটি রয়েছে?

মালিক এবার বলতে আরম্ভ করলেন- সে সুগন্ধি ব্যবহার না করলে তার শরীর দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, মিসওয়াক না করলে মুখ গন্ধ হয়ে যায়, চিরুনি ও তেল ব্যবহার না করলে মাথায় উকুন হয় এবং চুল এলোমেলো হয়ে যায়। কিছুকাল বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে যায়। তার হায়েজ হয়, তার ভিতর প্রসাব পায়খানার মত ময়লা আবর্জনা রয়েছে। তার মন খারাপ হয়, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষন্ন হয়। সম্ভবত সে আপনাকে কেবল নিজ স্বার্থেই ভালবাসে এবং আপনি তাকে সুখে রেখেছেন বলেই আপনাকে পছন্দ করে। আপনি তার নিকট যা কিছু চান সে আপনার সব চাহিদা পুরা করতে অক্ষম। যতটুকু প্রেম সে প্রকাশ করে তার পুরোটা সত্য নই। আপনার পর যে কোন পুরুষই তার জীবনে আসবে তাকে সে আপনার মতই ভালবাসবে ও পছন্দ করবে। আপনি আপনার দাসীটির জন্য যে মূল্য চেয়েছেন তার তুলনায় অনেক কম মূল্যে আমি এমন এক দাসী ক্রয় করব যা কাফুর, মিশ্‌ক এবং রত্ন দিয়ে তৈরী। তার লালা সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত করলে সমুদ্রের লবনাক্ত পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। তার মিষ্টি কণ্ঠের ডাক শুনলে মৃতও সাড়া দেবে। যদি তার হাতের কবজি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সূর্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তাতে গ্রহণ লেগে যাবে। আধার আলোকিত ও উজ্জল হয়ে উঠবে। যদি সে তার পোশাক ও অলংকারসহ দিগন্তে দৃশ্যমান হয় তবে অসীম ও অনন্ত দিগন্ত সুগন্ধ ও অলংকৃত হয়ে যাবে। সে বেড়ে উঠেছে মিশ্‌ক জাফরানের বাগানে, ইয়াকুতের তৈরী ঘরে। নিয়ামতের তাবুর অভ্যন্তরেই সে কেবল বিচরণ করেছে এবং তাসনীম নামক ঝর্ণার পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারন করেছে। সে তার ওয়াদার খেলাফ করে না তার ভালবাসা পরিবর্তিত হয় না। তাহলে এদুজন দাসীর মধ্যে কে বেশি মূল্য পাওয়ার যোগ্য!

ধনী ব্যক্তিটি বলল- আপনি যে মেয়েটির কথা বললেন সেই বেশি মূল্যের যোগ্য।

মালিক ইবনে দিনার বললেন- এমন মেয়ে বিদ্যমান এবং সহজলভ্য। তা ক্রয়ের জন্য যে কোন মুহুর্তে প্রস্তাব করা যেতে পারে।

লোকটি বলল- আল্লাহ আপনাকে রহম করুন তার মূল্য কি?

তিনি বললেন- পছন্দনীয় কিছু পাওয়ার জন্য সব চেয়ে কম যা ব্যয় করা হয় তাই তার মূল্য। শুধু এতটুকু যে, তুমি তোমার রাতের একটি অংশে অন্য সকল ব্যস্ততা থেকে অবসর নিয়ে ইখলাসের সহিত দুই রাকাআত সালাত পড়বে। তোমার খাবার সামনে হাজীর হলে নিজে অভুক্ত থেকেও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে খাওয়াবে। অথবা পথ হতে পাথর বা আবর্জনা সরিয়ে ফেলবে। কম এবং প্রয়োজনীয় পরিমানে সন্তুষ্ট থেকেই এই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করবে। এই ধোকা ও প্রতারনাময় জিন্দেগী যেন তোমার মনযোগ আকর্ষন না করে। তুমি এখানে অল্পে তুষ্ট হলে আগামীকাল কিয়ামতের দিন নিরাপদে সম্মানিত অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। এবং মহাসম্মানিত প্রভুর সান্নিধ্যে সুখময় স্থানে চিরস্থায়ী হতে পারবে।

ইবনে আল কায়্যিম বলেন-

فيا عجباً من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل اثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها السموات والارض بسجن ضيق بين ارباب العاهات والبليات ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الانهار بأعطان ضيقة اخرها الخراب البوار وابكارا اعرابا اترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيات الاخلاق مسالخات او متخذات اخذان وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيات بين الانام وانهار من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين.

অর্থঃ কি আফসোস! সেই বোকার জন্য যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে এবং সেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধির জন্য যে জ্ঞানের খোলসে পরে থাকে এরা দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে জান্নাতের স্থায়ী ও মহামূল্যবান নেয়ামত বিক্রয় করে দেয়। আকাশ ও পৃথিবীর সমান বিস্তৃত জান্নাতের বিনিময়ে বিপদসংকুল ও দুর্দশাময় জেলখানা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। চিরস্থায়ী ও উত্তম বাসস্থান যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত তার পরিবর্তে সংকীর্ন উটের আস্তাবলকে শ্রেয় জ্ঞান করে যার পরিনাম হল ধ্বংস ও লয়। এবং কুমারী সমবয়স্কা প্রেমময়া যারা মনিমানিক্যতুল্য তাদের পরিবর্তে নোংরা অপবিত্র কুস্বভাবের অধিকারী ভীনপুরুষের সহিত গোপন প্রনয়কারীনীদের পিছু সময়

ক্ষেপন করে। তাবুতে আবদ্ধ হুরদের পরিবর্তে হাট বাজারে রাস্তাঘাটে সদা সর্বদা বিচরনশীলদের পছন্দ করে। সুস্বাদু পবিত্র পানীয়র নহরের পরিবর্তে নাপাক পানীয় গলধঃকরণ করে। যা বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দ্বীন দুনিয়া বিনাশ করে। [হাদীল আরওয়াহ]

فقد ان لك القصد الي الصواب.ان تخلع الدنيا لحسن المآب. كي تكون حبيبا للعرب الاتراب. واحذر الخائنات فهن فتن دار الخراب.

অতএব এখনই সময় সঠিক রাস্তা ধরার, উত্তম বাসস্থানের জন্য দুনিয়াকে পরিত্যাগ করার, তবেই তোমাকে ভালবাসবে একজন প্রেয়সী যে প্রেমময়া, ধ্বংসশীল দুনিয়ার মেয়েদের থেকে সাবধান থাকো, তারা ফিতনা সৃষ্টি করে এবং খিয়ানত করে।

•

যে সকল শহীদ ও আরেফের সাথে জান্নাতী হুরগণ প্রেম নিবেদন করেছিল

মারযিয়া! তুমি কোথায়?

হযরত আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়েদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন মুজাহিদ সাথীদের নিয়ে বসেছিলাম। তখন আমরা জিহাদে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, এমনকি সকল সাথীর মাঝে সোমবার সকালে রওয়ানা হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলাম। ইত্যবসরে সে মজলিসে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি পাঠ করল,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ.

অর্থঃ "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে শত্রুকে বধ করা অথবা নিজে নিহত হওয়া পর্যন্ত। [সূরা তাওবাঃ আয়াত- ১১১]

তার বক্তব্য শুনে মাত্র পনের বছরের এক কিশোর দাঁড়িয়ে গেল। পিতার মৃত্যুর কারণে সে তখন অঢেল সম্পদের উত্তরাধিকারী। ছেলেটি বলল, হে

আব্দুল ওয়াহিদ! আমি আমার জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিলাম। তার এ আবেগ দেখে আমি বললাম, তরবারির আঘাত অত্যন্ত কঠিন, ধার তীক্ষ্ণ আর তুমি সবেমাত্র কিশোর। আমার মনে হচ্ছে, তুমি এত বড় কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না এবং এ বিক্রয়ের ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়বে। কিশোর ছেলেটি আমাকে বলল, আব্দুল ওয়াহিদ! আমি কী জান্নাতের বিনিময়ে বিক্রয় করার পরও অক্ষম হয়ে যাব? আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি জান্নাতের বিনিময়ে আমার জীবন ও যাবতীয় সম্পদ বিক্রয় করে দিলাম।

এবার তার দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখে আমরাই নিজেদেরকে তুচ্ছ মনে করতে লাগলাম। মনে মনে বললাম, একজন কিশোর বালক যে কাজটি বাস্তবে করে দেখাতে পারে অথচ আমরা সেটি পারি না। তারপর সে কিশোরটি কেবল নিজের ব্যবহৃত ঘোড়া, অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় খাদ্যসমাগ্রী ছাড়া সবকিছু সদকা করে দিল। জিহাদে যাত্রার দিন সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। বলল, 'আসসালামু আলাইকা ইয়া আবদাল ওয়াহিদ!' আমি বললাম, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। অতঃপর আমরা জিহাদের রওয়ানা হলাম।

ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত কিশোরটি আমাদের সাথে চলল। সেখানে গিয়ে সে দিনের বেলা রোযা রাখে আর রাতে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে। আমাদের যথাসাধ্য খিদমত করে, মাঠে ঘোড়া চরায়। আমরা ঘুমিয়ে পড়লে প্রহরার দায়িত্বও সে পালন করে। এভাবে আমরা চলতে চলতে এক পর্যায়ে তদানীন্তন রোম সাম্রাজ্য গিয়ে পৌছি।

একদিন হঠাৎ ছেলেটি চিৎকার করতে করতে আমাদের নিকট ছুটে এসে বলছিল, হায়, 'মারযিয়া! তুমি কোথায়? হায় মারযিয়া' তুমি কোথায়? তার অবস্থা দেখে আমাদের কয়েক সাথী বলল, হয়তো ছেলেটিকে জ্বিনে আছর করেছে অথবা সে উম্মাদ হয়ে গেছে। অবিরত চিৎকার করতে করতে এক পর্যায়ে সে আমার কাছে এসে আমাকে সম্বোধন করে বলল, হে আব্দুল ওয়াহেদ! আমি আর ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারছি না। হায়, 'মারযিয়া! তুমি কোথায়?

তখন আমি বললাম, স্নেহের বৎস আমার! 'মারযিয়া' কে? তদুত্তরে সে বলল, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন দেখলাম, জনৈক আগন্তুক এসে

আমাকে বলল, চল! তোমাকে 'মারযিয়া'র নিকট নিয়ে যাব। আমি ওঠে তার সাথে রওয়ানা দিলাম, ভদ্রলোক তখন আমাকে নিয়ে একটি উদ্যানে প্রবেশ করল, যেখানে অপরিবর্তনীয় পানির নহর প্রবাহিত। তার দু'তীরে ডাগর নয়না হুরগণ আকর্ষণীয় পোশাক ও নানা অলংকারে এমন অভাবনীয় সাজে সজ্জিতা হয়ে আছে, যা আমি বর্ণনা করতে অক্ষম। তারা আমাকে দেখে নিতান্ত আনন্দিত ও বিমোহিত হয়ে বলল, ইনি 'মারযিয়া' এর স্বামী।

আমি একটু সামনে অগ্রসর হয়ে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মাঝে কী 'মারযিয়া' আছে? তারা বলল, না, আমাদের মাঝে নেই। আমরা তাঁর সেবিকা বা নগণ্য বাঁদী মাত্র। আপনি আরো সম্মুখে অগ্রসর হোন। অতঃপর আমি আরো সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, একটি উদ্যানের বুক চিরে নির্মল দুধের নহর প্রবাহিত। যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না। সেখানে সর্বপ্রকার শোভা বিদ্যমান। একদল হুর দেখতে পেলাম। যাদের রূপসৌন্দর্যে আমি বিমুগ্ধ ও পাগল হয়ে গেলাম। তারা আমাকে দেখে নিতান্ত আনন্দিত ও বিমোহিত হয়ে বলল, আল্লাহর শপথ, ইনি 'মারযিয়া'র স্বামী। আমাদের নিকট এসেছে। আমি তখন সালাম দিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কী 'মারযিয়া' আছে? তারা সালামের উত্তর দিয়ে বলল, হে আল্লাহর বন্ধু! আমরা তার সেবিকা বা বাঁদী, আপনি আরো সামনে অগ্রসর হোন।

আমি সামনে অগ্রসর হয়ে একটি শরাবের নহর দেখতে পেলাম। তার তীরে এমন সব অপরূপা হুর বসে আছে, যাদের দেখে পশ্চাতে ফেলে আসা সব হুরদের কথা ভুলে গেলাম। আমি সালাম দিয়ে বললাম, তোমাদের মাঝে কী 'মারযিয়া' আছে? তদুত্তরে তারা বলল, না বরং আমরা তার বাঁদী ও সেবিকা, আপনি সামনে অগ্রসর হোন।

আমি সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, একটি বিশুদ্ধ মধুর নহর ও তার দু'তীর ঘেঁষে নয়নাভিরাম একটি উদ্যান। সে উদ্যানে উজ্জ্বল আলোকিত ও অভাবনীয় রূপ ও নজরকাড়া সুন্দরী অসংখ্য হুর বসে আছে। যাদের দেখে আমি পশ্চাতে ফেলে আসা সকল হুরদের কথা ভুলে গেলাম। আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে কী 'মারযিয়া' আছে? তারা বলল, হে আল্লাহর বন্ধু! আমরা তার সেবিকা। আপনি আরো সামনে অগ্রসর হোন।

অতঃপর আরো সামনে অগ্রসর হয়ে মুক্তানির্মিত একটি সুদৃশ্য তাবু দেখতে পেলাম। দরজায় একটি হুর দাঁড়িয়ে আছে। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের বিবরণ প্রদান আমার সাধ্যাতীত ব্যাপার। আমাকে দেখা মাত্রই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে লাগল, হে 'মারযিয়া'! তোমার স্বামী এসে গেছে।

অতঃপর আমি তাবুটির নিকটে গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, মারযিয়া তার পালঙ্কে উপবিষ্ট। তার পালঙ্কটি স্বর্ণনির্মিত এবং মূল্যবান ইয়াকুত ও মুক্তা দ্বারা কারুকার্য খচিত। আমি তাকে দেখে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সে বলল, শাবাস! হে আল্লাহর বন্ধু! আমাদের নিকট তোমার পৌঁছার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি তখন তাকে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হলাম। সে বলল দাড়াও, তোমার আলিঙ্গন করার সময় হয়নি। কারণ, তোমার মধ্যে দুনিয়ার রূহ বিদ্যমান। ইনশাআল্লাহ তুমি আজ রাতে আমাদের সাথে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করবে। এরপর আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। হে আব্দুর রহমান! আমি এখন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না।

আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে জাহেদ (আব্দুর রহমান) রহ. বলেন, তখনো আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়নি। ইতোমধ্যে শত্রুদের একটি বাহিনী আমাদের দিকে এগিয়ে এসে আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করল। আমরাও তাদের ওপর আক্রমণ করলাম। কিশোর বালকটিও তাদের ওপর আক্রমণ করল। সে নয়জন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম, সে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। আমাকে দেখে সে মুখ ভরে হাসল, তারপর চিরবিদায় নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করল।

আয়না তুমি কোথায়?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সুরাই ইবনে ইয়াহইয়া রহ. ও সাবেত বুনানী রহ. সূত্রে বর্ণনা করেন। জনৈক যুবক বহুদিন যাবত জিহাদে শরিক ছিল। সবসময় তার মনপ্রাণ শাহাদাতের অদম্য বাসনায় উজ্জীবিত থাকত। একদিন হঠাৎ তার বিয়ে করবার ইচ্ছে জাগল। মনে মনে ভাবল, শহীদ হতে যখন পারলাম না, তাহলে কিছু দিনের জন্য বাড়ী ফিরে বিয়ের কাজটি সেরে আসি।

এ ভাবনা নিয়ে তিনি তাবুর ভিতর ঘুমিয়ে পড়লেন। যোহরের নামাযের সময় হলে সাথীরা তাকে নামাযের জন্য জাগিয়ে তুলল। নিদ্রাভঙ্গ হতেই তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। তার অবস্থা দেখে অন্য সাথীরা এ ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, না জানি তার কোন কষ্ট হচ্ছে? তদুত্তরে যুবকটি জানাল, না, আমার কোন কষ্ট হয়নি তবে আমি একটি মজার স্বপ্ন দেখেছি।

"জনৈক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, তোমার আয়না (হরিণ চক্ষু বিশিষ্ট) হুরের নিকট চলো। এরপর আমরা উভয়ে একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে একটি দৃষ্টিনন্দন মনোমুগ্ধকর পুষ্পোদ্যানে পৌছলাম। এত সুন্দর উদ্যান আমি জীবনে কখনো দেখিনি। বাগানের মধ্যে দশজন অপূর্ব সুন্দরী তরুণী বসেছিল। এত সুন্দরী তরুনী জীবনে আমি কখনো দেখিনি। ভাবলাম, আয়না হুর এদের মধ্যেই হয়ত কেউ হবে। জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে আয়না হুর কে? তারা বলল, আয়না হুরের তাবু আরো সামনে। আমরা তার পরিচারিকা মাত্র।

অতঃপর আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে পূর্বের চেয়ে আরো মনোরম একটি উদ্যানে প্রবেশ করলাম। সেখানে পূর্বাপেক্ষা অধিক রূপবতী বিশজন সুন্দরী বসে আছে। ভাবলাম, আমার আয়না অবশ্যই এদের মধ্যে কেউ হবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে আয়না কে? তদুত্তরে তরুণীরা বলল, আয়নার তাবু আরো সামনে। আমরা তার দাসী-বাঁদী মাত্র।

এরপর আমরা অনুরূপ আরেকটি বাগান অতিক্রম করলাম। সেখানেও পূর্বের মত রূপসী রমণীরা বসেছিল। কিন্তু আয়নাকে খুঁজে পেলাম না। অবশেষে লাল ইয়াকুত পাথর নির্মিত এক সুরম্য প্রাসাদের নিকটে পৌছলাম। মহলের চতুর্পাশ্বস্থ পরিবেশ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। আমার জনৈক সঙ্গী বলল, তুমি ভিতরে যাও, ভিতরে ঢুকে এক অপরূপা সুন্দরীকে দেখতে পেলাম। ইয়াকূতের চাকচিক্য অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল তার রূপলাবণ্য। কয়েক মূহুর্ত একান্তে বসে তার সাথে কথা বলছিলাম। ইত্যবসরে আমার জনৈক সঙ্গী আমাকে ডেকে বলল, চলো ফিরে যাই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওঠে দাঁড়ালাম। তখন আয়না আমার কাপড়ের প্রান্ত টেনে ধরে বলল, আজ আমার সাথে ইফতার করে যাওনা বন্ধু! এমন আনন্দঘন মুহূর্তে তোমরা আমার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছ। তাই আমি কাঁদছিলাম।

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, এ ঘটনার অল্পক্ষণ পর যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে যুবকটি তাৎক্ষণিক ঘোড়ায় চেপে শত্রুর উপর চড়াও হলো। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল, আর মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার বলে উঠল। আর ঐ মুহূর্তে যুবকটি শত্রু পক্ষের এক তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করল। অতঃপর জান্নাতে পৌছে ইফতার করল আয়না হুরের সাথে। [কিতাবুল জিহাদঃ ইবনে মুবারক রহ.]

হুরের আঙ্গুলের পাঁচটি চিহ্ন তার বাহুতে চমকাচ্ছিল

আল্লামা ইবনে নুহাস রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন মিশরী খাঁটি বন্ধু আমাকে ঘটনাটি শুনিয়েছেন- আমাদের নিকট পাশ্চাত্যের এক যুবক মুজাহিদ এসে যথারীতি জিহাদে অংশগ্রহণ করল, কিন্তু সে সবসময় নিজের একটি হাত আমাদের দৃষ্টির আড়ালে রাখতো। আমরা অনেক চেষ্টা করেও তার হাতটি দেখতে ব্যর্থ হই। এতে আমরা ভেবে ছিলাম, সম্ভবত তার হাতে বড় ধরণের কোন রোগ হয়েছে, তাই আমরাও তার সাথে মিলে খানা খেতে চাইতাম না। অবশেষে তার এক সাথী রহস্য উদঘাটন করল, আসলে তোমরা যা ভাবছ প্রকৃত ব্যাপারটি তা নয়। তোমরা গোপনে নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেই প্রকৃত সত্যটি বেরিয়ে আসবে।

অতঃপর একদিন আমরা তাকে নির্জনে ডেকে নিতান্ত অনুরোধ ও বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি একজন ইউরোপিয়ান। আমাদের অদূরেই ইংরেজদের এলাকা, সে কারণে তাদের সাথে প্রায়ই আমাদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে।

একদা আমরা বিশজন মুজাহিদ দুশমনদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হই। আমাদের চিরাচরিত নিয়ম ছিল, দিনের বেলা পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে থাকতাম আর রাতে দুশমনদের ওপর অতর্কিত হামলা করতাম। একদা আমরা একটি পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, গুহা হতে একজন কাফির সৈনিক বের হয়ে সে আমাদের দেখে দ্রুত সটকে পড়ল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম, তার পশ্চাদ অনুসরণ করে আরো একশ' কাফির সৈন্য উক্ত গুহা থেকে আত্মপ্রকাশ করল। এরাও এ ভেবে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল যাতে রাতের আঁধারে মুসলমানদের ওপর অতর্কিত হামলা করে তাদের নিপাত করতে পারে। যাহোক আমরা তাদের দেখা মাত্রই

কোনরূপ বাক্য ব্যয় ছাড়াই তাদের ও আমাদের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। সে ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধে প্রথমদিকে আমাদের ১১ মুজাহিদ সাথী শাহাদাত বরণ করল এবং আমরা তাদের ৪৫ সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেই।

পুনরায় দ্বিতীয় দফা তারা আমাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে, সে আক্রমণে কেবল আমি ব্যতীত আমাদের সকল সাথীই শাহাদত বরণ করল। তবে আমি গুরুতর আহত হই। শত্রুরা আমাকে শহীদ ভেবে ছেড়ে চলে গেল। আমি গুরুতর আহত অবস্থায় শহীদগণের মাঝে পড়ে রয়েছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম, সুদূর আকাশ হতে এক ঝাঁক অপরূপা সুন্দরী তরুণী নেমে এসেছে যাদের ঈর্ষণীয় রূপ ও সৌন্দর্য মাধূরী চির অতুলনীয়। তাদের প্রত্যেকেই এক একজন শহীদের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বলছিল, 'এ শহীদ আমার বন্টনে পড়েছে, একথা বলেই সে শহীদকে নিজের সাথে উঠিয়ে নিয়ে যেত।' ইত্যবসরে একটি হুর দৌড়ে আমার নিকট এসে বলল, এ শহীদ আমার ভাগে পড়েছে। অতঃপর সে আমার বাহু স্পর্শ করতেই অনুভব করল, আমি এখনো জীবিত। তখন রাগ করে আমার হাতটি তাৎক্ষণিক ছেড়ে দিয়ে বলল, হায়! তুমি এখনো জীবিত! একথা বলেই সে আমার কাছ থেকে চলে গেল। এবার আপনারা দেখুন, জান্নাতী হুরের স্পর্শে আমার হাতের কী অবস্থা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনাকারী বললেন, আমরা তার বাহুটির দিকে তাকালে দেখতে পেলাম- তার বাহুতে হুরের পাঁচটি আঙ্গুলের চিহ্ন স্পষ্ট বসে রয়েছে, যা অত্যন্ত চমকাচ্ছিল। [ইবনে নুহাসঃ ৬৮৮ পৃঃ]

জান্নাতী হুরের হাতে শরবত পান

ঘটনা-১ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইরাকী রহ. স্বীয় রওয়াজাতুর রাইয়াহীন কিতাবে জনৈক মুজাহিদের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি রোম সাম্রাজ্যের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তখন আমাদের সাথে জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, সে কখনো কিছু খেত না, পান করত না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আজ এগার দিন পর্যন্ত আমাদের সাথে রয়েছেন। এ সময়ে না আপনি কিছু খেয়েছেন আর না কিছু পান করেছেন, আপনি কী করে এভাবে খাবারবিহীন থাকতে পারেন? তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি যেদিন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিব, সেদিন তোমাদের নিকট সবকিছু খুলে বলব।

অবশেষে তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসলে আমি তাকে বললাম, আপনি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন অনুগ্রহ করে সেটি পূরণ করুন। তখন তিনি বললেন, তবে শুনুন, আসল ব্যাপার হল, একটি যুদ্ধে আমরা চারশ' মুজাহিদ অংশগ্রহণ করেছিলাম। সে যুদ্ধে একপ্রকার অসতর্কাবস্থায় শত্রুসৈন্য আমাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসে। কেবল আমি ব্যতীত আমাদের অন্যসব সাথী এতে শহীদ হয়, আমি গুরুতর আহত হয়ে শহীদদের মধ্যে অসহায় অবস্থায় কাৎরাতে থাকি। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় হলে আমি আকাশের দিক হতে এক অপার্থিব সুঘ্রাণ অনুভব করি। এক পর্যায়ে আমি চক্ষু খুলে নিতান্ত উৎকৃষ্টমানের পোশাক পরিহিত অপরূপা সুন্দরী একঝাঁক তরুণী দেখতে পাই, যারা হাতে পানির গ্লাস নিয়ে প্রত্যেক শহীদকে পানি পান করাচ্ছিল। এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে আমি আমার চক্ষু বন্ধ করে নিলাম।

একপর্যায়ে তারা আমার কাছে আসলে তাদের মধ্য হতে একজন বলল, এর মুখেও পানি দাও, খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন কর; যাতে আকাশের ফটক বন্ধ হওয়ার পূর্বেই আমরা ফিরে যেতে পারি। তখন তাদের মধ্যে অন্য একটি মেয়ে বলে উঠল, আমরা একাকীভাবে পানি পান করাবো? কারণ, এর মধ্যে তো এখনো জীবনের যৎকিঞ্চিত অবশিষ্ট আছে। আরেকজন বলল, আরে বোন! এত চিন্তা কর না তো, আসছিই যখন একেও পান করিয়ে দাও। অতঃপর মেয়েটি আমার মুখে পানি ঢেলে দেয়। সে পানি পান করার পর থেকে অদ্যবধি আমার কোন পানাহারের প্রয়োজন নেই।

ঘটনাঃ-২: আফগান জিহাদের প্রথম দিকে ঘটনা, একদিন বোমারু বিমানের প্রচন্ড শব্দে কান ফাটার উপক্রম হয়েছিল। বোমারু বিমানটি ভূপাতিত করার জন্য মুজাহিদগণ এন্টি-এয়ারক্রাফট গানের সাহায্যে মুহুর্মুহ ফায়ারিং করছিলেন। কিছুক্ষণ পর বোমা বর্ষণ বন্ধ হলে পাহাড়ের চূড়ায় গিরি কন্দর হতে উত্থিত ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে শত্রুদের বোমা বর্ষণের স্থান নির্ণয় করা যাচ্ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর কমান্ডার ভয়াবহ বোমা বর্ষণের কারণে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি বোমা বর্ষণের পরই মুজাহিদগণকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করে খোঁজখবর নেয়ার জন্য বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

মুজাহিদগণ ধোঁয়ার কুন্ডলি লক্ষ্য করে সম্মুখে এগুচ্ছিলেন। কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করে তারা একটি স্থানে উপনীত হলেন। যেখানে ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখা যাচ্ছিল বটে কিন্তু সেখানে কোন আহত মুজাহিদ বা শহীদের সন্ধান

পাওয়া গেল না। মুজাহিদগণ আরো সামনে একটি খোলা ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ সকলের সম্মুখে অগ্রসরমান মুজাহিদ থেমে গেলেন। তিনি অত্যন্ত সতর্ক পদে অগ্রসর হতে লাগলেন। খোলা ময়দানে পৌঁছে মুজাহিদগণ নিরীক্ষণ করলেন, এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

ময়দানে আটজন মুজাহিদ রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছেন। কারো অঙ্গহানি ঘটেছে, তবে সকলের দেহ নিথর, নীরব। কারোরই কোন সাড়া-শব্দ নেই। মুজাহিদগণ এ আট সাথীকে তাদের পোশাক ও অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন দেখে চিনলেন। এরা সকলেই পুরাতন সাথী। তাকওয়া ও বাহাদুরীর অনন্য গুণে তারা সকলের নিকট সমাদৃত ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। আজকের বোমা বর্ষণে তারা শত্রুদের প্রতিহিংসার শিকার। মুজাহিদগণ অশ্রুসিক্ত নয়নে শহীদদের নিকট অগ্রসর হলেন। সকলের নিথর দেহ সুন্নাত অনুযায়ী সোজা করে রাখলেন। তাদের উজ্জল মুখমন্ডল পূর্বের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

এভাবে সাতজনকে একত্রিত করার পর তারা অষ্টম জনের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি সকলের থেকে একটু ব্যবধানে পড়েছিলেন। তার নিকটে পৌঁছে তারা অবলোকন করলেন এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সে ব্যক্তি আপন ঠোঁটটি চিবুচ্ছিলেন। এতে তার ঠোঁটের নীচের অংশ অনেকটা ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। হার্ট ও শিরা পরীক্ষার পর বুঝা গেল তিনি এখনো জীবিত, তবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। উক্ত মুজাহিদ এমনভাবে ঠোঁট চিবুচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন মজা করে কোন সুস্বাদু খাবার খাচ্ছেন। মুজাহিদগণ তাকে কাঁধে করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসছেন। চোখে-মুখে পানির ছিটা দিলেন। কিছুক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে আসলো। চোখ খুলে তিনি বিস্মিতভাবে আশেপাশের সকলকে দেখতে লাগলেন। মুজাহিদগণ তাকে বলল, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি বেঁচে আছেন তবে অন্য সাথীরা শহীদ হয়ে গেছে।

এরপর সকলেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি অজ্ঞান অবস্থায় এত সজোরে ঠোঁট চিবুচ্ছিলেন কেন? সে বলল, না আমি তো এমন করিনি। আমার ঠোঁট তো ঠিকই আছে। সকলেই যখন একই কথা বলছিল তখন তিনি নিজের ঠোঁটে হাত স্পর্শ করার পর তাদের কথা বিশ্বাস করেন। এর কিছুক্ষণ পর তার সম্বিত ফিরে এলে একে একে করে সব কথাই তার মনে পড়লো।

তিনি বললেন, আমরা আট সাথী অমুক স্থানে ব্যাংকারে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ বোমারু বিমানের অতর্কিত আক্রমণে সকল সাথী শহীদ হয়ে যায়। আমিও আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ইত্যবসরে দেখতে পেলাম, দু'টি সুদর্শন হুর আসলো। তাদের হাতে একটি বালতি ও পেয়ালা ছিল। তারা বালতি থেকে পেয়ালা ভরে আমার সাথীদের পানীয় পান করালেন।

তারপর একজন আমার নিকট এসে পেয়ালাটি আমার ঠোঁটে ধরলেন। পেয়ালার পানীয় আমার ঠোঁট স্পর্শ করছিল মাত্র ইত্যবসরে দ্বিতীয় জন বলল, ওকে দিও না, সে এখনো জীবিত। এ সুস্বাদু পানীয় পান করার হকদার সে এখনো হয়নি। একথা শুনার পর তাৎক্ষণিক পেয়ালাটি আমার ঠোঁট থেকে সরিয়ে নিল। কিন্তু সামান্য শরবত আমার নীচের ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। সে পানীয় এতটাই সুস্বাদু ও সুমিষ্ট শীতল ছিল যে, আমি নিজের অজান্তে আমার ঠোঁট চুষছিলাম। সে সুস্বাদু পানীয়ের শীতলতা ও অসাধারণ স্বাদে আমি সবকিছু ভুলে গেলাম। এমনকি আমার নিজের ঠোঁট নিজে কামড়াচ্ছিলাম। তাও টের পেলাম না।

ঘটনা-৩: হযরত মাযহার নানুতভী রহ. নামে জনৈক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও পরহেযগার ছিলেন। তিনি সব সময় জিহবা দ্বারা ঠোঁট চাটতেন। অবশ্য তার এ অভ্যাসটি সাধারণভাবে সকলের কাছেই অপছন্দনীয় ছিল। অহর্নিশ তাঁর খানকায় শত শত লোক থাকত। তাদের মধ্যে দুনিয়াদার বহু লোকও তার খানকায় যাতায়াত করত। হযরতের এ অভ্যাস সকলের কাছেই অপ্রিয় ছিল, কিন্তু তাঁর অসাধারণ জালালাতের কারণে কেউ এর মূল রহস্য উদঘাটনের কৌতুহল নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস পেত না।

প্রতিটি মজলিসে কোন সাহসী ব্যক্তি অবশ্যই উপস্থিত থাকে। এমন এক সাহসী ব্যক্তিই হযরতের নিকট সাহসে বুক বেঁধে অত্যন্ত আদব সহকারে বলল, আমি একটি রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে চাই, আশা করি ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে এটা কেবল আমার একার প্রশ্ন নয় বরং এটা সর্বস্তরের মানুষের অন্তরের বদ্ধমূল একটি রহস্যময় প্রশ্ন।

হযরত মাযহার নানুতভী রহ. তার কথা শুনে বললেন, তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার মনে সব কথা খুলে বলতে পার। এ অভয় বাণী পেয়ে সে অত্যন্ত আদবের সাথে বলল, আমরা বিশ্বাস করি, আপনার কোন কাজই রহস্যমুক্ত নয় হযরত। কিন্তু আপনি একটি আচরণ সবসময় করে বেড়াচ্ছেন যা

আমাদেরকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলছে, বীব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলছে। তাহলে আপনি সবসময় নিজের ঠোঁট জিহবা দ্বারা চাটতে থাকেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা মানুষের সামনে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি।

এতদুত্তরে অত্যন্ত ইতস্ততার সাথে হযরত বললেন, রহস্য বা কারণ তো একটা আছেই, সেটি উন্মোচেন করতে মন সায় দিচ্ছে না, তথাপিও জনসাধারণকে জান্নাতের দিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রকাশ করছি মনোযোগ সহকারে শোন,

"ঐতিহাসিক শামেলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, আমিও ইমামে রাব্বানী কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহদ গঙ্গুহী রহ. এর সাথে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সে যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে যারা শাহাদত বরণ করেছিলেন, তাদেরকে সুদূর আকাশ হতে জান্নাতী হুর অবতরণ করে শরবত পান করিয়ে ছিল। আমিও ওই সকল শহীদের সাথে গুরুতর আহত অবস্থায় অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। জান্নাতী হুরদের কার্যাবলী চুপিসারে অবলোকন করছিলাম। ইত্যবসরে সুদূর আকাশ হতে একটি হুর হাতে শরবতের পিয়ালা নিয়ে আমাকে পান করানোর জন্য আমার সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু তার পিছনে পিছনে আরেকজন হুর এসে প্রথম হুরকে বলল, একে শরবত পান করিও না। তাকে জান্নাতী শরবত পান করানোর সময় এখনো হয়নি। কেননা, তার দেহে এখনো দুনিয়ার জীবন অবশিষ্ট রয়েছে। তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদ ও বাকবিতণ্ডার ফাঁকে পিয়ালার শরবতের নীচের অংশ আমার ঠোঁট স্পর্শ করে, সাথে সাথে আমার সম্বিত ফিরে আসলে আমার ঠোঁটে এত স্বাদ অনুভব করি, যার দৃষ্টান্ত সমগ্র পৃথিবীর কোথাও নেই। আমি সে স্বাদ আজও ঠোঁটের মধ্যে অনুভব করছি, তাই আমি ঠোঁটের চুষণ থেকে অভাবনীয় স্বাদ গ্রহণ করছি। এটিই হল আমার ঠোঁট চুষার অন্তর্নিহিত রহস্য।

অভিন্ন পথের যাত্রী হে শহীদান

আবু হামজা ও আবু উছমান

প্রাণপ্রিয় আমার বন্ধুগণ! সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে এভাবেই চলে গেলে না ফেরার দেশে! তোমরা কত মহান ছিলে সে তো সবাই বুঝতে পারছে তোমাদের বিদায়ের পরে। শত্রুরাও তোমাদের প্রশংসার পঞ্চমুখ। বন্ধুদের হৃদয় তোমাদের শোকে বিহবল। তবে খুশির বিষয়, তোমরা আল্লাহর পথের শহীদান। আনন্দ ও বেদনার দোলাচলে আশায় সবাই বুকে বেঁধেছে, তোমাদের দেখা মিলবে নবী-সিদ্দিকীন, শহীদ-সালেহীনের নূরাণী মজমায়। আমীন।

বন্ধু আবু উছমান! তোমাকে যে সবাই হৃদয় উজাড় করে ভালবাসতো, দূর থেকে দেখলে কাছে টেনে নিত, এর কারণ তো তোমার (সেই সব অনন্য গুণ, যা এখন একেবারেই দুর্লভ) স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলতা। সুমহান আখলাক, পৌরষদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা, বিশেষত হালাল রিযিকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি। এসকল গুণই তোমাকে সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত করেছিল।

তোমার আরেকটি গুণ ছিল, যখন যেখানে থাকতে যে অবস্থায় থাকতে তোমার হাতে কোন না কোন কিতাব থাকত। বিশেষত উসূলে ফিকহের প্রতি তোমার আকর্ষণ ছিল অন্য রকম। ইলমের সাগরে ডুব দিয়ে তুলে আনতে হীরা-জহরত, মণিমুক্তা। খুঁটে খুঁটে জড়ো করতে দুর্লভ সব মানিক।

আমার খুব মনে পড়ছে, তুমি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলে এবং আবু ইসহাক সিরাজীর ভক্ত ছিলে। আর আবু ইসহাক তার উস্তাদ ফকীহ মুহাম্মাদ হাসানের সূত্রে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। শায়েখ মুহাম্মাদ হাসানই আবু ইসহাক সিরাজীকে উসূলে ফিকহের সনদ দিয়েছিলেন।

প্রিয় পাঠক! বন্ধুবর আবু উছমান প্রকৃতপক্ষেই একজন জ্ঞানপিপাসু ছিল, ডক্টরেট বা সার্টিফিকেটের প্রতি তার কোন বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ফলে সিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার ডক্টরেট থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের গভীরতা ও শাস্ত্রের বিদগ্ধতা অর্জনের লক্ষ্যে নদওয়াতুল উলামা থেকে পুনরায় ডক্টরেট করতে চাচ্ছিল। আমিও তাকে সাহস ও রসদ যোগাচ্ছিলাম, কারণ সেখানে আছেন সালাফে সালেহীনে শেষচিহ্ন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী

নদবী। সফরের জন্য সে পূর্ণ প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছিল, কিন্তু আখেরাতের সফর তাকে ঐ ইলমী সফর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। তবে তার সৌভাগ্য আল্লাহ তাকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, যা তার জন্য আসমানের সকল দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকেও শাহাদাত নছীব করেন এবং আবু উছমানের সাথে জান্নাতে একত্র করেন। আমীন।

পক্ষান্তরে বন্ধুবর আবু হামজা, দৈহিক দিক থেকে তার বয়স কম হলেও আত্মিকভাবে তিনি ছিলেন অনেক বড় হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল ইসলামাবাদে আমার বাড়ীতে। বাদামী বর্ণের ছিপছিপে গড়নের টগবগে যুবক। চোখের তারায় যেন প্রতিভার স্ফুরণ ঘটছে। সেদিন সে ঘরে ঢুকে চুপচাপ এক কোনায় গিয়ে বসেছিল। আমি আসার পর সে নিজেকে গোলামের মত আমার সামনে পেশ করল, ঐ সময় আমি যুগোস্লোভাকিয়ার উপর পড়াশোনা করছিলাম। পরবর্তীতে জিহাদের ডাকে, শাহাদাতের তামান্নায় সব ছেড়ে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিলাম। তারপর 'বদর' অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম। আবু হামজাও সেখানে থাকত। তো যতবার তার সাথে সেনা ছাউনীতে দেখা হত তাকে খুব উদ্যমী-প্রাণচঞ্চল কর্মমুখর মনে হত। আরব হয়েও সে আফগান মুজাহিদদের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে থাকত। তাদের খেদমতে নিজেকে উজাড় করে দিত। যখনই আমি ওদের ছাউনীতে যেতাম, দেখতাম সবার আগে সে উঠে গিয়ে চা-নাশতা হাযির করত। খাবারের সময় সেই বাসনপত্র ধুয়ে পরিবেশন করত। এবং দূরে বসে সবার খাওয়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করত। খাওয়া শেষে সব গুছিয়ে পরিষ্কার করে আনত। এবং প্রতিটি মুহূর্তে তাদের থেকে বিভিন্নভাবে ইস্তেফাদা করত। একবার আমি তার সাথী-সঙ্গীদের কাছে তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম। সবাই তার ভূয়সী প্রশংসা করল, কেউ নেতিবাচক কিছু বলল না। তাদের সবার সম্মিলিত বক্তব্য আবু হামজাই একমাত্র আরব যুবক যে সমস্ত আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে আফগানদের কৃচ্ছতাপূর্ণ, কষ্টসহিষ্ণু জীবনের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। মুজাহিদদের খেদমতে নিজেকে সে এমনভাবে উজাড় করে দিয়েছিল যে, অন্যরা তাকে লজ্জা করত।

একদিন তাকে তেলাওয়াত করতে শুনে কাছে গিয়ে বসলাম। দীর্ঘক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তার তেলাওয়াত শুনলাম। আমার জানা ছিল না সে হাফেজে কোরআন। তাই মনে মনে খুব তামান্না করলাম ছেলেটা যদি হিফ্‌জ করত! তেলাওয়াত

শেষে তাকে বললাম, তুমি যদি একটু একটু করে মুখস্থ শুরু করতে! তখন সে বলল, আমি রামাল্লাহর প্রসিদ্ধ শায়েখ মুহাম্মাদ কাসেম-এর কাছে তাজবীদ এবং হিফ্‌জ পড়েছি। শুনে আমি যারপরনাই খুশি হলাম।

হঠাৎ একদিন খবর এল আবু হামজাও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে হাজিরা দিয়েছে আল্লাহর দরবারে। এভাবেই ধ্রুবতারার মত জ্বলে উঠে হঠাৎ নিভে গেল তার জীবন। তাকে হারিয়ে আমরা আসলে একজন নিঃস্বার্থ বন্ধু, প্রাণপ্রিয় ভাই ও আল্লাহর রাস্তার খাঁটি মুজাহিদকে হারিয়েছি। তার মত মহান ব্যক্তিত্ব এই বিশ্বজগতে খুব কমই পেয়েছি।

আসলে শাহাদাত এমনই মহিমান্বিত সুমহান মর্যাদা- যা কেউ চাইলেও অর্জন করতে পারে না। এটা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ দান ও দয়া, যা তিনি শুধু যোগ্য ব্যক্তিকেই দান করে থাকেন। বলা যায় এটা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী নির্বাচন। মানবজাতির শ্রেষ্ঠাংশকে বাছাই করা হয় আসমানবাসী ফিরেশতাদের সঙ্গে সহাবস্থানের জন্য। যেমন কোরআন ইরশাদ হয়েছে- ويتخذ منكم شهداء 'আর তিনি গ্রহণ করেন তোমাদের মধ্য থেকে কিছু (নির্বাচিত) শহীদ।'

বলা যায়, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্লভ সৌভাগ্যবানদের জন্য সুনির্বাচন ও মনোনয়ন। যাতে এই শহীদরা জান্নাতে আল্লাহর সবচে' প্রিয় বান্দা নবীদের সোহবতে থাকতে পারে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.

অর্থঃ 'আর যারা আনুগত্য করে আল্লাহর এবং রাসুলের, তারা (জান্নাতে) ঐ লোকদের সঙ্গে থাকবে যাদেরকে আল্লাহ রিয়া ও সন্তুষ্টির নেয়ামত দান করেছেন- অর্থাৎ নবীগণ সিদ্দীকীন, শহীদান ও সালেহীনদের সঙ্গে (থাকবে)। আর চিরসঙ্গী তারা কত উত্তম!' [সুরা নিসা, আয়াত- ৬৯]

আবু উছমান ও আবু হামজা তারা দু'জনই বীরবিক্রমে মাথা উঁচু করে সৌভাগ্যের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে। কারণ তারা জমীনে শহীদী মৃত্যু লাভ করেছে এবং আসমানে সন্তুষ্টির সনদ লাভ করেছে। কবির ভাষায়-

আয় রব! তাদেরকে তুমি একান্ত করে কামিয়াব করেছো,

তুমি তো মহান, তবে আমাকে কীভাবে মাহরুম করেছো!

চোখের পলকে তোমরা চলে গেলে বহু দূরে,

রেখে গেলে একরাশ বেদনা।

তবু আমরা খুশি, এ কথা ভেবে যে-

মহান আল্লাহর সাক্ষাতে তোমরা হয়েছো ধন্য।

এমন পরিস্থিতিতে ঐ কবিতাই শুধু আবৃত্তি করতে পারি আপন ভাইয়ের কবরে দাঁড়িয়ে।

হযরত আয়েশা রা. যা বলেছিলেন-

দীর্ঘ যুগ আমরা এমন অভিন্ন সত্তা ছিলাম যে,

লোকে বলত এদের বুঝি কেউ আলাদা করতে পারবে না।

কিন্তু মৃত্যুর থাবায় যখন আলাদা হতেই হল,

তখন মনে হচ্ছে একমুহূর্তও আমরা এক সঙ্গে ছিলাম না।

সবশেষে হে আল্লাহ! আপনার দরবারে আরয, যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন, সৌভাগ্যের জীবন দান করুন। যখন মৃত্যু দিবেন শহীদী মৃত্যু নছীব করেন। আর হাশরের মাঠে উম্মতে মুহাম্মাদীর নাজাতপ্রাপ্ত কাতারে শামিল করেন। তারপর আবু উছমান ও আবু হামজার সঙ্গে সাক্ষাৎ দান করেন।

আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

দুই শহীদানকে অভিনন্দন

শহীদ আবু হামজা ও আবু উছমানকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও হৃদয়-নিংড়ানো সমবেদনা। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে নয় প্রদেশের মুজাহিদ কমাণ্ডার, তোমাদের ভাই মুহাম্মাদ ইসমাঈলের পক্ষ থেকে সকল মুজাহিদ ও তাদের বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে-

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

আল্লাহ বলেছেন-

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ.

অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, তাদের রবের পক্ষে হতে তাদেরকে বিশেষ রিযিক দান করা হয়। [সুরা বাকারা, আয়াত- ১৫৪]

হেরাথ প্রদেশের সশস্ত্র সকল বাহিনির প্রত্যেক সদস্য আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানকারী প্রতেক্যের জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের দুআ করছে এবং তাদের আন্তরিক মোকাবরকবাদ জানাচ্ছে। আর এই শহীদদের শীর্ষে রয়েছেন- মহান বীরপুরুষ ও বীরযোদ্ধা আবু হামজা ও আবু উছমান। তারা দু'জন মূলত হেরাথে এসেছিলেন তাদের সহপাঠি মুজাহিদ ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতের পরম সৌভাগ্য দান করেছেন। তাদের মত মহান পুরুষের ভীষণ প্রয়োজন ছিল মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু আল্লাহর ফায়ছালাই শিরোধার্য। তো আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাদের শহীদ আত্মার জন্য এবং তাদের সকল আত্মীয় ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য উষ্ণ সংবর্ধনা। আল্লাহ সকলকে ছবরে জামীল নছীব করুন এবং তারা দু'জনসহ সকল শহীদকে আল্লাহ নিজের শান মত আজর ও জাযা দান করুন। আমীন।

কমাণ্ডার

মুহাম্মাদ ইসমাইল

বিদায় বন্ধু ইয়াহইয়া

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ.

কালামুল্লাহর এই শব্দগুলোই ছিল তোমার জীবনের শেষ দিনগুলোর অবলম্বন। তোমার পকেট থেকে পাওয়া একটি চিরকুট একথাই বলে দিচ্ছে। আর তোমার সঙ্গী মুজাহিদ মুহাম্মাদ আমীন, যার বুকে মাথা রেখেই তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছো, সে বলেছে, তুমি নাকি এই আয়াতটি শাহাদাতের আগের দিন রাতে লিখেছ, যেটি ছিল তোমার জীবনের শেষ রাত।

তোমার সফরসঙ্গীদের কাছ সব শুনে আমার মনে হচ্ছে, তোমার মনে সবসময় ঘুরে ফিরে শুধু একটা কথাই আসতে যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবো। তাই তো তুমি সফরসঙ্গীদেরকে বলতে, আমার রক্তের শেষ ফোঁটা এবং আমার শক্তি-সামর্থের শেষ বিন্দুটুকুও বিলিয়ে দেয় আল্লাহর রাস্তায়। আমার জীবন বিসর্জন দেব বন্দুকের গুলি ও ট্যাংক-কামানের গোলার বিকট শব্দের মাঝে, যে শব্দে জেগে উঠবে গাফলতের ঘোরে হারিয়ে যাওয়া মুসলিম উম্মাহর। জালিমের জুলুম-অত্যাচার ও যাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না; যাদের ঘুম তখনই ভাঙ্গে যখন গলায় ছুরি ধরা হয় কিংবা মাথায় বন্দুকের নাল ঠোকানো হয়। তারপর তাদেরকে গ্রাস করে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার মৃত্যু।

বন্ধু ইয়াহইয়া! এমনও তো হয়েছে, তুমি বলেছ, খুব শীঘ্রই আমি শাহাদাত লাভ করব। তখন অন্যরা বলেছে, নিজেকে এত বড় মনে করো কেন? তখন তুমি বলেছ, আল্লাহর পানাহ! বড়ত্ব প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে থেকে এমন কিছুই আমি শুনতে পাই। আরাফার বরকতময় রাতে রুশ সৈন্যরা যখন তোমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল, পরিস্থিতির বিভীষিকায় সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল, তখন তুমি সমস্ত ভয়-ভীতি দূরে ঠেলে অন্যাদের সঙ্গে সেহরী করতে গেলে। কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে- আরাফার দিন রোযা রাখলে আল্লাহ্ দুই বছরের গোনাহ্ মাফ করে দেন। আর যদি আরাফার ময়দান হয় অগ্নিঝরা মরুভূমি, যেখানে আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ঝরে। সেই আরাফার রোযার ছাওয়াব তো হবে বে-হিসাব।

তদুপরি আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় রোযা রাখলে আল্লাহ সেই রোযাদার ও জাহান্নামের মাঝখানে সত্তর খন্দকের (কোটি কোটি মাইলের) দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। এসব ফযীলত স্মরণ করে যখন তুমি অন্যদের সঙ্গে সেহরী করতে উঠলে, তখন তুমি দস্তরখানে না গিয়ে গোসলখানার দিকে এগিয়ে গেলে। সবাই চিৎকার করে ডাকতে লাগল ইয়াহইয়া, সেহরীর সময় প্রায় শেষ, আগে সেহরী খেয়ে নাও। তখন তুমি বললেন, আগে আমার গোসল প্রয়োজন, তবে অবশ্যই সেটা ফরজ গোসল নয়; বরং জান্নাতের হুরদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য আনন্দের গোসল। কারণ স্বপ্নে আমি জান্নাত থেকে নেমে আসা ডাগর ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট পরম সুন্দরী অপ্সরা সোহাগিনী হুরদেরকে দেখেছি। তারা দুনিয়ার সাধারণ কোনো নারী হতেই পারে না। কিন্তু আফসোস! যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, তোমার শাহাদাত লাভ হল না। সঙ্গীরা মশকারা করে বলতে লাগল, কোথায় গেল তোমার হুর-পরীরা?

এরপর তুমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিন আরব শহীদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললে, খুব শীঘ্রই আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে হাযির হল সেই ৭ই মুহাররম, যেদিনের প্রতীক্ষায় তুমি ছিলে দীর্ঘদিন এবং লাভ করলে তোমার চিরদিনের লালিত স্বপ্ন। আমৃত্যু কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত। একদল শিয়া মিলিশিয়ার ব্রাশ ফায়ারে তোমার পবিত্র দেহ ঝাঁজড়া হয়ে যায় এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। আস্তে আস্তে তুমি লুটিয়ে পড়লে মাটিতে। তুমি লুটালে মাটিতে, তোমার রক্ত পৌঁছে গেল আসমানে। শহীদী রক্তের জান্নাতী সৌরভে আকাশ-বাতাস সুরভিত হল। তোমার জানাযায় শরীক প্রত্যেকেই সেই সৌরভে ধন্য হয়েছে। একবাক্যে সবাই স্বীকার করেছে, এমন জান্নাতী সৌরভ জীবনে আর কোনদিন কেউ লাভ করেনি। কেউ কেউ তো বলেছেন- তোমার জানাযা বহনকারী গাড়ী থেকে পাঁচশ মিটার দূরে থেকেও তারা সেই জান্নাতী খুশবু পেয়েছে। তাই সবার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি এখন জান্নাতের পাখী হয়ে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছো এবং উড়ে উড়ে ফলফলাদি খাচ্ছো। ডক্টর আহমাদ তোমার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, বহু শহীদের জানাযা আমি দেখেছি, কিন্তু তার মত সুবাস আর কোন জানাযাতেই আমি পাইনি। ডাক্তার আবু মুহাম্মাদ বলেছেন- হাসপাতালের হীমাগারে থেকে তার দেহ বের করার তিন দিন পর আমি সেখানে প্রবেশ করেছিলাম। তখনো আমি সেই জান্নাতী খুশবু পেয়েছিলাম।

আবু হামজার বক্তব্য- তাঁর জানাযা থেকে ঘরে ফেরার পর আমার স্ত্রী বলল, তোমার কাপড়-চোপড় থেকে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে। অথচ তখন আমি কোন আতরও ব্যবহার করিনি।

বন্ধু ইয়াহইয়া! আফগানিস্তানের ওয়ারদাক অঞ্চল তোমার খুব প্রিয় ছিল। এজন্যই তুমি ওয়ারদাকের প্রতিটি এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখতে। সবার খোঁজ-খবর রাখতে। বিশেষত মুজাহিদদের প্রতিটি ঘাঁটিতে নিয়মিত যাতায়াত করতে। তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করতে। পর্যাপ্ত অন্ন-বস্ত্র ও অস্ত্রের যোগান সরবরাহ করতে। ওয়ারদাক অঞ্চলের প্রতি তোমার এই সীমাহীন আকর্ষণের কারণে তোমার নামের সাথে ওয়ারদাকী লকব পর্যন্ত যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি হে ইয়াহইয়া, নিমিষেই মিলিয়ে গেলে। সবাইকে নির্বাক করে হঠাৎ পাড়ি জমালে পরপারে। আফসোস! মাত্র বিশ বছর বয়সেই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলে। জীবনের যৌবনটাকেই দেখার সুযোগ হলো না। তবে খুশির বিষয় এই যে, তুমি চলে গেলেও রেখে গেছো প্রশংসা ও সু-আলোচনা। আশা করি আল্লাহও তার ফিরিশতাদের মাহফিলে তোমার জান্নাতী ইস্তেকবালের ইন্তেযাম করেছেন।

দুআ করি- আল্লাহ আমাদেরকেও সৌভাগ্যের জীবন দান করুন। শাহাদাতের মৃত্যু দান করুন এবং নবী ছিদ্দীকিনের সঙ্গে হাশর করুন। আর আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাকে উত্তম জাযা ও আজর দান করুন। সেই সঙ্গে তাঁর মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে ছবরে জামিল নছীব করুন। আর তোমাকে যেন আমাদের সকলের পক্ষে সুপারিশকারী বানিয়ে দেন।

সবশেষে সেই আয়াতটিই তিলাওয়াত করব, যা ছিল তোমার জীবনে শেষ অবলম্বন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

অর্থঃ 'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট থেকে বিশেষ রিযিকপ্রাপ্ত।' [সুরা আল ইমরান, আয়াত- ১৬৯]

শহীদ ইয়াহইয়ার সর্বশেষ পত্র

একজন মুমিন মুজাহিদ নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে সদা সজাগ থাকে। ফলে তার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় সুচিন্তিত ও সুদৃঢ়। সে সামনে অগ্রসর হয় বীরদর্পে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও দোদুল্যতা কখনোই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। পাহাড়সম বিপদও তাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না। তার চলার পথ হোক কন্টকাকীর্ণ কিংবা কুসুমাস্তীর্ণ, চলার গতিতে কোন পরিবর্তন আসে না। কারণ তার বুকে রয়েছে "ফি সাবীলিল্লাহর' অসীম শক্তি।

উপরের এই কথাগুলোর জ্বলন্ত প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত শহীদ ইয়াহইয়ার জীবনের শেষ পত্রটি-

এখানে আফগানিস্তানের গিরি-গুহায় আমি খুব ভাল আছি। অনাবিল সুখ ও পরম সৌভাগ্যের আনন্দঘন মুহূর্তগুলো এখানে আমি যাপন করছি। যদিও সারাক্ষণ মাথার উপরে শত্রু বিমান উড়তে থাকে, ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বৃষ্টির মত গোলাবর্ষণ অবিরাম চলতে থাকে। ট্যাংক-কামানের গোলার বিকট শব্দে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। যদিও মৃত্যুর ফেরেশতারা জান্নাতী কাফনসহ প্রতি মুহূর্তে আমাদের ইস্তেকবালে উদগ্রীব থাকে। তবুও আমি বুকে হাত রেখে বলতে পারি, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো আমি এখানেই উপভোগ করছি।

তীব্র শীত ও কুয়াশায় চোখের সামনে যখন মৃত্যুর পর্দা নেমে আসে, প্রচণ্ড ক্ষুধা-পিপাসায় প্রাণ যখন ঠোঁটের আগায় চলে আসে তখন.... তখনও আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করি। কারণ আমি আছি আল্লাহর রাস্তায়, জিহাদের ময়দানে। যে জিহাদকে আমি মনে করি মুসলিম উম্মাহর হারানো গর্ব ও গৌরব ফিরিয়ে আনার এবং আল্লাহর নিশ্চিত সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ।

মর্যাদার মহাসড়ক

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যিনি সকল কঠিনকে সহজ করেন। তিনি চাইলেই সকল মুশকিল আসান করেন।

হামদ ও ছালাতের পর-

সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহর তাকদীর এই ফায়ছালা করে রেখেছে যে, যখনই কোন জাতি ও সম্প্রদায় মাথা সোজা করে দাঁড়াতে চাইবে, যখনই মর্যাদার

উচ্চ শিখরে নিজেদেরকে অধিষ্ঠিত করতে চাইবে; অস্তিত্বের মহাসংকট উৎড়ে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার রাজপথে উঠে আসতে চাইবে তখনই তাদের কলিজার টুকরোগুলোকে উৎসর্গ করতে হবে। জাতি ও গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ সদস্যগুলোকে আত্মবিসর্জন দিতে হবে। তবে কুদরতের লীলা এই যে, আত্মোৎসর্গকারী এই সদস্যদের প্রকৃত মূল্য ও কদর সমাজের দৃষ্টিকে সবসময়ই এড়িয়ে যায়। তাদের আহামরি কোন সামাজিক পরিচিতি থাকে না। অথচ তাদের কারণেই পুরো সমাজ ও গোষ্ঠী নিরাপদ থাকে। তাদের কারণেই সমগ্র জাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক ও সাহায্য লাভ করতে থাকে। কিন্তু কেউই বুঝে উঠতে পারে না।

অথচ এরাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী। কারণ এরাই আল্লাহর কাছে পৌছার সহজ ও সংক্ষিপ্ত রাস্তা খুঁজে পেয়েছে। যদিও অন্যরা এদের হালচাল দেখে করুণা করে এবং এদের চিন্তা চেতনাকে ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত মনে করে। এমনকি কেউ কেউ বিদ্রূপও করে।

সমাজের এই নগণ্য সদস্যরাই আসলে সবার মাথার মুকুট। যদিও সমাজপতিরা তাদেরকে হেয় করে। অভিজাতরা তাদের থেকে দূরে থাকে।

এরা হচ্ছে হৃদয়-রাজ্যের রাজা। কোমল আখলাক ও উন্নত আচরণ দ্বারা সবার হৃদয় জয় করে নেয়। যেখানে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা সৈন্য সামন্ত দিয়ে স্যালুট আদায় করে। ঠিক যেমন বাদশা হারুনুর রশীদের মা হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর দরসের হালকায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে দোজানু হয়ে বসতে দেখে বলেছিলেন- এঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত বাদশা। হারুন তো অস্ত্র-সৈন্যের রাজা এই মুজাহিদদের সনদ স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারকই দিয়েছেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল- প্রকৃত বাদশা কারা? তিনি বললেন- আল্লাহর যাহেদ বান্দারা, যারা সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় পড়ে থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হল, নিকৃষ্ট লোক কারা? তিনি বললেন, যারা নিজেদের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্যদের দুনিয়া মেরামত করতে চায়, তারাই হচ্ছে নিকৃষ্ট ইনসান।

মুজাহিদরাই হচ্ছেন জাতীয় ইতিহাস রচনার মহানায়ক। কারণ ব্যক্তির ইতিহাস কলমের কালিতে লেখা গেলেও জাতির ইতিহাস রচনা করতে হয় বুকের তাজা রক্ত দিয়ে, যা শুধু মুজাহিদরাই পারে, মুজাহিদরাই করে।

মুজাহিদরাই ইসলামের বৃক্ষকে বিলুপ্ত ও বিশুষ্ক হওয়া থেকে সর্বদা রক্ষা করে আসছে। কারণ সবুজ বৃক্ষের সিঞ্চন পানি দিয়ে হলেও ইসলাম বৃক্ষের সঞ্জীবনী কিন্তু মুমিনের বুকের তাজা খুন।

এই মুজাহিদরা দুনিয়া-আখেরাতে সমান প্রশংসা ও সৌভাগ্যের হকদার। তাদের দেখলে আল্লাহ ও রাসুলের কথা স্মরণ হয়। তাদের আলোচনায় কলিজা ঠাণ্ডা হয়। সর্বোপরি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে এমন জান্নাত যার প্রশস্ততা সাত আসমান ও যমীনের সমান। তাদের সান্নিধ্যে আসার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে জান্নাতের হুর-গেলমানরা।

এরা তো ঐ সকল মুজাহিদীন, নবী ও ছিদ্দীকিনের পরেই যাদের মর্তবা ও মর্যাদা; বরং আল্লাহর নবী, 'আল্লাহর পরেই যার স্থান' স্বয়ং তিনিই বারবার শাহাদাত কামনা করে বলছেন- আমার মন চায়, আমি যদি শহীদ হতাম, অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবন দান করা হত, আমি আবার শহীদ হতাম। আমাকে পুনর্জীবিত করা হত। আবার আমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে শহীদ হতাম।

অন্য হাদীসে আছে- আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) এক সকাল, এক বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।[১]

বোখারীর অন্য হাদীসে আছে- সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মাথার চুল এলোমেলো, পা'দুটো ধুলোমলিন। সমাজে সে এতটাই অবহেলিত যে, কারো দরজায় অনুমতি চাইলে প্রত্যাখ্যাত হয়। কোন সুপারিশ করলে অগ্রাহ্য হয়। সিপাহসালার তাকে পাহারায় রাখলে নিঃসংঙ্কোচে পাহারা খাটে। অভিযানে সবার পিছনে রাখলে খুশি মনে রাজি থাকে। কোন প্রকার আপত্তি করে না।

অন্য হাদীসে আল্লাহর নবী এই ব্যক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হল- যে মেষপাল নিয়ে সবার থেকে আলাদা হয়ে (পাহাড়ের চূড়ায়) যাবে এবং যাকাত ছদকাসহ আল্লাহর যাবতীয় হক আদায় করবে। আর সবচে' নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে- যে নিজে আল্লাহর নামে

---

[১] হাদীসটি যদিও প্রচার ও প্রসিদ্ধি পেয়েছে তাবলীগী ভাইদের কল্যাণে, কিন্তু হাদিসটির প্রকৃত ক্ষেত্র হল জিহাদ। একইভাবে কোরআন-হাদীসে বর্ণিত সমস্ত سبيل الله তথা আল্লাহর রাস্তা দ্বারা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জিহাদ।

দোহাই দিয়ে (আল্লাহর নাম ব্যবহার করে) মানুষের কাছে চায়। কিন্তু অন্য কেউ তার কাছে আল্লাহর নামে চাইলে কিছুই দেয় না। মুজাহিদরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে নিজেরা বাঁচার জন্য এবং পুরো জাতিকে বাঁচানোর জন্য। তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অন্যদেরকে জীবনের স্বাদ ভোগ করানোর জন্য। কারণ তাদের সামনে আল্লাহর রাসুলের এই বাণী সদা জাগরুক থাকে- "আমাদের মধ্যে যে নিহত হবে সে সরাসরি জান্নাতে পৌছে যাবে।"

সুতরাং হে আল্লাহর শত্রু কাফেরের দল! জীবন তোমাদের কাছে যতটা প্রিয়, মৃত্যু আমাদের কাছে তার চেয়ে অধিক প্রিয়। মুজাহিদরা তো আল্লাহর এমন বান্দা, যারা মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় না, বরং মৃত্যুর গন্ধ পেলে সেখানে ছুটে যায় মৃত্যুর সন্ধানে।

যখনই তারা কোন আর্তনাদ শুনতে পায়, যেখান থেকেই কোন ফরিয়াদ ভেসে আসে সেখানেই তারা ছুটে যায়; বরং তারা উড়ে যায় এবং মজলুমের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়; প্রয়োজনে জীবনটাই দিয়ে দেয়। আমাদের আলোচিত মুজাহিদগণও এসকল অনন্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা নিজ নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়, জাতি ও গোষ্ঠীর প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা কলমের কালিতে ইতহাসের বই না লিখে বুকের লাল রক্ত ঢেলে নিজেদের গর্ব ও গৌরবের ইতিহাস রচনা করেছেন। তারপর মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত- আমরা শব্দ ও মর্মের পার্থক্য বুঝি না। কাজ ও কার্যকারণকে গুলিয়ে ফেলি। দেহ ও আত্মার পার্থক্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে জানি না। ফলে বড়দের কর্ম ও কীর্তির ন্যূনতম মূল্যায়ন করতে পারি না। আমাদের দৃষ্টিতে কৃষকের চাষাবাদ আর বিজ্ঞানীর আবিষ্কার প্রায় একই রকম মনে হয়।

মুজাহিদদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ওঠা-বসা ও নিবিড়ভাবে তাদের সম্পর্কে চলাফেরা করে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ তাদেরকে বিশেষভাবে কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে তুলে ধরা হল-

১. গীবত থেকে নিজের যবানকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা।
২. ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অখণ্ড ভালোবাসা পোষণ করা।

৩. নীরবে-নিভৃতে কাজ করা; শুহরত-শোরগোল এড়িয়ে চলা।
৪. আমীরের নিরঙ্কুশ আনুগত্য করা।
৫. নির্দেশ ও নির্দেশনা পালনে 'কেনো-কিন্তু' পরিহার করা।
৬. উলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয়দের প্রতি সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা, ছোট-বড় সকলের প্রতি যথাযথ শিষ্টাচার লজ্জাশীলতা রক্ষা করা।
৭. অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে হলেও বাহিনীর সঙ্গে ঘাঁটিতে স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থান করা; শুধু স্বস্তি ও শান্তির খোঁজে ঘাঁটি না ছাড়া।
৮. সাধারণ মুসলমানদের সু-আলোচনায় পঞ্চমুখ থাকা এবং নিজের জীবন-যৌবন কোরবান করাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করা। অন্যের প্রতি ইহসান করার মানসিকতা একেবারেই না থাকা।

আহ! কত সৌভাগ্যবান তারা! সত্যিকার অর্থেই তারা নিজেদের হাকীকত বুঝেছে এবং আল্লাহর পরিচয় হাছিল করতে পেরেছে।

আমাদের আলোচিত তিন শহীদের কথা একটু বলা যাক।

আবু হামজা, নীরবে কাজ করতে সে পছন্দ করত। ছোট-বড়, বিশিষ্ট-সাধারণ সবার প্রতি তার ছিল সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আরব থেকে এসে আফগানদেরকে সে একেবারে আপন করে নিয়েছিল। আফগানরাও তাকে নিজেদের করে নিয়েছিল। সবশেষে আল্লাহও তাকে কাছে ডেকে নিলেন।

আবু উছমান, তার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো- অখণ্ড আনুগত্য। সফরের আগে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল- যাবো না থাকবো? আমি বললাম, যাও। ব্যস, আর কোন কথা নেই, কোন প্রশ্ন নেই। সোজা রওয়ানা হয়ে গেল জিহাদের সফরে এবং শেষ পর্যন্ত আখেরাতের সফরে; সবাইকে চিরবিদায় জানিয়ে।

পক্ষান্তরে ইয়াহইয়া, সে ছিল সদা হাস্যোজ্জ্বল কর্মঠ একজন যুবক। যখন যে দায়িত্ব আসত, সেটা যত কষ্টসাধ্যই হোক হাসিমুখে আঞ্জাম দিত। হৃদয়টা ছিল আয়নার মত স্বচ্ছ। ভদ্রতার সঙ্গে রসিকতা করা ছিল তার অনন্য এক গুণ। তাকেও আল্লাহ নিয়ে গেলেন। আল্লাহ তাদেরসহ সকল শহীদদের জান্নাতের উচ্চ মাকাম নছীব করুন। আমীন।

শহীদ আব্দুল ওয়াহহাব

বিত্তশালী অভিজাত পরিবারের সন্তান আব্দুল ওয়াহহাব। সোনার চামচ মুখে করে তার জন্ম। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মাঝেই তার প্রতিপালন। পরিণত বয়সে নিজেও পেয়েছিল ঈর্ষণীয় এক পদ। সামাজিক ঐতিহ্য ও আভিজাত্যে তার পরিবার ছিল শীর্ষস্থানীয়। শৌর্য-বীর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনখানেই তার কোন অভাব ছিল না। পারিবারিক আভিজাত্য থেকেই সে পেয়েছিল কোমল স্বভাব ও উন্নত চরিত্র। মাঝেমধ্যে আমি হয়রান হয়ে ভাবতাম, এমন মহান আখলাক শিখলো কোত্থেকে? এমন পরিবেশে বেড়ে উঠে জিহাদের পথেই বা আসলো কীভাবে? অর্থ-প্রাচুর্যের যে অনিবার্য উপসর্গ- অহং, অহমিকা অমান্যতা ও অবাধ্যতা, কোনটাই দেখি ওর মধ্যে নেই। এক বছর আগে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন সে বলেছিল, যেদিন আমি জেনেছি, জিহাদ ফরযে আইন সেদিনই আমি বেরিয়ে পড়েছি আল্লাহর রাস্তায়। আমি জানতাম পরিবারের কেউ আমাকে সমর্থন করবে না। তাই কারো পরোয়া না করে বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। কারণ, একটু নির্জন হলেই আমার কানে ভেসে আসে মজলুমের ফরিয়াদ। দৃষ্টি বন্ধ করলেই অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পাই আমার মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হচ্ছে। তাদের আর্তচিৎকারে যমীন প্রকম্পিত হচ্ছে। অথচ কোন মানবহৃদয় একটু সদয় হয় না। কারো শ্রবণশক্তি উৎকর্ণ হওয়ার অবকাশ পায় না। কিন্তু আমি যে শুনতে পাই বহু দূর থেকে। আমি যে দেখতে পাই পর্দার ওপার থেকে। তাই আমি কীভাবে বসে থাকতে পারি। দেখে-শুনেও না বোঝার ভান করতে পারি। কবি বড় সুন্দর বলেছেন-

নীরবতা ভেঙ্গে সে যদি একবার মুখ খুলত

দেখতে শব্দ নয় আগুনের গোলা আর রক্তের ফোয়ারা ছুটত।

যারা তার নীরবতাকে নির্বাকতা মনে করে তাদেরকে বলে দাও

যারা দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে তারা কথা একটু কমই বলে।

শহীদ আব্দুল ওয়াহ্হাবের ওছিয়ত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, দুরুদ ও সালাম তার নবীর উপর, সালাম তার নির্বাচিত বান্দাদের উদ্দেশ্যে।

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ। এটা পরিবার ও আপনজনদের উদ্দেশ্যে লেখা আমার ওছিয়ত।

আমি শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে থাকা অর্থকড়ি ও পোশাক-পরিচ্ছদ মুজাহিদ ও মুহাজিরদের কল্যাণে গঠিত সংস্থা "আল আমানাত"-এ জমা করা হবে।

আমার মা এবং ভাই-বোনদের উদ্দেশ্যে বলছি- আমি আফগানিস্তানের জিহাদে শরীক হয়েছি, একথা আমার কাছে দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার উপর জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে গেছে। আবেগের বশবর্তী হয়ে হুট করেই আমি এখানে চলে আসিনি। সুতরাং তোমাদের এই ভেবে পেরেশান হওয়ার দরকার নেই যে, আমি বিভ্রান্ত হয়ে এপথে এসেছি।

আমার মেয়েকে বলছি- মামণি আমার! তুমি ভাল করেই জানো যে, অঢেল সম্পদ, অনেক স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থাকা সত্ত্বেও আমি সবসময় একাকী থাকতাম। কারণ জীবনের শুরু থেকেই আমি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও বিশেষ কিছু চিন্তা অনুভূতি হৃদয়ের গভীরে সযত্নে লালন করে আসছি। বহু ঝড়-ঝাপটা গেছে আমার উপর দিয়ে, কিন্তু এই চেতনাগুলোকে আমি ত্যাগ করিনি। একারণে মানুষ আমার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে দুর্ব্যবহার করেছে, এমনকি অমানবিক আচরণও করেছে, শুধু এবং শুধু আমার এই চিন্তা ও চেতনাগুলোর কারণে। মা আমার! আমার সেই চিন্তাগুলোর অন্যতম হচ্ছে- ইসলাম শুধু ছালাত-ছিয়াম আর তেলাওয়াতের নাম নয়; বরং ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার জন্য ছিয়াম-ছালাত কায়েম যেমন জরুরী; রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি হাতে তরবারী ধরাও অপরিহার্য। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে অস্ত্র ত্যাগ করার পশ্চিমা যে চক্রান্ত, তাতে আর কখনো ফেঁসে যাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

তদুপরি আমি শয়তানের দোসর কাফির-মুশরিক ও ইহুদি খৃস্টানদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করি। এতদিন ওদের বিরুদ্ধে যবান ও কলম দ্বারা এবং হৃদয় ও হৃদয়বৃত্তি দ্বারা লড়াই করেছি। কিন্তু এখন সময় হয়েছে ওদের উপর চূড়ান্ত হামলা করার।

মা আমার! তুমি মন খারাপ করো না। তোমার বাবার সৌভাগ্য, একইসঙ্গে সে কবি-সাহিত্যিক, লেখক-কলামিষ্ট এবং বীরবিক্রম মুজাহিদ।

সত্যিই আমি বড় সৌভাগ্যবান। কারণ আমার জীবনটা সুখময়, আমার মৃত্যু শহীদি মৃত্যু।

মা আমার! তুমি চেষ্টা করো খাঁটি মুমিন হিসাবে জীবন যাপন করার। আর তোমার পক্ষে সম্ভব ছোট-বড় সকল উপায়ে জিহাদ ফী সাবীল্লিাহ অব্যাহত রাখতে। নির্জনে গভীরভাবে চিন্তা করবে, আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কী উদ্দেশ্যে? সেটা বাস্তবায়নের চেষ্টা করো, আর সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় কোরআনকে আঁকড়ে থাকবে।

বিদায় মা আমার! শীঘ্রই দেখা হবে জান্নাতে, মহান আল্লাহর দরবারে।

সারা বিশ্বের সকল মুসলিম ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি- সাধারণত সবাই জীবনকে অবলম্বন করে মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। কিন্তু আমি মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছি অনন্ত জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ হিসেবে। ফলে সবাই জীবনকে ধারণ করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। আর আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি জীবনের পথে ধাবিত হওয়ার জন্য, আল্লাহ ভাল জানেন প্রকৃত সফল কে?

আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে- ইসলামকে আঁকড়ে থাকতে হবে শুধু মুখের দাবীতে নয়, কাজে-কর্মে ও কর্মতৎপরতায়, সর্বোপরি আল্লাহর রাস্তায় সশস্ত্র জিহাদে শরীক হয়ে। কারণ ইসলাম শুধু কয়েক রাকাত নামায আর মৌসুমী কিছু ইবাদত-বন্দেগীর নাম নয়; বরং নবী-জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমের সমষ্টিকেই বলা হয় ইসলাম।

ইসলামকে সুনির্দিষ্ট কিছু ইবাদত-বন্দেগিতে আবদ্ধ করে ফেলাটা হচ্ছে শয়তানের ধোকা, আত্মার প্রবৃত্তি, ইহুদি-খৃষ্টান ও ইবলিসের দোসরদের সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র, সুতরাং এ ব্যাপারে সবাই সাবধান।

আর প্রতিটি মুসলমানের অপরিহার্য করণীয় হচ্ছে- সর্বোউপায়ে যেকোন মূল্যে সাধ্যমত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। যুদ্ধ মানেই অস্ত্রের ঝনঝনানি নয়; অর্থনৈতিক, চিন্তানৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও হৃদয়বৃত্তিক উপায়ে পরিচালিত যুদ্ধ অনেক সময় সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনে শত্রুশিবিরে। সুতরাং সর্বোউপায়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সকলের কর্তব্য।

শরীয়ত-নির্দেশিত ওছিয়ত

আমার সমগ্র সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আমীরুল মুজাহিদীন শায়েখ আব্দুর রসুলির রব ছাইয়াফ এর মাধ্যমে সকল মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। বাকী সম্পদ শরীয়তসম্মত পন্থায় আমার ওয়ারিছদের মধ্যে বণ্টিত হবে। অর্থাৎ অর্ধেক আমার মেয়ে পাবে। এক ষষ্ঠাংশ আমার মায়ের জন্য। আর অবশিষ্ট সম্পদ আমার ভাই ও বোনদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। বণ্টন আরো নিখুঁত করার জন্য বিজ্ঞ কোন আলিমের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

আয় আল্লাহ! যত মানুষের উপর আমার হক ছিল আমি সব মাফ করে দিলাম। সুতরাং তুমিও আমার সকল গুণাহ বিচ্যুতি মাফ করে দাও।

মায়ের কাছে লেখা পত্র

হামদ ও ছালাতের পর

আল্লাহর তাকদীর ও ফায়ছালার উপর পূর্ণ আস্থা ও অটল বিশ্বাস নিয়ে আমি নীচের কথাগুলো লিখছি।

শুরু থেকেই আমার জীবনটা ছিল অন্যরকম। সবার থেকে কিছুটা ভিন্ন। আমার হাসি-আনন্দ ও দুঃখবেদনা, সবকিছুই ছিল অদ্ভুত। জীবনের চাকা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আজ আমি এখানে, আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে।

হয়ত আপনি ভাবেন, এখানে আমার কী কাজ? তো এখানে আমার একমাত্র কাজ হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর ফরয করা একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যা দীর্ঘ যুগ পর্যন্ত আমি ভুলে ছিলাম। এখানে আবার নতুন করে

সেটা ফিরে এসেছে। যেসকল মহান পুরুষ নিজের জীবন উৎসর্গ করে তা ফিরিয়ে এনেছেন আল্লাহ তাদেরকে আপন শান মোতাবেক জাযা দান করুন।

মা, বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে রূঢ় আচরণ, দুর্ব্যবহার আর অবাধ্যতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আবার কারো দ্বারা প্রতারিত বা বিশেষ কোন ঘটনায় প্ররোচিত হয়ে আমি এখানে আসিনি। সত্যি তো এটাই যে, আমি ঘর থেকে বের হয়েছি এমন এক অবস্থায় যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গিয়েছিল। ইসলাম ও মুসলমানরা চরম হুমকির মুখে পড়েছিল। ইসলামকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছিল। মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হচ্ছিল। কিন্তু আফসোস! সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকায় তামাশা দেখছিল, আরব বিশ্বের নামিদামি প্রচার-মাধ্যমগুলো যার জঘণ্য প্রমাণ। সাধারণ-অসাধারণ সবাই নির্বিকার নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে আর ফুর্তি করছে। যার পরিণতি লাঞ্ছনার মৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে।

বলুন মা, এমন পরিস্থিতিতেও কি ঘরে বসে থাকা আমাকে শোভা পেত? তাই আমি এবং আমার সহযোদ্ধারা এখানে সমবেত হয়েছি, নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে, শেষ বিন্দুটুকু বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য।

খুব ভাল হত যদি এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আপনার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতা না হোক অন্তত একটু সহমর্মিতা পেতাম।

যাই হোক, আমাদের তো অন্যদিকে তাকানোর সুযোগ নেই, আমরা শুধু সামনে এগিয়ে যাবো। গুলি লাগবে আমাদের বুকে; পিঠে নয়। সুতরাং তোমরা আমাদের সমালোচনা না করে কামিয়াবী কামনা করো। কারণ পরিস্থিতি এমন বিভীষিকাময় যে, পাষণ্ডের পাথর-হৃদয়ও গলে যাবে। আর যার বুকে হৃদয় আছে এবং সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সামান্য বেদনা ও সমবেদনা আছে তার হৃদয় ফেটেই যাবে। কথা হয়তো অনেক লম্বা হয়ে গেল। বিদায়-বেলায় আরো কত কথা এসে যেতে চায়, তবে জীবনের শেষ আবদার হিসাবে তোমাদের কাছে আমার বিদায়ী আকুতি- যখনই তোমরা কোরআনের আয়াতে, হাদিসের আবহে, পরস্পর স্মৃতিচারণে শহীদদেরকে স্মরণ করবে তখন আমাকেও স্মরণ করো। আমাকে স্মরণ করো দিনের আলোয়, চাঁদের জোসনায়, রাতের আঁধারে, অমাবস্যার অমানিশায়। স্মরণ করো... ভোরের উষায় সন্ধ্যার লালিমায়। স্মরণ করো প্রতিটি ইসলামী

আন্দোলনের তরঙ্গ জোয়ারের সময়; স্মরণ করো আর শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করো।

এখন এমন একটি মুহূর্ত যখন ভিন্ন কোন চিন্তা মাথায় আসার সুযোগ পায় না। কথা বলতে চাইলে ভাষা তালাশ করে পাওয়া যায় না। আর এগুলোর প্রয়োজনই বা কী? ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছি, মানযিলে মাকসুদে রওয়ানা হয়েছি, এখন শুধু পৌঁছার অপেক্ষা। কোথায় পৌঁছব? যেখানে আমার আগে পৌঁছেছে আমার পূর্ববর্তী শহীদরা। যেখানে আমার জন্য ইন্তেযার করছে ইমামুল মুজাহিদীন, সাইয়্যিদুল কাওনাইন জনাব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেখানে আমি পাবো মহান রবের পরম সন্তুষ্টি। আমার চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত।

ইতি

আব্দুল ওয়াহহাব

যে মানুষের চোখে গাজী, আল্লাহর দরবারে শহীদ।

শহীদ আব্দুস সামাদ

শহীদ আব্দুস সামাদ, আমার দেখা সবচে' আদর্শবান, সুশীল, সম্ভ্রান্ত ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। সবার সামনে নিজেকে সে অনন্য এক আদর্শ হিসাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। সে ছিল কোমল আখলাক ও উত্তম চরিত্রে অধিকারী। নীরবে কাজ করত, কথা একেবারেই বলত না। তার নিরংকুশ আনুগত্য ছিল প্রশংসনীয়। কখনো তাকে "কী-কেন" বলতে শোনা যায়নি। কথা বলত দ্ব্যর্থহীন। সিদ্ধান্তে সর্বদা অটল থাকত। দোদুল্যতা বা আমতা আমতা ভাব কখনো তার মধ্যে দেখা যায়নি। মুখে কিছু না বললেও তার অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যেত, মনে মনে যেন সে এই কবিতার পংক্তিটিই আওড়াতে থাকে।

اني لأفتح عيني حين افتحها * على كثير ولكن لا ارى احدا

চোখ খুললে কতজনকেই তো দেখা যায়

তবে সত্যিকার মানুষ পাওয়া সত্যিই বড় দয়া

একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, জিহাদের আসল হুকুম কী? আমি বললাম ফরজে আইন। সে বলল, তাহলে আর দেরি কেন! ব্যস, সে বেরিয়ে পড়ল। সে ছিল তার মায়ের একমাত্র সন্তান। তার জিহাদে বের হওয়ার কথা শুনে তার মায়ের আত্মহারা ও পাগলপ্রায় অবস্থা।

কলিজার টুকরা ছেলেকে লক্ষ্য করে তিনি এমন মর্মস্পর্শী একটি পত্র লিখেছেন, যা পড়ে চোখের পানি ধরে রাখা অসম্ভব। প্রতিটি হরফে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা, প্রতিটির বাক্যে নাড়ি-ছেঁড়া মমতা। শোক-বিহ্বল অসহায় একজন মায়ের পক্ষে কীই বা করার ছিল, শূণ্য হৃদয়ের হাহাকার ছাড়া...... "আর বাছা ফিরে আয়, এভাবে একা ফেলে যাস না, নিষ্ঠুরভাবে কবরে ঠেলে দিস না।"

কিন্তু মুজাহিদ যখন আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে তখন অবশ্য বিজয় কিংবা শাহাদাত ছাড়া আর কিছুই তাকে ফেরাতে পারে না। তাই সে জিহাদে শরীক হল এবং গুরুতর আহত হয়ে কিছুদিন পর শাহাদাত বরণ করল। তাকে অন্যান্য শহীদদের সঙ্গে দাফন করা হল। কেয়ামতের দিন শহীদদের কাতারে তাকে দেখে আমরা আনন্দিত হব ইনশাআল্লাহ।

শহীদ আব্দুস সামাদ সম্পর্কে আমার হৃদয়-নিভৃতে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ছিল, যা আমাদের সকলের জন্যই হতে পারত জীবন চলার পথে অমূল্য পাথেয়। কিন্তু আল্লাহর এই মুখলিছ বান্দা ওছিয়ত করে গেছে যাতে তার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে, সুনির্দিষ্ট করে কিছু না বলা হয়। তাই তার ওছিয়তের মর্যাদা রক্ষার্থে হৃদয়ের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। কলমের রেশ টানতে হচ্ছে।

হৃদয়ের কথাগুলোকে বুকের মাটিতে সমাহিত করলাম, তোমার সমাধিপানে তাকিয়ে আকুতি জানালাম, আল্লাহ যেন আমাদের হাশর করেন তোমার সাথে।

বাবার কাছে লেখা পত্র

৪ জুলাই- ১৯৮৫ইং
৫ই শাবান- ১৪০৫ হিজরী
বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম

হামদ ও সালাতের পর অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আপনাদের প্রতি রইল সালাম ও উষ্ণ সম্ভাষণ। আরো জানাই ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা। ঈদের অনাবিল আনন্দ আল্লাহ যেন আপনাদের মাঝে সারা বছর অমলিন রাখেন। সুখ-সচ্চলতা ও শান্তি নিরাপত্তা যেন সবাইকে বেষ্টন করে রাখে আজীবন।

আমি খুব লজ্জিত, এই দীর্ঘসময় কোন প্রকার যোগযোগ করতে পারিনি বলে। ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর একটি অভিযানে শরীক ছিলাম। তো আপনারা আমার জন্য বিন্দুমাত্র পেরেশান হবেন না। এখানে আমি খুব ভাল আছি। অনেক দিন পর আপনাদের কাছে চিঠি লিখতে বসে হৃদয়ের গভীরে অন্যরকম এক পুলক অনুভব করছি। কিন্তু আফসোস... পত্রটা শেষ করা আর সম্ভব হলো না। কারণ ডাক এসে পড়েছে নতুন অভিযানের। নতুন এক দিগন্ত উন্মোচনের। তো সবশেষে আপনাদের কাছে আমার মিনতি- (হতে পারে এটা আমার জীবনের শেষ আবদার) কখনো কোন পরিস্থিতিতে বাতিলের সামনে মাথা নত করবেন না। জটিল থেকে জটিলতম পরিস্থিতিতে মনোবল হারাবেন না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন। অবশ্যই তিনি সাহায্য করবেন। কে আছে তিনি ছাড়া, সাহায্য করতে পারে?!

আফগানিস্তানে মিসরীয় বীরযোদ্ধা

(শহীদ হামদী আল-বান্না)

লাল-শ্যামলা বর্ণের সুঠাম যুবক হামদী আল-বান্না। তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কাফেলাসহ এক অভিযানে যাওয়ার পথে। বলা হয়, আফগানিস্তানের মাটিতে তিনিই প্রথম মিসরীয় শহীদ। স্বভাবগতভাবেই তিনি ছিলেন বাকসংযমী। সচরাচর তাকে কথা বলতে দেখা যেত না। তবে যখন মুখ খুলতেন মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তার বুকে থেকে আগ্নেয়গিরির লাভার মত উগরে বের হতো।

প্রথম সাক্ষাতে তার পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত কারগুজারি জেনেছিলাম খুব মিষ্টি ভাষায়, কোমল আওয়াজে, স্মিত অভিব্যক্তিসহ। সেদিন কথাগুলো তিনি বলেছিলেন- আমার নাম হামদী আল-বান্না। আমি মিসর থেকে এসেছি। পেশায় আমি একজন প্রকৌশলী। মিসর থেকে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে গিয়েছিলাম। কিন্তু মনের অবস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যেই পরিবর্তন হয়ে গেল। পড়ালেখা অসমাপ্ত রেখেই মিসরে ফিরে এলাম। ধীরে ধীরে আমার চারপাশ, চেনা পরিবেশ অপরিচিত হয়ে উঠতে লাগল। এখন আর আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভাল লাগে না। নরম বিছানা, গরম খাবার, মনোরম আবহ কোন কিছুতে স্বস্তি পাই না। ব্যস সব ফেলে বেরিয়ে পড়লাম শান্তির খোঁজে, পরম শান্তির চিরস্থায়ী আবাস জান্নাতের তালাশে। এভাবে চলে এলাম আফগানিস্তানে। কারণ হাদিসে যে জান্নাতী যুবকের বিবরণ এসেছে- "ঘোড়ার লাগাম ধরে উড়ে চলে, মজলুমের ফরিয়াদ শুনে মৃত্যুর তালাশে"। সেই জান্নাতী যুবক হওয়ার জন্য আফগানিস্তানই উত্তম ক্ষেত্র।

তো এই হল সেই মিসরীয় যুবকের কারগুজারি। আফগানিস্তানে আসার পর থেকে তিনি মুজাহিদদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন- কোথায় এখন সবচে' ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান চলছে। সবচেয়ে গুরুতর ও স্পর্শকাতর অভিযানগুলোতেই তিনি অংশ নিতেন। এরই ধারাবাহিকতায় মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ গরীব-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অত্যন্ত কার্যকরি ও ভীতিসংকুল এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে এ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী বিজয় লাভ করে। এটা ছিল শাবান মাসের ঘটনা। সেখান থেকে ফিরে রমযান মাসেই আরেকটি অভিযানে শরীক হলেন। আমার সৌভাগ্য যে, ১ম, ২য় ও ৩য় রমযানে তার সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে। তখন তিনি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি সমান করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দেখতাম তিনি নীরবে-নিঃশব্দে কাজ করছেন। মুখে কোন কথা নেই, কোন হৈচৈ-হুলস্থূল নেই। আত্মনিমগ্ন হয়ে কাজ করছেন। ক্লান্তি-বিরক্তি কোন কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না। তার আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, সঙ্গী-সাথীর সেবায় নিজেকে মিটিয়ে দেয়া। তার অভ্যাস ছিল সবার খাওয়া শেষ হওয়ার পর খেতে বসা। তিনি দূরে বসে অপেক্ষা করতেন, যখন সবাই দস্তরখান থেকে ফারেগ হতো তখন তিনি দস্তরখান ঝেড়ে রুটির টুকরা ও ভগ্নাংশগুলো জড়ো করতেন, আর সব কাপের উচ্ছিষ্ট চা কাপে জমা

করতেন। ব্যস এতটুকুই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। আঙুল চেটে খাওয়া, বাসন পরিষ্কার করে খাওয়ার সুন্নাত খুব ইহতেমামের সঙ্গে পালন করতেন। আর সোম ও বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক রোযার সুন্নাত আমল করতেন।

পাঁচই রমযান সকাল দশটার দিকে ভয়াবহ এক বিমান হামলায় তিনি শাহাদাত লাভ করেন। মুজাহিদ বাহিনির অবস্থান লক্ষ্য করে শত্রুদের বোমারু বিমান থেকে বৃষ্টির মত গোলা বর্ষণ চলছিল। গোলার আঘাতে বিশাল এক পাথরখণ্ড উপর থেকে ধ্বসে সরাসরি তার মাথার উপর এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার রূহ পরওয়াজ করে চলে যায় মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে।

পরিবারের কাছে লেখা তার পত্র

শ্রদ্ধেয় মা-বাবা ও প্রিয় ভাই-বোনেরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

হামদ ও ছালাতের পর আমি তোমাদেরকে শোনাতে চাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণী-

فاذكروني اذكركم.........

কোরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার শোকর করো, নাশুকরি করো না। হে ঈমানদারগণ, তোমরা ছবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও, অবশ্যই আল্লাহ ছবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা অনুভব করো না। আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জন-সম্পদ ও ফলাফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে, (তখন তোমাদের করণীয় হল ধৈর্যধারণ করা। কারণ ছবরকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে, আর আপনি সুসংবাদ দান করুন ছবরকারীদেরকে) যারা বিপদ-আক্রান্ত হলে বলতে থাকে, অবশ্যই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবো। তাদেরই উপর বর্ষিত হয় তাদের রবের পক্ষ থেকে অসংখ্য ছালাত এবং রহমত, আর তারাই সফলকাম।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন-

আর যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও, কিংবা (স্বাভবিক) মৃত্যুবরণ করো তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মাগফিরাত ও রহমত, যা তোমাদের সঞ্চয় করা যাবতীয় কিছু থেকে উত্তম।

অন্য আয়াতে ইরাশদ হয়েছে- যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কিছুতেই মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত (এবং) তাদের রবের কাছে রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে যা কিছু দান করেছেন তা পেয়ে তারা ভীষণ খুশী। আর তারা আনন্দিত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ পেয়ে এবং এই কারণে যে, আল্লাহ মুমনিদের আমল নষ্ট করেন না।

অন্যত্রে এসেছে- প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের আজর পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরানো হবে এবং জান্নাতে দাখেল করানো হবে, সেই সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবনতো ধোকার সামগ্রি মাত্র।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- আল্লাহর নিকট শহীদের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং জান্নাতের মধ্যে তার জন্য নির্ধারিত স্থান তাকে দেখিয়ে দেন। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। আর কেয়ামতের বিভীষিকা থেকে তাকে নিরাপদ রাখেন।

অন্য বর্ণনায় আছে শহীদের মাথায় মর্যাদার মুকুট পরানো হয়, যে মুকুটের একটি হীরার মূল্য দুনিয়া ও তার সকল সম্পদ থেকেও অনেক বেশী। আর তাকে বিবাহ করানো হবে জান্নাতের ৭২ জন হুরের সঙ্গে। তদুপরি তার সত্তরজন জাহান্নামী আত্মীয়ের বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করা হবে।

কবি কত চমৎকার বলেছেন-

প্রাণপ্রিয় মুহাম্মাদ ও তার সাহাবীদের সাথে

মা তুমি কেঁদো না জোরে।

তোমরা কেউ বোঝাও না আমার মাকে! তিনি যেন না কাঁদেন, তিনি যেন ধৈর্য্য ধরেন।

আমি আছি আমার রবের নিকট, খুব ভাল আছি। তিনি আমাকে রিযিক দেন, হেদায়েত দেন। হয়ত আমি বঞ্চিত তোমাদের জানাযা থেকে, কিন্তু আমার জানাযা পড়েছেন ফেরেশতারা, আসমানে তো ইল্লিয়্যিনে যার জানাযা হয়েছে, যমীনের জানাযার তার দরকারই বা কী আছে?

আমি জান্নাতের বাগানে, মনের আনন্দে, পাখীর মত উড়ে বেড়াই ডাল-পাতার ফাঁকে-ফাঁকে।

আমি থাকি নবীর পরশে সাহাবীদের প্রতিবেশে, পরম শান্তি ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের আলয়ে।

ইতি- হামদী

শহীদ হামদীর ওছিয়ত

আসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

হামদ ও সালাতের পর আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার ওছিয়ত করছি। আর যখনই তোমাদের দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে নেক আমল করে নেবে। আর মানুষের সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করবে।

আমার ইন্তেকালের পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যেন পালন করা হয়-

১. ইন্তেকালের পর কাছাকাছি কোন জায়গায় আমাকে দাফন করবে, দূরে কোথাও স্থানান্তরিত করবে না।
২. আমার কবরে কোন চিহ্ন রাখবে না; বরং মাটির সঙ্গে সমান করে দিবে।
৩. গায়ের কাপড়েই কাফন দেবে, নতুন কাপড়ে নয়।
৪. তবে জিহাদ ও মুজাহিদদের উপকার হয় এমন বস্তু খুলে নেবে।
৫. ব্যাগসহ আমার ব্যবহারের সমস্ত সামানপত্র ইয়াতিম-মিসকীনদের জন্য ছদকা করে দেবে।
৬. আমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি গরীব মুজাহিদদেরকে এবং ভাই আবু উবাইদকে দান করা হবে।

৭. আমার শাহাদাতের পর যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে দিন-তারিখ উল্লেখ করে আমার পরিবারের কাছে পত্র পাঠাবে।

আফগানিস্তানের মাটিতে তিউনিসিয়ার প্রথম শহীদ

হে যুদ্ধবিদ্ধস্ত আফগানিস্তান! তোমার তো চাই আরো উৎসর্গ, আরো রক্ত পাক-পবিত্র, তোমার তো চাই আরো গাজী, আরো শহীদান!!

তাকিয়ে দেখো, তোমার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে ছুটে আসছে, কত মুমিন, মর্দে মুজাহিদ কাছ থেকে, দূর থেকে, গ্রাম ও শহর থেকে, প্রত্যন্ত অঞ্চল ও আলোঝলমল শহর থেকে। দলে দলে উড়ে আসছে আল্লাহর দলের সিপাহী। বাঁচলে গাজী; মরলে শহীদ, সবাই হতে চায় জান্নাতের পাখী।

আবু আকাবা

হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে, জান্নাতের পথে ধাবিত হওয়ার প্রতিযোগিতায় তিউনিসিয়া থেকে যারা অংশগ্রহণ করেছিল আবু আকাবা হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম। আফগানিস্তানের মাটিতে তিনিই সর্বপ্রথম তিউনিসীয় শহীদ। তিউনিসিয়ার রাজধানীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। বড় হয়ে তিনি একটি কারখানায় কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর লেখপড়ার উদ্দেশ্যে যখন তিনি মদীনায় আসেন তখন মসজিদে নববীর এক দরসের হালকায় তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। পরবর্তীতে তিনি স্বদেশে ফিরে গেলেন। কিন্তু মুসলমানদের মজলুমানা হালত তাকে এতটাই অস্থির-বেচায়ন করে তুলল যে, তিনি ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন সবছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন আল্লাহর রাস্তায়। প্রথমে তুরস্কে এবং সেখান থেকে ফ্রান্সে গেলেন। এভাবে উৎকণ্ঠা-অস্থিরতার মধ্যে একে একে দশ মাস কেটে গেল। পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল তখন তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, চিরস্থায়ী শান্তির জন্য তিনি প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেবেন। তো তিনি আল্লাহর জন্য স্বজন ও সংসার ত্যাগ করে আফগানিস্তানে এসে পেয়েছেন অন্যরকম স্বজন-সংসার, যাদের প্রত্যেকেই এখানে একত্র হয়েছে অভিন্ন উদ্দেশ্যে, আল্লাহর কালিমাকে আল্লাহর যমীনে বুলন্দ করতে। যাদের শ্লোগান হচ্ছে আল্লাহু আকবার। মনে তামান্না হচ্ছে

শাহাদাত। মদীনায় দরসের হালকায় প্রথম সাক্ষাতের পর, আফগানিস্তানে তার সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হল। তারপর আমরা নিজ নিজ ঘাঁটিতে পৌঁছে গেলাম। রমযানে তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হল। বিদায়ের সময় যখন মোআনাকা করলাম, অজানা এক অনুভূতি ও বিদায়ী উষ্ণতা অনুভব করলাম। কথা ছিল আমাদের বিদায়ের তিনদিন পর তিনি (অভিযান স্থগিত করে) প্যারিসে স্ত্রীর সংস্পর্শে যাবেন। কিন্তু তাকদীর তার জন্য লিখে রেখেছিল নতুন এক ওয়াদা। স্ত্রীর কাছে নয়; স্বয়ং আল্লাহর কাছে যাওয়ার ফায়ছালা।

১২ ই শাওয়াল আল্লাহর এই বান্দা অযু করা অবস্থায় ভয়ংকর এক বিমান হামলায় শাহাদাত লাভ করেন এবং আল্লাহর দরবারে চলে যান।

শহীদ আবু আকাবা (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম) ছিলেন স্বচ্ছ হৃদয় ও সংযত যবানের অধিকারী। অপ্রয়োজনীয় কথার তো প্রশ্নই আসে না, এমনকি প্রয়োজনীয় কথাও হিসাব করে বলতেন। দীর্ঘ সময় তার পাশে বসে থেকেও অনেক সময় একটা টু শব্দ পর্যন্ত শোনা যেত না। তার হৃদয় ছিল অত্যন্ত উদার, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ তো দূরের কথা; অপ্রসন্নতা পর্যন্ত ছিল না তার হৃদয়ে। তিনি শহীদ হামদী আল-বান্নার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। হামদীর বিচ্ছেদের পর তিনি নিজেও একই পথে শহীদদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে চলে যান জান্নাতে। অবশ্যই আল্লাহ আবু আকবাকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নছীব করেছেন। তার জানাযা থেকে ছড়িয়ে পড়া জান্নাতী খুশবু তো এ বিশ্বাসই স্থির করে।

শহীদ আবু আকাবার ওছিয়ত

হামদ ও ছালাতের পর-

আল্লাহ যখন আমাকে শাহাদাত নছীব করবেন তখন তোমরা আমার স্ত্রী ও পরিবারকে সুসংবাদটি জানাবে এবং তাদের মাধ্যমে আমার আরব ভাইদেরকে দিয়ে আমার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে। কারণ আফগানদের মধ্যে কিছু ভুল পন্থা প্রচলিত আছে। যেমন শহীদের জানাযার সঙ্গে তার ব্যবহারের কাপড় ও আসবাবপত্র দাফন করে দেওয়া ইত্যাদি। তাই আমার ইচ্ছা আরবরা আমার দাফন-কাফন করুক। যাতে দুনিয়া থেকে আমার শেষ

বিদায় এ ধরণের ভুল বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পায় এবং আল্লাহর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আরো সুন্দর হয়।

স্ত্রীকে লেখা তার মর্মস্পর্শী পত্র

প্রিয়তমা! আশা করি আমার আল্লাহ তোমাকে অনেক ভাল রেখেছেন। কারণ আমার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তিনিই আমার এবং তোমার সবচে' আপন। আমার শাহাদাতের সুসংবাদ যখন তোমার কাছে পৌছবে তখন সাবধান! আমাদের আল্লাহকে ভুল বুঝো না। ভুলেও যেন তোমার চিন্তায় না আসে যে, আল্লাহ ওয়াদা রক্ষা করেননি। আমাকে সময়মত তোমার কাছে পৌছে দেননি। এটা ভেবো না, বরং এই বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল থাকো যে, এখন তিনিই তোমার একমাত্র আপন, তাঁর উপরই তুমি ভরসা করতে পারো। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে, আল্লাহ একমাত্র দয়ালু, একমাত্র স্নেহশীল, একমাত্র দাতা, অনুগ্রহশীল। যেখানে সবাই নির্দয় সেখানে তিনিই সদয়। যখন সবাই নিষ্ঠুর তখন তিনিই পরম মমতাশীল। সুতরাং তার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় গ্রহণ করো। তাঁর মমতার আঁচলতলে নিজেকে সোপর্দ করো। তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। সবার থেকে এবং সবকিছু থেকে তোমাকে আগলে রাখবেন। আর সবশেষে তোমাকে আমার কাছে পৌছে দেবেন জান্নাতে।

প্রিয়তমা আমার! জীবনে বহু কষ্ট করেছো। আরেকটু কষ্ট করো, আরেকটু ধৈর্য ধরো। তবে অবশ্যই সেটা যেন হয় আল্লাহর এবং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তোমার যা কিছু কষ্ট তা তো শুধু এজন্যই যে আমি সশরীরে তোমার পাশে নেই। আমি আছি আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যেই। সুতরাং তিনি আমাকে এবং তোমাকে একা ছেড়ে দেবেন না। তুমি শুধু নিয়ত করো যে, সমস্ত কষ্ট আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সয়ে থাকবো। ব্যস! তাহলেই তুমি প্রায় প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করবে যে, আল্লাহর সাহায্য, মমতা, ভালবাসা, সর্বদা তোমার সঙ্গে আছে। যেমনটি আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে। যখনই আমি এই বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করেছি যে, আমার সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তখনই আমি এক অপার্থিব শক্তি ও স্বস্তি লাভ করেছি। আমার আল্লাহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুধাবন করেছি। আর তখনই মনে হত সব ফেলে এখনই চলে যাই আমার আল্লাহর কাছে।

সবশেষে বলি প্রেয়সী আমার! হয়তো আমি দ্বীনের জন্য তোমার থেকে দূরে ছিলাম, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমার হৃদয় তোমাকে ভুলে থাকতে পারেনি, আমি তোমাকে দেখি দিনের আলোয়, রাতের আঁধারে, চাঁদের জোসনায়, সন্ধ্যার লালিমায়, ফুলের জলসায়, তারাদের মেলায়।

সারাদিনের ক্লান্ত দেহ যখন মুষড়ে পড়ে বিছানায়, কর্মবিদ্ধস্ত শরীরটা ঘুমিয়ে পড়ে মরুভূমির কোলে, তখন... ঠিক তখনই জেগে ওঠে ভিতরের অন্তরাত্মা। ছুটে যায় তোমার কাছে একটু তোমার মুখখানা দেখবে বলে। তোমাকে একটু সঙ্গ দেবে বলে। কিন্তু আর ফেরে না, ফিরে আসতে চায় না। তবু তাকে আসতে হয় মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিয়ে। তো প্রিয়তমা আমার! জীবনে কখনোই আমি তোমাকে ভুলে থাকিনি; থাকতে পারিনি। কখনো ভুলে থাকবোও না ইনশাআল্লাহ। আমি তোমাকে স্মরণ করবো, মনে মনে, আমার হৃদয়ের গভীরে, অন্তরের অন্তস্তলে, আমি তোমার আলোচনা করব আমার আল্লাহর দরবারে। আর প্রার্থনা করব, তিনি যেন আমাকে আর তোমাকে একত্র করেন জান্নাতে, চিরস্থায়ী সুখের সংসারে। আমীন।

ইতি মুহাম্মাদ

রোববার, ৭ই মার্চ- ১৯৮৬ খৃঃ

আবু আকাবার বাবার সাক্ষাৎকার

জিহাদ ও মুজাহিদদের মুখপত্র আমাদের প্রকাশিত আল-জিহাদ বুলেটিন ম্যাগাজিনের বিশতম সংখ্যায় যখন আবু আকাবার শাহাদাতের সংবাদটি ছাপা হলো তখন সমগ্র তিউনিসিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হল। আফগানিস্তানের জিহাদ এবং সেখানকার মুজাহিদদের কার্যক্রম নতুন করে আলোচনায় উঠে আসল। বিশতম সংখ্যার যে কয়টি নুসখা (কপি) তিউনিসিয়ায় পৌঁছেছিল সেগুলোই তারা সবাই মিলে পালাক্রমে এবং পর্যায়ক্রমে পড়ে ফেলল। আর আবু আকাবার মা-বাবাকে মারহাবা ও সংবর্ধনা দিতে শুরু করল।

পরবর্তীতে কোন এক সুযোগে পত্রিকার প্রতিনিধি তার বাবার সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়ীতে সাক্ষাৎ করে এবং তার সঙ্গে খোলামেলা বিস্তারিত আলোচনা করে। সেই আলোচনারই চুম্বকাংশ এখানে তুলে ধরা হল-

প্রতিনিধিঃ আপনার সন্তানকে আল্লাহ্ শাহাদাতের মত সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তো এ বিষয়ে যদি আপনার অনুভূতি আমাদেরকে একটু বলতেন!

পিতাঃ আল্লাহ্ আমাকে একজন সন্তান দান করেছিলেন। অনেক বড় আশা নিয়ে তার নাম রেখেছিলাম মুহাম্মাদ। কিন্তু কিছু দিন পর আল্লাহ্ তাকে নিয়ে গেলেন। পুনরায় পুত্র সন্তান দান করলেন। তার নামও রাখলাম মুহাম্মাদ, এক আশা নিয়ে। আল্লাহ্ তাকেও নিয়ে গেলেন। সর্বশেষ আমার এই পুত্রের জন্ম হল। এবারও আমি তার নাম রাখলাম মুহাম্মাদ। আরো বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আমার বড় সৌভাগ্য, আল্লাহ্ তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা শাহাদাত নছীব করেছেন। আমি আমার আল্লাহর ফায়সালায়, তার দানে ও দয়ায় মহাখুশী, সীমাহীন আনন্দিত।

প্রতিনিধিঃ তাঁর স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলুন!

পিতাঃ সে আমার ও তার মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ও সীমাহীন সদাচারী ছিল। ঘরে-বাইরে কথায়-কাজে-কর্মে এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই সে ছিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও আমানতদার।

গাম্ভির্য ছিল তার চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য। অপ্রয়োজনীয় কথা ও কৌতূহল এড়িয়ে চলতো। আল্লাহ ও তার রাসুলের কথা, মৃত্যু ও পরকালের আলোচনায় সে খুব আপ্লুত হত। ইসলাম ও মুসলমানদের চিন্তা-পেরেশানি নিজের বুকে ধারণ করত। মুসলিম উম্মাহর দুঃখ-দুদর্শা সবসময় তাকে

চিন্তামগ্ন ও আত্মসমাহিত করে রাখত। আর সবসময় সে আল্লাহর কাছে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য ও বিজয় কামনা করত।

প্রতিনিধিঃ মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দেয়ার পর কি তিনি পত্র-যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন?

পিতাঃ হ্যাঁ.. সে নিয়মিত আমাকে পত্র লিখত। আর বারবার অনুরোধ করত, আমি যেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। তবে তার চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলত, আমি যেন তার মাকে তার প্রতি রাজি-খুশী করে দেয়। কারণ সফরের সময় সে স্পষ্ট করে তার মাকে উদ্দেশ্যের কথা বলে যায়নি। সে নতুন বিবাহ করার কারণে তার মা হয়তো ঐ মহূর্তে তাকে সম্মতি দিত না।

প্রতিনিধিঃ শাহাদাতের সংবাদ শোনার পর তার মায়ের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

পিতাঃ সন্তানের মৃত্যু-সংবাদ মায়ের মনে কী ঝড় তুলতে পারে সেটাতে শুধু ঐ মা-ই অনুভব করতে পারে, বলে বোঝাতে হয়তো তিনিও পারবেন না। আর আমিতো একজন বাবা! সুতরাং সেটা আমার কল্পনারও বাইরের বিষয়, হ্যাঁ বাহির থেকে যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, তিনি শোকে যেমন দিশেহারা হয়েছিলেন, একইসঙ্গে আনন্দে আত্মহারাও হয়ে পড়েছিলেন। আচমকা মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে পাথর হওয়ারই কথা। আবার শাহাদাতের সুসংবাদে আনন্দে আত্মাহরা হওয়াও স্বাভাবিক। কারণ তিনি একজন সন্তানকে হলেও আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করতে পেরেছেন।

প্রতিনিধিঃ তার স্ত্রী কি জানতেন তার জিহাদে যাওয়া সম্পর্কে?

পিতাঃ হ্যাঁ.. সে জানত, তদুপরি সে সবসময় চাইত স্বামীর সঙ্গে সেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শরীক হবে, তার পক্ষে যে উপায়ে সম্ভব। যেমন- মুজাহিদদের কাপড়-চোপড় ধোয়া, সেলাই করা, অসুস্থদের সেবাশুশ্রূষা করা, রান্না-বান্না করা ও পানি বয়ে আনা ইত্যাদি।

প্রতিনিধিঃ শাহাদাতের খবর তার স্ত্রী কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন?

পিতাঃ আলহামদুলিল্লাহ, খুব শান্ত-কোমলভাবে, দৃঢ়চিত্তে সে তা গ্রহণ করেছে; বরং আল্লাহ তাকে গ্রহণ করার তাওফীক দান করেছেন। কোন প্রকার উৎকণ্ঠা অস্থিরতা তার মধ্যে দেখা যায়নি। আর এখনো সে আগের মত

জিহাদে শরীক হওয়ার জযবা ও তীব্র বাসনা পোষণ করে। তার একটাই প্রত্যাশা, আফগানিস্তানকে সে কাফের মুশরিকদের কবজামুক্ত স্বাধীনভাবে দেখবে।

প্রতিনিধিঃ শহীদ মুহাম্মাদ (আবু আকাবা) ছাড়া আরও কোন জীবিত পুত্র সন্তান কি আছে আপনার?

পিতাঃ হ্যাঁ.. তার অন্য বড় একজন ভাই আছে এবং ছোট একজন ভাই আছে। সে ছিল মেঝো।

প্রতিনিধিঃ মুহাম্মাদের শাহাদাত তার ভাইদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

পিতাঃ ছোটজন ভাইয়ের শাহাদাতকে নিজেরও শাহাদাত মনে করে আনন্দে উদ্বেলিত ছিল। কিন্তু বড় ছেলের কষ্ট ছিল একটাই যে, ছোট হয়েও সে শাহাদাতের মর্যাদা পেল, অথচ আল্লাহ তার ভাগ্যে এখনো তা লেখেন। আর আমার মেয়েরা ভাইয়ের শাহাদাতে যারপরনাই আনন্দিত।

প্রতিনিধিঃ আপনার অন্যান্য ছেলেরা কি তাদের ভাইয়ের পথ অনুসরণ করার কথা ভাবছে?

পিতাঃ দেখুন, চিন্তা-ভাবনা এক বিষয়, চিন্তার বাস্তবায়ন ভিন্ন বিষয়। তো বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু মনে দৃঢ় সংকল্প রাখা এটাতো ন্যূনতম ঈমানের দাবী। এতটুকু আমার প্রত্যেক সন্তানের মধ্যেই আছে- আলহামদুলিল্লাহ। আফসোস, আমার যদি এখন জোওয়ানী থাকত, অন্তত কিছুটা শক্তি থাকত!

প্রতিনিধিঃ আমাদের আফগান মুজাহিদ ভাইদের এখন লোকবলের চেয়ে অর্থের প্রয়োজনটা অনেক বেশী, যা আপনারা আরবরা অন্যদের চেয়ে বেশী মেটাতে পারেন। তো এটা বুঝেও আপনারা শুধু সশরীরে অংশগ্রহণের কথা ভাবছেন, অর্থনৈতিক সহায়তার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন?

পিতাঃ হ্যাঁ... ঠিকই বলেছেন, মুজাহিদদের এখন অর্থনৈতিক সংকটটাই প্রকোট আকার ধারণ করেছে এবং এই মুহূর্তে আর্থিক সাহায্য তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকের দায়িত্ব তার সাধ্যের সীমানায় আবদ্ধ। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন মেটাতে যদি নাও পারি, অন্তত

লোকবলের যোগান দিয়ে মুসলিম উম্মাহর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করি। কুফর শক্তি এটা বুঝুক যে, মুসলিম উম্মাহ এখানো এক দেহের মতই আছে। এক অঙ্গ আক্রান্ত হলে অন্যরা নীরব থাকবে না। তাদের মাঝে হৃদয়ের সেই বন্ধন এখনো অটুট-মজবুত, যা দেশ ও জাতি এবং ভাষা ও বর্ণের বন্ধনের চেয়ে হাজারো গুণ বেশী শক্তিশালী।

প্রতিনিধিঃ জনাব একটু যদি খোলাছা করতেন, বন্ধন বলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন? মাফ করবেন- আপনার অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছি?

পিতাঃ আসলে বন্ধন বা ঐক্যশক্তি বলে আমি সেদিকেই ইঙ্গিত করেছি যা আল্লাহ কোরআনে স্পষ্টভাষায় বলেছেন-

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدونى.

'তোমরা এই সমগ্র মুসলিম জাতি এক অভিন্ন জাতি। তোমাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য-সত্তা অভিন্ন। তোমাদের সকলের খালিক ও মাবুদ একজন- আমি আল্লাহ। তো এই যে আল্লাহ অসীম এক শক্তি ও বন্ধনের কথা বলেছেন, আমি এটাই বোঝাতে চেয়েছি।

শহীদ আবু আছেম মুহাম্মাদ উছমান

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর, ছালাত ও ছালাম শেষ নবীর উপর।

পার্থিব জীবনে মর্যাদা ও প্রসিদ্ধি লাভের বিভিন্ন উপায় রয়েছে, কেউ বংশগত আভিজাত্য থেকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কেউ ধন-সম্পদের পাহাড়ে চড়ে মর্যাদা ছিনিয়ে আনতে চেষ্টা করে। কেউ আবার বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে যশ-খ্যাতি অর্জন করে। আর কিছু মানুষ জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করে নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। ফলে দুনিয়াজোড়া খ্যাত, চোখ ধাঁধানো সম্মান তার পদচুম্বন করে। আর হাতে গোনা দু'চারজন মানুষ আছে, যারা খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির পরোয়া করে না। এমনকি ইতিহাস তাদের নাগাল পর্যন্ত পায় না। কারণ তারা ইতিহাস হতে চায় না; বরং তারা ইতিহাস সৃষ্টি করতে চায়। তবে ঐতিহাসিকদের মত কলমের কালিতে নয়, বুকের লাল রক্ত ঢেলে তারা ইতিহাস রচনা করে যায়। ইজ্জত-সম্মানের নতুন নতুন মানচিত্র এঁকে যায়। গর্ব ও গৌরবের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে যায়। সেই মহান ও মহিমান্বিত

ব্যক্তিরা হচ্ছেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদগণ। যারা অনন্ত সম্মান ও অনন্য মর্যাদা লাভ করে রক্তের বিনিময়ে। তারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য। তারা জনতা থেকে নিরুদ্দেশ হয় নির্জনতায় নিবীড়ভাবে মিশে থাকার জন্য। সেই মহান ব্যক্তিদের অন্যতম হচ্ছেন শহীদ আবু আছেম মুহাম্মাদ উছমান। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত টগবগে একজন যুবক। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ধন-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় মধ্যম স্তরের একটি পরিবারে। তবে তাকে বেড়ে উঠতে হয়েছে ভীষণ বৈরী পরিবেশে, যেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে। ফলে তার তারবিয়াত ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কোন সদয় হাত এগিয়ে আসেনি। তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও উৎকর্ষ সাধনের গুরুদায়িত্ব কোন আদর্শ শিক্ষকের হাতে পড়েনি। তা সত্ত্বেও তিনি মানবতার সেই দুর্যোগের মুহুর্তে নিজের দ্বীন-ঈমান রক্ষার্থে কঠিন এক অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আর লক্ষ্য যখন বড় হয় এবং গন্তব্য যখন অজানা, তখন পথের প্রতিকূলতা, দুর্গমতা ও বন্ধুরতা শুধু বৃদ্ধি পেতে থাকে। আলোচ্য শহীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। হ্যাঁ... উদ্দেশ্য যেহেতু ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি; তাই পদে পদে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন, এবং সঠিক পথে তাকে পরিচালিত করেছেন। প্রথমেই আল্লাহ তার অন্তরে নিজের কালাম কোরআনের আকর্ষণ দান করেছেন। ফলে তিনি কোরআনের কিরাত তেলাওয়াত, তাজবীদ তারতীল এবং কোরআনের যাবতীয় আদব শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি পূর্ণ কোরআন হিফ্জ করেছিলেন। এভাবে তিনি মুজাহিদদের ইমাম ও উস্তাযে পরিণত হয়েছিলেন। তিনিই নামায পড়াতেন এবং নামাযের পর সবাইকে কোরআন পড়াতেন। কোরআনের মুহাব্বত তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছিল। তাই দেখা যেত সবাই এক সাথে বসে কথাবার্তা বলছে, গল্প-গুজব করছে, মাঝখান থেকে তিনি আস্তে করে উঠে পাশের কামরায় গিয়ে তিলাওয়াতে মশগুল হয়েছেন। সম্মান করে সবাই তাকে ক্বারী সাহেব বলে ডাকত। রমযান শুরু হওয়ার পর তার তিলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে সবাই তার পিছনে তারাবীহ পড়ার জন্য সমবেত হল। তার তিলাওয়াত এত মধুর ছিল যে, শুনে মনে হত কোরআন বুঝি এইমাত্র নাযিল হচ্ছে। একবার সে আমার কাছে কোরআনের অন্য কিরাতগুলোও শেখার আরযি জানালো। আমি বললাম, তোমার জন্য আবু হাফসের কিতাবটিই যথেষ্ট।

এখন কিরাতের চেয়ে জিহাদের প্রয়োজন বেশী। এরই ফাঁকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে বিবাহের জন্য অব্যাহত চাপ আসছিল। একবার তো তার হবু স্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপ পর্যন্ত করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার একটাই কথা, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বসব না। তুমি এসে বিবাহ করে আবার চলে যাও। সেও নিজের বক্তব্যে অনড় ছিল। আমি আসব না, তুমি অন্য কোথাও বিবাহ বসো।

যাহোক, দেখতে দেখতে রমযানের নতুন চাঁদ পূর্ণিমায় রূপান্তরিত হলো। অভিযানের ক্ষেত্রও পরিবর্তন হল। মুজাহিদ বাহিনী পেশওয়ার ছেড়ে পাঞ্চশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। আবু আছেমও পেশওয়ারকে চিরবিদায় জানিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পাঞ্চশে পৌঁছে সেখানকার বীর বাহাদুর সিপাহসালার আহমাদ শাহ মাসউদ-এর শরণাপন্ন হলেন এবং তাকে করজোড় অনুরোধ করলেন, আবাসে-প্রবাসে, অভিযানে-অবসরে সর্বাবস্থায় আমি আপনার খেদমতে থাকতে চাই। আর কোরআনের ইলম ও আরবী ভাষা শিখতে চাই। শায়েখ আহমাদ শাহ মাসউদ রমযানের বাকী দিনগুলোতে আবু আছেমের হেফজের দাওর করার জন্য কয়েকজন হাফেজ মুজাহিদকে নিযুক্ত করে দিলেন। শায়েখ আহমাদ অবশ্য সিপাহসালার হওয়ার পাশাপাশি আদর্শ একজন শিক্ষকও। মাত্র এক বছরে তিনি প্রায় দুইশজন মুজাহিদকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাজবীদসহ সহীহ শুদ্ধভাবে তারতীলের সঙ্গে কোরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছিলেন। সপ্তাহের সোম-বৃহস্পতিবার দুটি সুন্নত রোযা এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের নিয়মিত আমলে তিনি তাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন।

রমযান বিদায় নিল। ঈদের চাঁদ শাওয়ালও ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হলো, কিন্তু অভিযান সমাপ্ত হলো না। একে একে এগার মাস কেটে গেল। বছর ঘুরে আবার শাবানের চাঁদ দেখা গেল। রমযানের আর ক'দিন বাকী? আবু আছেম হিসাব করে আর আফসোস করে, আহা! রমযান তো এসে গেল, গতবারের লাইলাতুল কদর কি আমার শাহাদাত সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছে! এবারের কদর কি সেই তাকদীর নিয়ে হাযির হবে! রমযানের শাহাদাত যে ভিন্ন মর্যাদার!! অনন্য মরতবার!!!

অবশেষে ১৪ই রমযান ১৪০৬ হিজরীর সেই দিনটি এসে গেল। অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদের নাম লিপিবদ্ধ করা হল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

এখন কিরাতের চেয়ে জিহাদের প্রয়োজন বেশী। এরই ফাঁকে তার পরিবারের পক্ষ থেকে বিবাহের জন্য অব্যাহত চাপ আসছিল। একবার তো তার হবু স্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপ পর্যন্ত করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার একটাই কথা, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বসব না। তুমি এসে বিবাহ করে আবার চলে যাও। সেও নিজের বক্তব্যে অনড় ছিল। আমি আসব না, তুমি অন্য কোথাও বিবাহ বসো।

যাহোক, দেখতে দেখতে রমযানের নতুন চাঁদ পূর্ণিমায় রূপান্তরিত হলো। অভিযানের ক্ষেত্রও পরিবর্তন হল। মুজাহিদ বাহিনী পেশওয়ার ছেড়ে পাঞ্চশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। আবু আছেমও পেশওয়ারকে চিরবিদায় জানিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পাঞ্চশে পৌঁছে সেখানকার বীর বাহাদুর সিপাহসালার আহমাদ শাহ মাসউদ-এর শরণাপন্ন হলেন এবং তাকে করজোড় অনুরোধ করলেন, আবাসে-প্রবাসে, অভিযানে-অবসরে সর্বাবস্থায় আমি আপনার খেদমতে থাকতে চাই। আর কোরআনের ইলম ও আরবী ভাষা শিখতে চাই। শায়েখ আহমাদ শাহ মাসউদ রমযানের বাকী দিনগুলোতে আবু আছেমের হেফজের দাওর করার জন্য কয়েকজন হাফেজ মুজাহিদকে নিযুক্ত করে দিলেন। শায়েখ আহমাদ অবশ্য সিপাহসালার হওয়ার পাশাপাশি আদর্শ একজন শিক্ষকও। মাত্র এক বছরে তিনি প্রায় দুইশজন মুজাহিদকে জিহাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাজবীদসহ সহীহ শুদ্ধভাবে তারতীলের সঙ্গে কোরআন তিলাওয়াত শিখিয়েছিলেন। সপ্তাহের সোম-বৃহস্পতিবার দুটি সুন্নত রোযা এবং শেষরাতে তাহাজ্জুদের নিয়মিত আমলে তিনি তাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন।

রমযান বিদায় নিল। ঈদের চাঁদ শাওয়ালও ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হলো, কিন্তু অভিযান সমাপ্ত হলো না। একে একে এগার মাস কেটে গেল। বছর ঘুরে আবার শাবানের চাঁদ দেখা গেল। রমযানের আর ক'দিন বাকী? আবু আছেম হিসাব করে আর আফসোস করে, আহা! রমযান তো এসে গেল, গতবারের লাইলাতুল কদর কি আমার শাহাদাত সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছে! এবারের কদর কি সেই তাকদীর নিয়ে হাযির হবে! রমযানের শাহাদাত যে ভিন্ন মর্যাদার!! অনন্য মরতবার!!!

অবশেষে ১৪ই রমযান ১৪০৬ হিজরীর সেই দিনটি এসে গেল। অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকল মুজাহিদের নাম লিপিবদ্ধ করা হল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

এই যে, ১১০জন মুজাহিদের নাম তালিকাভুক্ত করা হলো। কারো নামের সঙ্গেই শহীদ লেখা হল না, অথচ আবু আছেমের নামের সঙ্গে লেখা হল "শহীদ"। তখন আব্দুল্লাহ আনাস নামে আরেক আরব যোদ্ধা তালিকা প্রস্তুতকারীকে লক্ষ্য করে বলল, কী ভাই ছফীউল্লাহ! আমরা মোটে দু'জন মাত্র আরব। তার মধ্যে তুমি আবার একজনকে আল্লাহর দরবারে পাঠিয়ে দিচ্ছো! ছফীউল্লাহ বলল, আল্লাহর কসম, সে আর ফিরে আসবে না। তার চেহারার দিকে একবার তাকাও, শাহাদাতের নূর কেমন জ্বলজ্বল করছে তার ললাটে! আল্লাহর কসম, সে এই যুদ্ধেই শহীদ হয়ে যবে। আসলে একেই বলে মুমিনের "কেয়ামত"।

অভিযানের গুরুত্বতা চিন্তা করে পরদিন সবাই রোযা ভাঙার রোখছোত গ্রহণ করল কেবল দুইজন ছাড়া। আবু আছেম ও শাহ কালান্দর। মুজাহিদরা শত্রুবাহিনীর দুর্গের নিকট পৌছে গেল। তখন উপর থেকে বৃষ্টির মত বুলেট ছুটে আসতে লাগল। এদিকে আবু আছেমের দায়িত্বটাই ছিল এমন যে তাকে এই বুলেট-বৃষ্টির মধ্যেই নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে হবে। কারণ শত্রুদুর্গের লৌহদারে মাইন পুঁততে না পারলে কোন প্রকার প্রতিরোধ করাই সম্ভব না। আর এই গুরুদায়িত্বটা আবু আছেমের উপর। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে সিংহের সাহস নিয়ে, চিতার ক্ষিপ্রতায় পৌছে গেলেন কাঙ্ক্ষিত স্থানে। শত্রুর প্রতিরোধের প্রথম ও চূড়ান্ত স্তর দুর্গের দরজার নীচে। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে মাইন (বিস্ফোরক) রেখে ফিরে গেলেন সতর্ক অবস্থানে। বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল লৌহদার ও অনতিক্রম্য দেয়াল ধ্বসে পড়ল চোখের পলকে। মুজাহিদরা আল্লাহু আকবার তাকবীর বলে এগিয়ে চলল সদর্পে। কাফের-মুশরিকরা তখন জান বাঁচাতে ব্যস্ত। এমন সময় অজ্ঞাত দিক থেকে দুটি বুলেট এসে আঘাত হানল। আল্লাহু আকবার! কাফেলার অগ্রভাগে থাকা দুই রোযাদার মুজাহিদ আবু আছেম ও শাহ কালান্দারের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে গেল মহান আল্লাহর দরবারে। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হল। যেন তাদের সঙ্গে করা আল্লাহর পুরোনো ওয়াদা পূরণের জন্যই শুধু তাদেরকে শাহাদাত দান করা। কারণ এছাড়া আর কোন ক্ষয়ক্ষতি মুসলমানদেরকে শিকার করতে হয়নি।

তার শোকে কাতর সবাই

আবু আছেমের মৃত্যুর সংবাদ সবার উপর বজ্রের মতো আপতিত হলো। মুজাহিদরা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে, তাদের ইমাম ও উস্তাদ তাদেরকে ফেলে চলে গেছেন আল্লাহর দরবারে। তার শোকে সবাই যেন পাথর হয়ে গেল। নিস্তব্ধতা সর্বত্র ছেড়ে গেল। হতবিহ্বলতা সবাইকে গ্রাস করে ফেলল। পরিচয় ভুলে, অন্তরঙ্গতা হারিয়ে সবাই যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল। সবাই আছে, কিন্তু কেউ নেই, সবই আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছুই নেই। ফজরের আযান হল, নামাযের সময় হল, কিন্তু ইমামের জায়গায় দাঁড়াবে কে? নামায শেষে হালকা তো বসল কিন্তু উস্তাদের মসনদ খালিই পড়ে থাকল।

শোক সন্তপ্ত আবহে এই কবিতা পংক্তিটিই যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল-

শব্দ তো ভেসে আসছে কানে,

কিন্তু বেলালের রূহ নেই এ আযানের টানে।

সবাই যেন সান্ত্বনার ভাষাটাও হারিয়ে ফেলেছে। তাই চোখের অশ্রুকেই সান্ত্বনার উপায় বানিয়ে এখন সবাই শুধু অশ্রু বিনিময় করছে। দস্তরখানে বাসন আছে, আবু আছেম নেই। গাছের তলে বিছানা আছে, কিন্তু বিছানার মালিক তো বিদায় নিয়েছে। তার শোকে কেউ কেউ স্বাভাবিকতা হারিয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করেছে। কিন্তু এমন কেন হলো? এরা সবাইতো রণাঙ্গনের লড়াকু সৈনিক। জীবন-মৃত্যু নিয়েই যাদের খেলা। চোখের সামনে নিজের সহযোদ্ধার জীবন যেতে দেখেছে। বাপ-ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের লাশের সারি দেখেছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা সৈনিকের বুকে গুলি লেগে ছটফট করে মরতে দেখেছে। তারপরও এদের মধ্যে এত শোক ঢুকল কোত্থেকে? পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে শায়েখ আহমাদ শাহ মুজাহিদদেরকে বহু দূরের এক অঞ্চলে ঘুরিয়ে এনেছিলেন, যাতে সবাই তার কথা ভুলে যেতে পারে।

শহীদ আবু আছেমের শেষ ঠিকানা তৈরী করা হল আফগানিস্তানের সুউচ্চ একটি পাহাড়ের চূড়ায়। কবর খনন করলেন স্বয়ং শায়েখ আহমাদ নিজের হাতে। আরব হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তানের পাহাড়ে তার শেষ শয্যা হওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম বিশ্বজনীন শাশ্বত একটি ধর্ম, যা মানচিত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়।

আয় আল্লাহ! আবু আছেম সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্য। সুতরাং তুমিও তাকে খুশী করে দাও। জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম নছীব করো। আমীন।

শহীদ আবু আব্দুল হক

যখনই আমাদের কোন ভাই শাহাদাত লাভ করে আল্লাহর দরবারে চলে যায়, সঙ্গে করে নিয়ে যায় আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। আর রেখে যায় এমন কিছু স্মৃতি যা আমাদের শুকনো চোখকে সিক্ত করে দেয়; শক্ত হৃদয়কে কোমল করে দেয়। আমরা তাদের কাছ থেকে পাই হৃদয়ের স্বচ্ছতা, মনোবলের উচ্চতা, কর্তব্য পালনের একনিষ্ঠতা, ক্লান্তি ও অবসাদহীন কর্মতৎপরতা। আর উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করি এমন আবেগ-জযবা ও শক্তি-প্রেরণা, যা শত্রুর মোকাবিলায় হয়ে থাকে আগুনের গোলা। আর মুমিনদের জন্য হয়ে থাকে অন্ধকারে পথচলার আলোকবর্তিকা।

শহীদ আবু আব্দুল হক পেশায় একজন প্রকৌশলী ছিলেন। আল্লাহর যমীনে আমার দেখা ভালো মানুষদের অন্যতম ছিলেন। তার প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ আমার হৃদয়ে গভীর লেখাপাত করেছে। তার খণ্ড খণ্ড স্মৃতিগুলো আমার হৃদয় আকাশে তারা হয়ে জ্বলজ্বল করছে।

পৃথিবীর সবচে' সমৃদ্ধশালী দেশ আমেরিকায় তিনি বৈদ্যুতিক প্রকৌশলীর (ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার) গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। সেখানে তার সুখ-স্বাচ্ছন্দে ও ভোগবিলাসের জমজমাট ব্যবস্থা ছিল। এমন আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ত্যাগ করে তিনি পাড়ি জমালেন পর্বত-মরুভূমির দেশ আফগানিস্তানে। যেখানে আছে শুধু পাথর, বরফ, আর ভয়ংকর বন-জঙ্গল। তার স্ত্রী তাকে ফিরাতে বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে তাকে কোনোভাবেই ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ আল্লাহর বাহিনীর যারা সৈনিক, তাদের সামনে সবসময় জ্বলজ্বল করে-

انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم.

অর্থঃ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের বিরাট এক পরীক্ষা। আর (উড়ে যেতে পারলে) তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট বিরাট প্রতিদান।

যাহোক, শাহাদাতের তামান্নায় তিনি ছুটে এসেছেন আফগানিস্তানে। তবে আপাতত কোন অভিযান কর্মসূচী না থাকায় তিনি একটি বেতার কোম্পানিতে চাকুরি নিলেন। আর যে কোনো সময় জিহাদের ডাক আসলে ঝাঁপিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন সুযোগ এল। তিনি দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আশা আর পূর্ণ হল না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি ফিরে এলেন কর্মক্ষেত্রে।

চাকুরি ছেড়ে এবার তিনি তৈরী করলেন একটি গবেষণাগার। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির সাহায্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাই তার রাত-দিনের কাজ; বরং বলা ভাল রাত-দিনের ইবাদত। কারণ তিনি তার এই গবেষণাকে ইসলাম ও মুসলমানদের, বিশেষভাবে জিহাদ ও মুজাহিদদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছিলেন। শত্রুর মোকাবেলায় সাধ্যমত শক্তি অর্জনের যে ফরজ বিধান আল্লাহ দিয়েছেন এই গবেষণাকর্মকে তিনি তারই বাস্তব নমুনা মনে করতেন এবং এটাকে ফরজ মনে করতেন। ফলে তিনি এটাকে নফল ইবাদতের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতেন। গবেষণাকর্মে তার আত্মনিমগ্ন ও আত্মবিভোরতা দেখলে মনে হতো সাধক বুঝি তার সাধনা ও ধ্যানমগ্নতায় আত্মবিলুপ্ত হয়ে আছে। সেখানে কারো প্রবেশের অনুমতি ছিল না। মাঝে মধ্যে আমি খুবই অল্প সময়ের জন্য তার কাছে যেতাম। মিষ্টি হাসি ও মিষ্ট ভাষায় তিনি আমাকে স্বাগত জানাতেন। অবশ্য তার গবেষণাকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে ভেবে আমার নিজের কাছেও সংকোচ লাগত। তবু দায়িত্ব মনে করে যেতাম। তিনিও এই সুযোগে বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শগুলো সেরে নিতেন। তার কথার ভাবে বুঝা যেত, আমার আসার অপেক্ষায় ছিলেন। তার জিজ্ঞাসার আদা ও আন্দায, তার আচরণ ও উচ্চারণের শিষ্টাচার, সৌজন্য ও ভদ্রাচার সত্যিই অতুলনীয়। তার সামনে বসলে নিজেকে গর্বিত মনে হতো। মনে হতো ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছে গেছি সোনালী যুগে।

যাহোক দীর্ঘ এক বছর এই মহান সাধক তার গবেষণাকর্মে ধ্যাণমগ্ন থেকেই কাটিয়ে দিলেন। এর মধ্যে না বাইরের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল, আর না

পরিবারের কোন খোঁজ-খবর রেখেছিলেন। এক বছর পর তার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা জন্মের পর যার মুখ পর্যন্ত দেখা হয়নি- আল্লাহ তাদের মাঝে মিলন ঘটালেন। স্ত্রী-কন্যাকে পেয়ে তিনি খুশি হলেন, তবে আত্মহারা হলেন না। নিজের উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেলেন না। তাই নিজের জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগ তার ইবাদত-বন্দেগী (তথা গবেষণাকর্মের) জন্য, আরেক ভাগ সংসারের জন্য। পরবর্তী জীবন তিনি এভাবেই কাটিয়েছেন। এক রাত হুজরাখানায়, একরাত ইবাদতখানায়। মাঝেমধ্যে এমন হতো যে, স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ রাতে তিনি হাতে করে গবেষণাযন্ত্র নিয়ে আসতেন খুচরা সময়গুলো কাজে লাগানোর জন্য। কিন্তু ওটার প্রতি মনোনিবেশ দেখে স্ত্রীর গায়রত হতো এবং কিছুটা অভিমানের সুরে সে বলত, আমার রাতে আবার আমার সতীনকে টেনে এনেছো কেন? তার গবেষণার কর্ম ও যন্ত্রগুলোকে স্ত্রী নিজের সতীন বিবেচনা করত।

জীবন যাপনে তিনি ছিলেন অতি কৃচ্ছ। সাদামাটা অনাড়ম্বর জীবন ছিল তার। মাত্র সাত রুপিতেই তার নিজের খরচ ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে নিতেন। রিয়ালের হিসাবে যা মাত্র এক রিয়াল ও সিকি রিয়াল তথা সোয়া এক রিয়াল সমপরিমাণ হয়। তার ঘরে ঢুকলে প্রথমেই মনে পড়বে হযরত আবু যর গিফারী, হযরত সালমান ফারসী রা.-এর মতো যাহিদ সাহাবীদের কথা।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম তিনি হাসপাতালে ভর্তি। ছুটে গিয়ে দেখলাম পুরো শরীর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবে চেহারাটা বরাবরের মতো হাস্যোজ্জ্বল। আমাকে দেখে তার উজ্জ্বল চেহারা আরো উজ্জ্বলতর হল। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, তাপমাত্রা কিছুটা অস্বাভাবিক। ভিতরের অবস্থা এতটা নাযুক, বাহির থেকে সেটা বোঝার উপায় নেই। দোয়া-দুরুদ পড়ে ঝাড়ফুঁক করলাম।

এই অসুস্থতার মধ্যেই একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি কাগজ দিয়েছেন। তার নাম লেখা রয়েছে এবং নামের সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে "শহীদ" শব্দটিও লেখা রয়েছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি সঙ্গী (সেবা শুশ্রূষায় নিয়োজিত) খাদেমকে ডেকে বললেন- আমার শাহাদাতের সময় এসে গেছে। কাগজ-কলম নিয়ে আমার ওছিয়ত লিখে ফেলো। সঙ্গী ভাবল, রোগের তীব্রতায় অস্বাভাবিক হয়ে এসব বলছেন। কিন্তু তার স্বাভাবিকতা ও স্থিরতা দেখে পরে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো

হাসপাতালের বিছানায়। এখানে শাহাদাত আসবে কীভাবে? সেজন্য তো আপনাকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, আমি চৌকিতে নিযুক্ত একজন সৈনিক। আর শাহাদাতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ বলেছেন- "যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, অতঃপর নিহত হবে, কিংবা স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করবে (সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে, ফলে) অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা। অবশ্যই তিনি তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত স্থানে প্রবেশ করাবেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, অতি সহনশীল।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) বের হওয়ার উদ্দেশ্যে সওয়ারীর পাদানিতে পা রাখল সে সাপের দংশনে (হিংস্র) প্রাণীর আক্রমণে, কিংবা সুস্থ-স্বভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। [হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন, হাদিসের সব রাবী ছিকাহ]

তার অছিয়ত লেখার জন্য খাদেম তাড়াহুড়া করে কাগজ-কলম নিয়ে বসল। সেই ওছিয়তের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হল-

...আমি আমার দেহ ও আত্মা, বরং আমার সমগ্র সত্তা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলাম। তাই কলিজার টুকরা সন্তান ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ত্যাগ করে আমি এখানে এসেছিলাম। পরবর্তীতে যখন আমাকে দীর্ঘ মেয়াদে এখানে চৌকি পাহারার দায়িত্ব দেয়া হল। তখন আমার স্ত্রী-কন্যা আমার কাছে চলে আসল। তবে তারা আমার কাছে থাকলেও আমার সময় ও সঙ্গ খুবই সামান্য পেয়েছে। আর চৌকি পাহারায় গুরু দায়িত্বের পাশাপাশি আমি প্রকৌশলীর কাজও করেছি, কারণ আফগানিস্তানে এই পেশার মানুষ নেই বললেই চলে। তাই মুসলমানদের ফায়দার কথা চিন্তা করে কিছু সময় ঐ কাজেও ব্যয় করেছি। আমার দেহটা যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং করতো। কিন্তু আমার মনটা সবসময় পড়ে থাকত রণাঙ্গনে। সারাদিনের হাঁড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর যখনই কোন শহীদের জানাযা দেখতাম, তার কাফন থেকে জান্নাতী খুশবু পেতাম সঙ্গে ক্লান্তি-অবসাদ দূর হয়ে যেত। দিল-কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

যাহোক, আমার ইন্তেকালের পর আব্দুল্লাহ আযযাম-কে যেন সংবাদ পৌছানো হয়। যাতে তিনি আমার স্ত্রীকে খবরটা পৌছে দিতে পারেন। আবু আব্দুল হক তার এই ওছিয়ত সমাপ্ত করেছেন এই আয়াতের মাধ্যমে-

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ.

অর্থঃ মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। [সুরা ক্বাফ, আয়াত- ১৯]

তার শাহাদাতের কয়েকদিন আগে তার স্ত্রী স্বপ্নে দেখে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছেন। নবীজীর সঙ্গে জানাযা বহনকারী কাফেলায় তার স্বামীও রয়েছেন। তখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, কে এ মহান সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জানাযা বহনে স্বয়ং নবীজি শরীক হয়েছেন?

তখন স্বামী উত্তর দিলেন, এই জানাযা একজন শহীদের, আহ! এই শহীদের জায়গায় যদি আমি হতাম!

অবশেষে আবু আব্দুল হক ইন্তেকাল করলেন। স্বামীর ইন্তেকালের সংবাদ স্ত্রীর জন্য কতটা বিভীষিকাপূর্ণ ছিল সেটা বোঝানোর ভাষা আমার নেই। যাহোক, স্বামীকে শেষবারের মত দেখার জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী আবু আব্দুল হকের স্ত্রীকে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। স্বামীর নিথর দেহ বিছানায় পড়া দেখে স্ত্রী মূর্ছা গেল। তখনও শহীদ আব্দুল হকের চেহারায় এক টুকরো মিষ্টি হাসির আভা জ্বলজ্বল করছিল। জ্ঞান ফেরার পর স্ত্রী বলল, আমার স্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে জীবনে শেষবারের মত যদি একনজর দেখার সুযোগ করে দিতেন! আহ! আব্দুল হক, কোথায় গেলেন আমায় একা রেখে!!

তার কাফন-জানাযার পর দাফনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ এক শোভাযাত্রায় তাকে নিয়ে যাওয়া হল ঠিক ঐ স্থানে, যেখানে নিজের শেষ শয্যার রচনার তামান্না। তিনি মাঝেমধ্যেই প্রকাশ করতেন তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব শহীদ ইয়াহইয়ার পাশে এক বিশেষ স্থানে। আল্লাহ স্বাক্ষী, শহীদ আবু আব্দুল হকের মৃত্যুতে আমি যে পরিমাণ শোকাহত হয়েছিলাম এবং কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম অন্য কারো ক্ষেত্রে এমন হয়নি। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উপযুক্ত মাকাম নছীব করুন। আমীন।

শহীদ আনাস তুর্কী

সুখী-সমৃদ্ধশালী পরিবারের সন্তান হচ্ছে আনাস তুর্কী। আদরের দুলাল আনাসের মত ছেলেদের কাজ হলো মজার মজার খাবার আর নিত্যনতুন শখ পূরণের জন্য নায-নখরা করা। তবে পরিবারের দ্বীনদারির কল্যাণে সে যুবক বয়সে মসজিদের মুয়াজ্জিনির দায়িত্ব গ্রহণ করল। মহল্লার মসজিদে তার ভরাট কণ্ঠের আযান সবাইকে টেনে আনতো নামাযের জামাআতে। তার কোমল স্বভাব ও স্মিত অভিব্যক্তি মুসল্লীদের হৃদয় জয় করে নিত। তাই সবাই তাকে ভালবাসত, বাহবা দিত।

এমন মুখরিত পরিবেশ ছেড়ে সে আফগানিস্তানের জিহাদে শরীক হল। পোকা-মাকড়ের ভয়ে যারা চিৎকার করে উঠে, তেলেপোকা দৌড়াতে দেখে যারা ভয়ে লাফ দিয়ে খাটে ওঠে এবং পটকার সামান্য শব্দে যারা কাঁথা মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ে। তাদের মতো সন্তান কিনা হাতে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে, ট্যাংক-কামানের বিকট শব্দের সামনে বুক চিতিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। আয় আল্লাহ! এটা তোমার কুদরতের কারিশমা ছাড়া আর কী হতে পারে!

ওহ প্রাণপ্রিয় আনাস! তোমার সেই মিষ্টি হাসি মানুষ এখন কোথায় পাবে? তোমার সেই ভরাট কণ্ঠ মুসল্লিরা এখন কোথায় তালাশ করবে? গগন বিদীর্ণ করা ট্যাংকের সামনে আর কে বুক পেতে দেবে!!

তুমি তো চলে গেলে তোমার আল্লাহর জান্নাতে। সবুজ পাখী হয়ে ঘুরে বেড়াবে সেখানে, উড়ে উড়ে গিয়ে বসবে আরশের নিচে ঝুলন্ত ঝাড়বাতিতে।

সৌভাগ্যবান বলতে হয় তোমার মা-বাবাকে, এখন তারা গর্ব করছে তোমাকে নিয়ে। আর গর্ব করা আসলে তাদেরকেই সাজে। কারণ কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সবাই যখন নফসী নফসী করবে তখন তুমি থাকবে অন্যদের ফিকিরে। সুপারিশ করবে সত্তরজন জাহান্নামীর পক্ষে। সেদিন তোমার মাথায় শোভা পাবে মর্যাদার মুকুট। যে মুকুটের একটি হীরা দুনিয়ার সবকিছুর মূল্য ছাড়িয়ে যাবে।

আমরা শুধু আশা করতে পারি, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে পারি, হে আল্লাহ! আমাদেরকেও দান করো শহীদী মৃত্যু, আমাদের হাশর করো শহীদ ভাইদের সাথে। আর জায়গা দাও জান্নাতে তাদের পরিবেশে। আমীন।

শহীদ আব্দুর রহমান

জাযিরাতুল আরব থেকে আসা আমার ভাই আব্দুর রহমানকে আমি চিনেছিলাম তার বাদামী বর্ণ ও উজ্জ্বল চেহারা দেখে। তার চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছিল চারিত্রিক পবিত্রতা ও শুচি শুভ্রতা। ১৪০৬ হিজরীর রমযানে মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতে তাকে আমি গভীরভাবে চিনতে পেরেছিলাম। প্রচণ্ড শীতের পাশাপাশি শত্রুদের অব্যাহত বিমান হামলা, রকেট-লাঞ্চার ও বোমা বিস্ফোরণ পুরো অঞ্চলকে বিভীষিকাময় এক মৃত্যুকূপে পরিণত করেছিল। তুষার ঝরা সেই প্রাণঘাতী শীতের মধ্যে তার একমাত্র আবা[২] কেউ একজন ব্যবহার শুরু করেছিল। তীব্র শীতে দুই দিনেই সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন অনন্যোপায় হয়ে তার কাছে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে; বরং ভীষণ লজ্জা ও সংকোচের সঙ্গে থাকে। আরেকবার বোমার আঘাতে তার পা ভেঙে গিয়েছিল। তখন বাধ্য হয়ে অন্যদের কাঁধে ভর করে চলতে হতো। মাঝেমধ্যেই সে বলে উঠতো, ভাই তোমাদেরকে এভাবে কষ্ট দিতে আমার এত খারাপ লাগছে যে, পা ভেঙেও আমার এত খারাপ লাগছে না।

সুস্থ হয়ে আব্দুর রহমান আবার রণাঙ্গনে। এবার তার সুযোগ হল মুজাহিদদের সেনাপতি 'সাইয়্যেদ বায'-এর অধীনে যুদ্ধ করার। সাইয়্যেদ বায অত্যন্ত মুত্তাকী-পরহেযগার একজন আলেমে দ্বীন এবং আফগান মুজাহিদদের সিপাহসালার। তিনিই রুশ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শত্রুবাহিনী বিশাল ট্যাংকবহর ও একঝাঁক জঙ্গি বিমান নিয়ে হামলা শুরু করল। কিন্তু সাইয়্যেদ বাযের দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিরোধের মুখে তারা মুজাহিদদের ঘাঁটিতে প্রবেশ করতে পারল না। ফলে মুজাহিদ প্রথমবারের মত এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে নির্বিঘ্নে শত্রুর মোকাবিলা করল। আর ইতিহাস দেখল মাত্র আঠার বছর বয়সের তরুণ আব্দুর রহমানের বীরত্ব ও রণকৌশল। অবশেষে আল্লাহর রহমত ও নুছরতে মুজাহিদ বাহিনী বিজয় লাভ করল। কিন্তু আফসোস! এ বিজয় লেখা হল শহীদ আনাস, আব্দুর রহমান এবং সাইয়্যেদ বায-এর মত মহান বীরপুরুষদের তাজা রক্তের বিনিময়ে। আল্লাহ তাদের সকলকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম নছীব করুন। আমীন।

---

[২] আবা- আরবদের পোশাক বিশেষ। আমাদের দেশে খতীবরা জামার উপর (জুব্বা সদৃশ) কালো যে পোশাকটি পরিধান করে থাকে।

শহীদ আহমাদ তিউনিসী

বন্ধু আহমাদ! তোমার সৌভাগ্য বড় ঈর্ষণীয়। তাকদীর তোমাকে সুদূর আরব থেকে উড়িয়ে আনল এমন ঈর্ষণীয় সৌভাগ্য দান করার জন্য! রণাঙ্গনে যখন ঘোরতর লড়াই চলছে, শত্রুর মোকাবিলায় সবাই যখন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সেই গুরুতর এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তুমি রোযা রাখলে এ আশায় যে, আল্লাহ তোমার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন। কারণ হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় থাকা অবস্থায় রোযা রাখবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।

আমি ভেবে অবাক হই যে, কীভাবে তুমি ইতালীর মত জঘণ্য দেশ থেকে আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে আসতে পারলে! নারী-সুরা, মদ-জুয়া, যিনা আর ব্যভিচারের নরক-রাজ্য হচ্ছে ইতালী। সেই পরিবেশ ছেড়ে তুমি কীভাবে আসলে পাহাড়-মরুভূমির দেশ যুদ্ধাবিপর্যস্ত আফগানিস্তানে, যেখানে সর্বদা গোলা বারুদের গন্ধ ছোটে, ট্যাংক-কামানের গোলা ছুটে।

সবাই স্বপ্ন দেখছিল, ভবিষ্যতে তুমি বৈমানিক হবে। তোমার বাবা ভাবছিল, ডাক্তারী পড়ে তুমি প্রফেসর হবে। তো কে এখন তোমার সেই খালি জায়গা পূরণ করবে? নাকি সবাই দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিল, আর তুমি ছিলে নতুন ইতিহাস রচনার বাস্তব জগতে। তাই তো তুমি সব ভুলে আপন করে নিয়েছিলে কোরআন শরীফকে। আর জীবনসঙ্গী বা নিয়েছিলে তোমার বন্দুককে। যা ছিল তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই বন্দুকই ছিল তোমার হৃদয়-নিভৃতে স্বপ্ন দেখানোর প্রদীপ। তোমার বাবা আজীবন চিকিৎসা সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, যিনি স্বপ্ন দেখতেন ভবিষ্যতে তুমি মেডিকেল কলেজের প্রফেসর হবে, কিংবা নামিদামি একজন ডাক্তার হবে। তিনি যখন তোমার শাহাদাতের সংবাদ শুনবেন তখন কীভাবে নিজেকে সামলাবেন? কী বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবেন? মাত্র তিন দিনে তুমি যেভাবে আফগানদের হৃদয় জয় করেছো, তাতে তোমার শাহাদাতের সংবাদ তাদের মাথার উপর বজ্র হয়ে পড়বে। তাদের হৃদয়জগতে অন্তহীন এক হাহাকার সৃষ্টি করবে।

তোমার সহযোদ্ধা মানছুর, উছমান এবং তোমার কমাণ্ডার সিরীন জামাল তোমার রক্ত থেকে জান্নাতী খুশবুর ঘ্রাণ পেয়েছে। সুতরাং এখন তো সবার আফসোস আরো বেড়ে যাবে।

আচ্ছা আহমাদ! সত্যিই কি তুমি জানতে আজ তোমার শাহাদাত নছীব হবে? তোমার রবের সঙ্গে কি তোমার কোন গোপন ওয়াদা হয়েছিল? নইলে কেনো তুমি অভিযানের আগে মানছুরকে বলেছিলে- "বিদায় বন্ধু", দেখা হবে জান্নাতে! আর মুহুর্তের মধ্যে চলে গেলে সবার আড়ালে, আর আপন রবের সঙ্গে মিলিত হলে রোযা রেখে!

সালাম বন্ধু আহমাদ, সালাম। তোমাকে জানাই আমাদের বিদায় সালাম। আশা করি দেখা হবে জান্নাতে। দুআ করি আল্লাহ তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে একত্র করবেন জান্নাতে, নবী-সিদ্দিকীন, সালেহীন, শহীদানের বরকতময় কাফেলাতে।

শহীদ আব্দুল জাব্বার

আল্লাহর মাহবুব বান্দা, আমাদের সকলের প্রিয়পাত্র হে আব্দুল জাব্বার! রোযাকে আপন করে নিয়েই কি তুমি আল্লাহর আপন হয়েছো? সফরে-হজরে, আবাসে-প্রবাসে, শীতের আরামে, গ্রীষ্মের গরমে কখনো কেউ তোমাকে রোযা ভাঙতে দেখেনি। জীবনে একবারও কি তোমার 'রোখছোত* গ্রহণ'-এর সাধ জাগেনি! অভিযানের সময় কত পাহাড়-পর্বত, সুউচ্চ টিলায় আরোহন করতে হয়, কখনো দীর্ঘ উঁচু দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। রোযা রেখে এটা কীভাবে সম্ভব হতো তোমার পক্ষে? এ কাফেলায় একইসাথে তোমার বড় আবু দুজানাও ছিল, বড় হিসাবে তুমি তাকেও তো অনুসরণ করতে পারতে। নাকি তুমি আরো বড় কাউকে অনুসরণ করেছো। জান্নাতে আরো উচ্চ মাকাম হাছিলের জন্য?!

এখনো আমার চোখে ভাসছে, তোমার চেহারা, সেই অমায়িক দীপ্তি, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত, কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, কিন্তু তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের তৃষ্ণা শুধু বেড়েই চলত। আরো একটু তাকিয়ে থাকতে চায়, হৃদয়াত্মা আরো শীতল হতে চায়। কেন হঠাৎ করে এভাবে চলে গেলে? তুমিও কি ব্যাকুল হয়েছিলে অন্য কারো আকর্ষণে?!

---

* রোখছাত অর্থ: ছাড়, অবকাশ, কোন আমল করা না করার এখতিয়ার।

ওহে মহান জাব্বারের প্রিয় আব্দুল জাব্বার! বিদায়বেলা একটু কি অভিমান হয়েছিল আমাদের উপর? তুমি পানি চেয়েছিলে, কিন্তু দেইনি বলে! সেই দৃশ্য তো আমাকে এখনো কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, যখন তুমি লড়ছিলে বুক চিতিয়ে, এগিয়ে যাচ্ছিলে বীর বিক্রমে, তখন তোমাকে আচমকা আঘাত হানল কামানের গোলা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তুমি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়লে। আর আবু খালেদ দৌড়ে এসে তোমাকে কোলে তুলে নিল। এমনই হৃদয় বিদারক মুহূর্তে যখন তুমি পানির দিকে ইশারা করলে আমরাও দৌড়ে গেলাম পানির দিকে, কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করল তোমাকে পানি দিতে। শেষ বিদায়ের সময় জানি না ডাক্তার কেন এমন করল, আর আমরাই বা কেন এমন করলাম! মাফ করে দিয়ো বন্ধু, আবার দেখা হবে জান্নাতে। আমীন।

শহীদ আহমাদ আয-যাহরানীর পিতার পক্ষ হতে ডক্টর আব্দুল্লাহ আযযামের প্রতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর পথে আমার ভাই শায়েখ আবদুল্লাহ আযযাম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

তোমার মোবারক চিঠি আমার কাছে পৌঁছেছে, যাতে তুমি আমার পুত্র আহমাদের মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছো, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ হতে এবং মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তম জাযা দান করুন। আর উম্মতকে বিপদের মুখ থেকে উদ্ধার করার এবং গাফলতের ঘোর থেকে জাগ্রত করার যে উত্তম প্রচেষ্টায় তুমি আত্মনিমগ্ন হয়েছো, আল্লাহ তাতে বরকত দান করুন, আমিন।

আল্লাহর পথে হে আমার ভাই! আমি পুরানো সামরিক অফিসার ইহুদীদের বিরুদ্ধে ৮৪ বছর পূর্বে এক যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম এবং তাতে কিছু বীরত্বের দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিলাম। তবে তা খুবই সামান্য ও নগণ্য। তদুপরি সেটা ছিল ব্যক্তিগত একটি প্রচেষ্টা, যা তোমার এই মোবারক জিহাদের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। তবে এই জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, যা ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর

তুমি নিজেও যেহেতু একই পথের পথিক, তাই তোমার কাছে এগুলো বলা মানে মায়ের কাছে নানীর বাড়ির গল্প বলা।

যাহোক, আল্লাহর ইচ্ছায় এই জিহাদই যামানার এই দুর্দিনে উত্তম বৃষ্টির ন্যায় যা বর্ষিত হয়েছে এমন কিছু অন্তরে যা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে রব হিসেবে মান্য করে এবং ইসলামকে ধর্মরূপে এবং মুহাম্মদ (সা.)কে নবীরূপে এবং জিহাদকে পথরূপে এবং কুরআনকে জীবনবিধান-রূপে গ্রহণ করে।

আল্লাহর শপথ! জিহাদ বড়ই লাভজনক ব্যবসা। আর তাতেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও মর্যাদা। মাটির টান এবং দেহের স্থূলতা থেকে বেঁচে থাকার এটাই উপায়। এতেই রয়েছে স্বস্তি ও আস্থা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা। আর এটাই হচ্ছে ইসলাম, যার অবস্থান অন্যসব ধর্মের উপরে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিঃসন্দেহে যে তাক্বওয়া অবলম্বন করবে এবং সবর করবে (আল্লাহ তাদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না) কেননা আল্লাহ সদাচারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। সুতরাং হে ভাই! আমি তোমাকে এবং নিজেকে তাক্বওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি।

ইতি

আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াহয়া আয-যাহরানী

শহীদ আহমাদের স্মরণে আমীরের স্মৃতিচারণমূলক পত্র

প্রতিদিনই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরী মৃত্যু কোন না কোন যুবককে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর সে চলে যাওয়ার পরই তার মর্যাদা বুঝে আসছে। যেন সে হঠাৎ বিশাল ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে, এতদিন যে ছিল খুব সাধারণ একজন যুবক। তায়েফ এবং অহিলায় আল্লাহর অভিমুখী বহু যুবক আছে। আহমাদ তাদেরই একজন, এখানেই সে প্রতিপালিত হয়েছে। আফগানযুদ্ধ এখন সমগ্র তায়েফের; বরং গোটা মুসলিমবিশ্বের আলোচনার বিষয়। দুনিয়াজোড়া এসব আলোচনা থেকে আহমাদের পরিবারও বাদ যায়নি। আফগান জিহাদ সম্পর্কে কথা-বার্তাই এই পরিবারে ব্যস্ততা হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে। কেননা এই পরিবারের সন্তানেরা জেনে নিয়েছে যে, জিহাদ ফরযে আইন। যা আদায় করতে হয় জান এবং মাল উভয়টি বিসর্জন দিয়ে। এক্ষেত্রে এমনকি মা-বাবার অনুমতিরও প্রয়োজন হয় না।

আহমাদের বড় ভাই এসেছিল আফগান জিহাদের ঘটনা ও তার প্রকৃতি এবং এতে তার কী ভূমিকা পালন করা উচিৎ, সেটা জানার জন্য। তখনই প্রথম আমি আহমাদকে আমার ঘাঁটিতে দেখেছিলাম। সেটা ছিল ১৪০৬ হিজরীর রামাযানের ঘটনা। তখন তার সাথে ছিল তার বড় ভাই। তিনি ছিলেন চাকুরীজীবী। তিনি এসে আমার তাঁবুতে বসলেন এবং আমাকে আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার হুকুম জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, এটা ফরযে আইন, এ ব্যাপারে মা-বাবার অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। তিনি এতটুকুতেই চাকুরী থেকে পদত্যাগ করলেন এবং জিহাদে বের হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে দেশে ফিরলেন। তার পাশেই ছিল সদা হাস্যমান এক তরুণ। আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, সে ঐ কেতাদুরস্ত চাকুরিজীবীর ভাই। তাকে লক্ষ্য করে বললাম, তুমি হলে আল্লাহর রাস্তার সিংহ।

রামাযানের শেষের দিকে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। সময় তার আপন গতিতে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একদিন আমি আহমাদকে দেখলাম, আমার ঘাঁটির পাশে বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে লড়াই করছে। যেন শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করছে। যেন আয়তলোচনা হুরদের সাক্ষাতের জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

তার বড় একটি গুণ ছিল, নির্মল কৌতুক এবং স্বভাবসুন্দর হাসি মশকরা, যা তার সরল হৃদয় এবং স্বচ্ছ স্বভাবের পরিচয় বহন করতো। কৃত্রিমতা বা উপহাসের কদর্য কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারত না।

যারা শীতকালে আমার ক্যাম্প দেখেছেন তারা জানেন যে, শীতকালে সেখানে কী কষ্টটাই না করতে হয়। সেখানে তখন তাপমাত্রা ০.২ ডিগ্রিতে নেমে যায়। তখন পাত্রে গরম পানি রাখলেও জমে বরফ হয়ে যায়। অযুর সময় দাঁড়িতে সামান্য পানি লেগে থাকলেও জমে বরফখণ্ডে পরিণত হয়।

মোটকথা শীতকালে ঐ অঞ্চলে খুবই কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হয় যা খুব কম মানুষই সহ্য করতে পারে। আমি তাদের মাঝে প্রায় দশদিন অবস্থান করেছিলাম। তো আমি তাদেরকে ঈর্ষা করতাম এবং তাদের সহ্যক্ষমতা দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করতাম। যেখানে ভর দুপুরেও বাতাস এতটাই হীম শীতল যে, সূর্য মাথার উপরে থাকা সত্ত্বেও বাতাসের ঝাপটায় শরীরে কাঁপুনি ধরে যায়। তবুও ফজরের পর থেকে সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত তাদের উৎসাহ ও পরিশ্রমী মানসিকতা দেখে তাদের প্রতি আমার অন্তরে একটা শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠে। তারা মুজাহিদদের ঘাঁটি থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে কমিউনিস্টদের কেন্দ্রের তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার কাছে গিয়ে অবস্থান করতো। আমি আশংকা করতাম যে, কখন জানি শত্রুরা তাদেরকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। শত্রুদের গোয়েন্দাগিরির খবর তো আমার জানা ছিল। তাই প্রায়ই আমার আশংকা হত যে কখন জানি বোমা বর্ষণ শুরু হয় এবং তাদেরকে মিটিয়ে দেয়া হয়। তাই মনেপ্রাণে কামনা করতাম, তারা যেন মুজাহিদদের ঘাঁটির কাছাকাছি অবস্থান করে। কিন্তু তারা বলল, যত মূল্যই দিতে হোক, যত কোরবানীই করতে হোক, তারা তাঁদের অবস্থানে অনড় থাকবে।

আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা হামলা করে তাহলে কি তোমরা পিছু হটবে? (ভারী অস্ত্রশস্ত্র বলতে বুঝায়, শ'খানেক ট্যাংক, অস্ত্রবোঝাই গাড়ী বহর, সাথে ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমারু বিমান)। সে মুচকি হেসে বলল, ইনশাআল্লাহ আমরা তার মোকাবেলা করবো এবং যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরিয়ে দেবো। তখন আমিও তার জওয়াব শুনে মুচকি হাসলাম। আরেকজনকেও একই প্রশ্ন করলাম।

সে বলল, আসমানে আল্লাহ্ আছেন, আর যমীনে আছে আবু আব্দুল্লাহ (এই দু'জনই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট)। আমি যখন তাদের ছেড়ে আসছি তখন তারা রাতদিন এক করে তাদের অবস্থানস্থল সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত। অথচ তারা ছিল বিলাসী যুবকের দল। যারা এখনো জীবনের ধাক্কা খায়নি এবং অভিজ্ঞ ও পরিপক্ব হয়ে উঠেনি, যেমনটি হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তাদের মনোবল ছিল আকাশচুম্বী।

কবি বলেছেন–

মনোবল যদি উচ্চ হয়, তবে দেহ তার উদ্দেশ্য পূরণে ক্লান্ত হয় তারা বলতো, অবশ্যই কমিউনিস্টদের এই পথ মুক্ত করা দরকার। তাদের কেউই কাজ ছাড়া থাকতো না। একবার তাদের মধ্য হতে সাতজন শত্রু শিবিরের মাত্র দুই মিটার দূরে তাঁবু গেড়ে ওঁৎ পেতে থাকল। আমি তাদের দুঃসাহস এবং অবিচলতা দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। তারা দীর্ঘক্ষণ এভাবে ছিল। আর সবাই তাদের জন্য দোয়া করছিল।

তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন তারা পিপাসার্ত হয়ে মৃত্যুঘাটে হাজির হয় কিংবা তারা বারুদ থেকে শহীদী কাফনের জান্নাতী ঘ্রাণ পায়। আর আহমদতো সরাসরি মৃত্যুকেই খুঁজে বেড়াত। সে অনেকদিন যাবৎই কেমন যেন জান্নাতি খুশবু পেত। তাই সে অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। কোন ক্যাম্প বেশি দিন অভিযানের বাইরে থাকলে সে অন্য ক্যাম্পের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। যেখানে খুব বেশী বেশী অভিযান পরিচালিত হয়। সে বলেছিল, এটাই আমার শেষ অভিযান। যদি শাহাদাত লাভ না হয় তাহলে এরপর কান্দাহারে চলে যাবো। কিন্তু সে জানতো না যে আল্লাহ্ অন্য কিছু চান, আল্লাহ্ তাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চান। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন। আমরা আশা করি আল্লাহ্ তার শাহাদাত বরণ কবুল করেছেন।

সে ছিল সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াতকারী। সে সুমধুর কণ্ঠে গজলও গাইত। সে তার ভাইদেরকে আনন্দ দিত এবং তাদের ক্লান্তি দূর করতো গজল গেয়ে গেয়ে। তায়েফ থেকে যারা এসেছিল তারা চাইতো আহমাদই তাদের নামাজের ইমামতি করুক। শায়খ তামীম তার তেলাওয়াত পছন্দ করতেন এবং তার পিছনে নামাজ পড়ে প্রশান্তি লাভ

করতেন। আমি পরে জেনেছি যে, তার কিছু ক্যাসেটও আছে, যা তায়েফে এবং অন্যান্য জায়গায় বিক্রি হয়। আর আহমাদের মুখের আযান ছিল বড়ই চমৎকার।

অভিযানের একদিন আগে আমি তাদের সাথে ছিলাম এবং তাদের সাথেই রাত কাটিয়েছি। তখন আহমাদের এক সাথী আমাকে বলল, জুমআর রাত্রে যখন আহমাদের পাহারার দায়িত্ব ছিল তখন সে সারা রাত তাহাজ্জুদের মধ্যেই কাটিয়েছে।

আবু ফায়ছাল নামে আরেকজন আমাকে বলেছে, "আমার সাথে একমাস আগে আহমাদের দেখা হয়েছিল, তখন সে আমাকে মুছহাফ হাদিয়া দিয়েছিল এবং বলেছিল, যখনই আপনি তা তেলাওয়াতের জন্য খুলবেন তখনই আমার শাহাদাতের দোয়া করবেন। আহমাদ ও তার ভাই মুহাম্মদ সারা তায়েফে দাঈ হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা উভয়ই সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করতে অভ্যস্ত ছিল। আমার মনে পড়ে, এক জুমার দিন সকালে আহমাদ গল্প-গুজব ও হাসি-মশকরায় লিপ্ত কিছু যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদেরকে এই অবস্থায় দেখে সে বলল, ভাইয়েরা! আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকো। সে অন্যদেরকে বলছিলো, আজ জুমার দিন, তোমরা সূরা কাহাফ পড়তে ভুলে যেওনা।

আহমাদ হয়ত অনুভব করছিলো যে, এটাই দুনিয়াতে তার শেষ দিন। তাই তায়েফ থেকে আগত তার ভাই আবু হুযাইফাকে বিদায়ের সময় বলল, মা-বাবাকে আমার বিদায়ী সালাম বলো, কারণ ইনশাআল্লাহ আজই আমি শহীদ হয়ে যাবো।

অভিযানে রওয়ানা হওয়ার জন্য দলগুলো সারিবদ্ধ হলো, আর সবার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। আহ! বিদায়ের সেই উষ্ণ মুহূর্তগুলো কত দ্রুত অতিক্রান্ত হয়। প্রত্যেকেই আশংকা করে যে, হয়ত আর দেখা হবে না ভাইয়ের সাথে। কিন্তু কিছু যুবক তখনো শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়নি। তাই দায়িত্বশীল তাদেরকে শরীক হতে নিষেধ করলেন, আর তারা কান্নাকাটি শুরু করল এবং বিভিন্নজনকে দায়িত্বশীলের কাছে সুফারিশের জন্য অনুরোধ করতে লাগল, যাতে দায়িত্বশীল তাদেরকে যাওয়ার অনুমতি দেন।

যাহোক, অবশেষে কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। জুমার দিন দোয়া কবুলের সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে গোলা বর্ষণ শুরু হল। আমি অভিযান পর্যবেক্ষণ করছিলাম। দেখলাম, গোলা শত্রুর কেন্দ্রগুলো পুড়িয়ে দিচ্ছে এবং তাদের ঘাঁটিগুলোকে আগুনের লেলিহান শিখা গিলে গিলে খাচ্ছে। আহমাদ ছিলো অগ্রবর্তী কেন্দ্রগুলোতে। সে ২৭ নম্বর কামানের ক্ষেপণ পর্যবেক্ষণ করছিলো এবং মাঝে মাঝে গোলা পতনের স্থান উঁকি মেরে দেখছিল। আবার কখনো কামান দাগাচ্ছিল। তো সে আল্লাহর শত্রুদের পুড়ে যাওয়া দেখে বুকের চাপা ক্ষোভ উপশমের উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে গেল আর চিৎকার করে বলতে লাগল, লিল্লাহে তাকবীর! আল্লাহু আকবার!!

জুমার দিনের সূর্যাস্তের সাথে সাথে আহমাদের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেল। তার সঙ্গীরা তাকে ডাকতে লাগল কিন্তু সে কোন জওয়াব দিচ্ছিলনা। অবশেষে ইয়াহইয়া এগিয়ে গিয়ে দেখল, আহমাদ রক্তে রঞ্জিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আল্লাহর নবীর হাদীসের সেই সুসংবাদ মনে পড়ল, যেখানে জান্নাতী যুবকের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে– "সে ঘোড়ার লাগাম ধরে ছুটে চলে মৃত্যুর দিকে, যেখান থেকে ফরিয়াদ ভেসে আসে। আল্লাহর রাস্তায় যার চুল এলোমেলো এবং পা ধুলিমলিন হয়েছে।" আহমাদ সে জান্নাতী যুবকদেরই একজন ইনশা আল্লাহ।

আমরা নিকটেই যুদ্ধক্ষেত্রের খবরাখবরের অপেক্ষায় ছিলাম, আমাদের কাছে খবর পৌঁছল যে, আহমাদ ২৭ নম্বর কামানের নিকট শহীদ হয়ে গেছে। খবর শোনামাত্র তায়েফের ছেলেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, কেননা তারা ছিল তার সেই শৈশবের বন্ধু। তারপর পরিস্থিতি যখন শান্ত হল তখন যুবকেরা একে অপরকে তার শাহাদাতের সম্ভাষণ জানাতে লাগল এবং তারা কামনা করছিল যেন তারাও শাহাদাত লাভ করে এবং আল্লাহ তাদের শাহাদাত কবুল করেন।

যুবকেরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাতের এই গভীর অন্ধকারে এবং সেই অঞ্চলে সেই গোলা বৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার লাশ হাজিরের দাবী জানাল এবং তারা পীড়াপিড়ি করতে লাগল তাকে বিদায় জানাবার জন্য। তখন আমরা তাদেরকে বললাম, পথ স্পষ্ট না হওয়ায় এবং রণাঙ্গণ ভীষণ আকার ধারণ করায় এখন যাওয়াটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া সুন্নত হচ্ছে,

শহীদকে তার শাহাদাত বরণের স্থানে দাফন করা; অন্য কোথাও স্থানান্তর না করা। যেমন হাদীসে এসেছে, একদল সাহাবী তাদের শহীদগণকে মদীনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আল্লাহর রাসূলের (সা.) ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, শহীদদেরকে যেন তাদের শাহাদাত বরণের স্থানে ফিরিয়ে নেয়া হয়।

শত্রুর গোলাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্ধকারের যানায় ভর করে কিছু যুবক চুপিসারে গিয়ে আহমাদের মৃতদেহে উপস্থিত করল। তখনও তার মুখে ছিল সেই মৃদু হাসি যা জীবিতাবস্থায় তার বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সহযোদ্ধা আবু হুযাইফা বললো, আমি আহমাদের মৃতদেহ থেকে অন্যরকম এক খুশবুর সুঘ্রাণ অনুভব করছি।

পাহারার সময় আহমাদ যে কামরায় অবস্থান করতো তার সামনেই তার জন্য স্থায়ী আরামের ঘর (কবর) তৈরী করা হল। তাকে কবর দেয়ার জন্য এবং তাকে রাব্বুল আলামীনের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আবু হুযাইফা তার পবিত্র দেহ বহন করেছিল। চক্ষু অশ্রু ধরে রাখতে পারছিল না, যদিও হৃদয়ে ছিল আহমাদের শাহাদাত বরণে, তার জান্নাতী হওয়ার খুশী ও আনন্দ।

আবু হুযাইফা এবং আরো যারা নির্মল ও শান্ত এই আহমাদকে জীবীতাবস্থায় দেখেছে তাদের এই মূহূর্তগুলোতে মনে পড়ে যেতেই পারে মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) এর কথা। আর মনে হতে পারে সেই চিরন্তন বাণীগুলো যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসআবকে উহুদের দিন বিদায় দিয়েছিলেন, তোমাকে আমি মক্কায় দেখেছি, মক্কায় তখন তোমার চেয়ে উত্তম পোশাক এবং তোমার চেয়ে সুন্দর চুলের অধিকারী কেউ ছিল না। আর এখন তুমি এলোমেলো চুল আর এক চাদরে (কবরে যাচ্ছো)!

স্বাগতম তোমায় হে তায়েফ! তোমার সুললিত কণ্ঠের অধিকারী সেই শহীদ মুআযযিনের জন্য। আর তার মা-বাবা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য তার আছে শাহাদাত ও শাফা'আতের সুসংবাদ। সিংহের অভয়ারণ্যের সেই সিংহ চলে গেল।

হে আহমাদের আপন ভাইয়েরা! ত্বিলাল, ইয়াহইয়া, সাঈদ, উমর, আব্দুল ওয়াহহাব ও অন্যান্যরা! এই সিংহ তো চলে গেলেন, কিন্তু তোমাদের সামনে পথ করে দিয়ে গেলেন। তো তোমরা কি তারই পিছু পিছু একই পথের যাত্রী হবে?

হে আহমাদের বন্ধুগণ! আহমাদ তো চলে গেলেন এবং তোমাদের কাছে সত্যের প্রমাণ রেখে গেলেন, এরপর তো তোমাদের বসে থাকার কোন অজুহাত বাকী নেই!

হে আহমাদের আত্মীয়গণ! সেই পথ থেকে পিছিয়ে থাকা তোমাদের উচিৎ হবে না, দুনিয়া ও আখেরাতে যে পথের পথিকের যিম্মা গ্রহণ করেছে স্বয়ং আল্লাহ পাক!

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে আহমাদের সঙ্গে একত্রিত করেন।

শহীদের পরিবারের প্রতি প্রেরিত চিঠি

সম্মানিত চাচাজান আব্দুল্লাহ ইবনে আয-যাহরানীকে আল্লাহ নিজের হিফজ ও আমানের মধ্যে রাখুন।

সম্মানিতা চাচিজান আহমাদের মাতাকেও আল্লাহ আপন হেফাজতে রাখুন, আমীন।

আহমাদের আপন ভাইগণ, ত্বিলাল, ইয়াহইয়া, সাঈদ, উমর, আব্দুল ওহহাব, মুহাম্মদ, বানাদার সকলকেই আল্লাহ আপন হেফাজতে রাখুন।

আহমাদের বোনদেরকে আল্লাহ সাহায্য করুন এবং সবরে জামীলের তাওফীক্ব দান করুন।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আল্লাহ বলেছেন–

"নিঃসন্দেহে সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করবে। তবে শহীদগণ মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়ার গৌরব এবং আখেরাতের সফলতার নিশ্চয়তা লাভ করেন।

আসলে শাহাদাত বরণের মানে হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিশেষভাবে নির্বাচিত হওয়া। যেমন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, আর ঐ দিনগুলোকে আমি অদলবদল করে থাকি তোমাদের মধ্যে, যেন আল্লাহ জেনে নেন ঐ লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে, তোমাদের মধ্য হতে এবং যেন তিনি গ্রহণ করেন তোমাদের মধ্য হতে কিছু শহীদ।"

প্রত্যেক জাতিই এমন কিছু লোকের কারণে বেঁচে থাকে যারা তার পতাকা সমুন্নত করে রাখে, তার পবিত্র ভূমিকে রক্ষা করে। সর্বোপরি তাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার কাজে নিজেদের জীবন কোরবান করে।

কত জাতি এমন আছে যাদেরকে স্মরণীয় করে রেখে গেছে এবং অস্তিত্ব রক্ষা করে গেছে এবং তাদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছে তাদেরই মধ্য হতে কোন আত্মমর্যাদাশীল যুবক।

হে আহমাদের পরিবার! তোমরা এমন এক পরিবার যাদেরকে মানুষ আহমাদের নামে চিনবে। যেই আহমাদকে আল্লাহ পরবর্তীদের মাঝে প্রশংসনীয় করেছেন। তার স্মরণে তোমরাও স্মরণীয় হবে এবং তার পরিচয়ে তোমরাও পরিচিত হবে। বহুকাল যাবৎ এই উম্মত গাফলতের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এবং গভীর ঘোরে ডুবে আছে। অথচ বিশ্বের অস্ড়িত্ব টিকে থাকার জন্য এদের জেগে থাকার কোন বিকল্প নেই। এখন এই উম্মতকে জাগিয়ে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে রক্তের ঢল এবং অস্ত্রের আওয়াজ। আর যুবকদের এই পবিত্র রক্তই এই উম্মতকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে এবং জীবনের নিস্প্রাণ নদীতে সৃষ্টি করবে তরঙ্গ-জোয়ার।

সীরাতুল মুস্তাক্বীমের এই দ্বীন তখনই সজীব ও জীবন্ত হয়ে উঠে যখন সে তার সত্যনিষ্ঠ ও মুখলিছ সেনাদের রক্তে সিঞ্চিত হয়। এই দ্বীনের সুদীর্ঘ ইতিহাস মুজাহিদীনের খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গে ভরপুর। যার বিনিময়ে আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতে একশ'টি বিশেষ মর্যাদা।

উলামায়ে উম্মত সবাই এবিষয়ে একমত যে, এখন জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্ড়ায় জিহাদ করা ফরযে আইন। আর পরিস্থিতি এখন এত

ভয়াবহ যে, পিতা-মাতার অনুমতিরও এখন প্রয়োজন নেই। তবে নারীদের জন্য মাহরাম ছাড়া বের হওয়ার অনুমতি নেই।

যেই পবিত্র ভূমিগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, যেই সম্পদগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে, যেই ইজ্জত-সম্মানের বেহুরমতি হয়েছে, যেই ভূমিগুলো দখল করে রাখা হয়েছে, সব যেন যুবকদের হিম্মত ও মুসলমানদের মনোবলকে লক্ষ্য করে বলছে– মুসলিম নারী শত্রু শিবিরে হয়ে আছে বন্দী, তুবও হে মুসলিম তুমি শান্ত চিত্তে বসে আছো! জাগায় জাগায় আজ মুসলিম নারী হচ্ছে নির্যাতিতা, আর তুমি হে যুবক ব্যস্ত হয়ে আছো আরাম-আয়েশের তালাশে!

আহমাদের সমবয়সীরা যখন কার-রেসের খেলায় মত্ত ছিল, তখন আহমাদ কামান-গোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো! আধুনিক শহরগুলোতে, নগ্নতা ও যৌনতার উন্মাদনায় ডুবে থেকেই আজ কাল যুবকেরা তাদের ছুটি কাটায়। কিন্তু আহমাদ! সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে পাহাড়ের চূড়ায় গোলা-বারুদের গন্ধ আর ট্যাঙ্ক-কামানের বিকট শব্দের মাঝেই তার সময় কাটতো।

কবি বলেছেন-

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ স্থান হল ঘোড়ার পিঠ   আর সময়ের শ্রেষ্ঠ বন্ধু কিতাব

আজ-কালের যুবকরা তো যৌবনের অস্থিরতায় সুরেলা গান আর হৈচৈ বাজনা শোনা কিংবা নোংরা-নগ্ন ছায়াছবি দেখা ছাড়া ঘুমাতেই পারে না। কিন্তু আহমাদ! মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার্থে আল্লাহর রাস্তায় সে রাত জেগে কাটাতো। আর রাতের প্রহরগুলোতে তাসবীহ-তাহাজ্জুদ আর ইস্তেগফারে সমাহিত হয়ে থাকত। আজ-কাল মানুষ দুনিয়াদারদের নৈকট্য অর্জন এবং তাদের মোসাহেবদের কাছে আসা-যাওয়ার মধ্যেই মর্যাদা দেখতে পায়, কিন্তু আহমাদ বুঝতে পেরেছিল, দুনিয়াকে পদদলিত করার মাঝেই মর্যাদা। তাই দুনিয়া তার চোখে এতই ছোট হয়ে গিয়েছিল যে, তার অন্তরে বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ সেই হাদীছ শরীফ সে ভাল করেই জেনেছে, তুমি দুনিয়া বিমুখ হও আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকদের কাছে যা আছে তা থেকে বিমুখ হলেই কেবল মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।

এখানেই শেষ করছি, যদিও অন্তরে বলার মত অনেক কথাই আছে এবং হৃদয়েও আছে অনেক ব্যথা-বেদনা। তবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি যে, আমার অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি কামনা করি, আমার প্রতিটি সন্তানই যেন আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভে ধন্য হয়। আল্লাহর কাছে আশা রাখি তিনি আমাদেরকে তারই পথে শাহাদাত দান করবেন।

তোমরা বড় সৌভাগ্যবান তোমাদের এই শহীদ পুত্রের জন্য, ইনশাআল্লাহ সে দুনিয়াতে তোমাদের জন্য মর্যাদা ও প্রশংসা বয়ে আনবে। আর আখেরাতে আনবে সুফারিশ ও উঁচু মরতবা।

অবশেষে আমি আমার পত্রটির সমাপ্তি টানতে চাই, শহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীছ দ্বারা- শহীদের জন্য তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে ছয়টি কিংবা সাতটি মর্যাদা, তার রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। মৃত্যুর সময় সে জান্নাতে তার বাসস্থান দেখতে পাবে। কেয়ামতের দিন সমস্ত ভয়-ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে। আর তাকে পরানো হবে মর্যাদার মুকুট, যাতে খচিত ইয়াকুত সমগ্র দুনিয়া ও তাতে বিদ্যমান সকল সম্পদ থেকে শ্রেষ্ঠ। আর তাকে বাহাত্তর জন আয়তলোচনা হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে, কিয়ামতের দিন তার পরিবারস্থ সত্তরজনের বিষয়ে তার সুফারিশ কবুল করা হবে। (সহীহ হাদীস)

ইনশাআল্লাহ আমরা এপথেরই পথিক থাকবো আর আল্লাহর কাছে আমরা জীবনের সুসমাপ্তি আশা করব।

ইতি

তোমাদের ভাই আব্দুল্লাহ আযযাম

মঙ্গলবার, ২৩ শাবান, ১৪০৭ হিজরী

মোতাবেক ১২ এপ্রিল, ১৯৮৭ ঈসায়ী

হামদ ও ছালাতের পর-

আল্লাহর আমোঘ বিধান হিসাবে, প্রতিদিনই কোন না কোন মুজাহিদ শাহাদাত লাভে ধন্য হচ্ছেন। যাদের মৃত্যুর পরই শুধু আমরা বুঝতে পারছি যে তারা ছিলেন সাধারণ বেশে অসাধারণ মানুষ।

আহমাদ নামে এক তায়েফী যুবকের কথা জানি, যার জন্ম ও প্রতিপালন হয়েছে এমন একটি পরিবারে যার সদস্যভুক্ত ছিলো নিবেদিতপ্রাণ কিছু যুবক। আর বহু মুসলিম জনপদে বিশেষ করে তায়েফের প্রতিটি পরিবারে আফগান জিহাদের বিষয়টি ছিলো তাদের নৈশআলোচনার একমাত্র বিষয়। আফগান ভূমিতে যে সকল লোমহর্ষক ঘটনা ঘটত সেসব জিহাদী আলোচনাই তাদের রাতদিনের ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছিল। তারা জানতো, বর্তমান পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন। জানমাল ব্যয় করে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর অবশ্যকর্তব্য। আর যে কোন ফরযে আইন পালনের জন্য মা-বাবার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

আহমাদের প্রতিটি ভাই ছিলো সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কর্মরত। একবার তার বড় ভাই আফগানিস্তানে এসেছিলেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তার করণীয় কী, আর বাস্তবে তিনি কী ভূমিকা পালন করতে পারবেন, সে বিষয়ে ধারণা নেয়ার জন্য। সেই সুবাদে আমার তাঁবুতেও এসেছিলেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে। আহমাদের সঙ্গে সেদিনই আমার প্রথম সাক্ষাত। মৃদুহাস্যোজ্জ্বল চেহারার উঠতি বয়সী টগবগে তরুণ। প্রথম দেখাতেই আমার মনে হলো, ভবিষ্যতে সে হবে আল্লাহর পথের মহান মুজাহিদ। আফগান রণাঙ্গনের সিংহ।

তার বড় ভাই জানতে চাইল, আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার শরয়ী বিধান কী? আমি বললাম, ফরযে আইন। যা পালনের জন্য মা-বাবার অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। ব্যস্ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে তিনি রওয়ানা হলেন। মনে মনে সংকল্প করলেন দেশে ফিরে চাকুরী থেকে ইস্তেফা দিয়ে দিবেন। এরপর সবটুকু সময় জিহাদের জন্য ব্যয় করবেন।

রমযান বিদায় নিলো। সময়ের কাঁটা বহুদুর অতিক্রম করল। দীর্ঘদিন পর জীবনে দ্বিতীয়বার যখন তার দেখা পেলাম, সেই 'দেখার কথা'গুলোই এখন আমি বলবো।

শাহাদাতের তামান্নায় বিভোর, হুরে আয়নার প্রেমে পাগল এই যুবকটি স্বজন ও স্বদেশের মায়া ত্যাগ করে ছুটে এসেছে জিহাদের ময়দানে। তবে চেহারায় (সেই পরিচিত) মৃদু হাসি এবং স্বভাব রসিকতার ছাপ এখনো বিদ্যমান। আর তার মত সরল সোজা, উচ্চ হিম্মত ও মনোবলের অধিকারী যুবকের জন্য তা দোষের কিছু নয়। কারণ তার স্বভাব চরিত্র এবং হৃদয়াত্মা এমনই স্বচ্ছ ছিল যে লৌকিকতা বাকচতুরতা কী জিনিস, সে যেন তা জানতই না। এহলো আহমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং এটাই তার ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল উপাদান। আমি তার প্রশংসার অতিরঞ্জন করিনি, তাকে আমি এভাবেই চিনি, প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই অধিক অবগত।

তো জাযি অঞ্চলের অধিবাসির জন্য শীতকাল কতটা কষ্টকর যারা সেখানে জীবনে একবার গিয়েছে তারা হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছে। সেখানকার তাপমাত্রা কমতে কমতে ০.২ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছে। আমি দেখেছি সেখানে গরম পানি দিয়ে মুখ ধুলেও সংগে সংগে তা চেহারায় জমাট বেঁধে যায় এবং দাড়িগুলো বরফ হয়ে যায়। তবে কোন কোন মরদে মুজাহিদ এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য সহকারে থাকতে পারেন। আমি তাদের মাঝে প্রায় দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। তাদের পাহাড়সম ধৈর্য ও অবিচলতা দেখে আমার ঈর্ষা হতো। আমি অবাক হয়ে দেখতাম, ভোরের সেই কনকনে শীত তারা কীভাবে সহ্য করছে। দ্বীপ্রহরের সূর্যতাপও হাত পা অবশ করে দিতে চায়। আরও মুগ্ধ হতাম তাদের কর্মোদ্যম দেখে। ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তাদের কোন অবসর নেই। এটাই তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস। এই যুবকদলটি সবসময় মুজাহিদ শিবির থেকে প্রায় ৪১ কি.মি. দূরে পবর্ত-চূড়ায় অবস্থান করত। যা শত্রুদলের সবচেয়ে নিকটতম ঘাঁটি। মাত্র সারে তিন কি.মি'র ব্যবধানে কামিউনিস্টদের কেন্দ্রিয় ঘাঁটি। আমার খুবই আশংকা হত সমরশক্তিতে সমৃদ্ধ শত্রুবাহিনী কখন জানি এই ক্ষুদ্র মুজাহিদ বাহিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। ভয়ে আমার বুকটা তাদের জন্য সবসময় দূরুদূরু করতো। না জানি কখন শত্রুরা তাদের উপর আকস্মাৎ

আক্রমণ করে তাদেরকে জীবন্ত ধরে নিয়ে যায়। আমি বার বার তাদেরকে অনুরোধ করতাম তারা যেন ফিরে গিয়ে মুসলিম শিবিরের আশে পাশে কোথাও ঘাঁটি নির্মাণ করে। কিন্তু তারা কোন মূল্যেই ঐ স্থান ছাড়তে রাজি নয়, এতে যত বড় কোরবানিই করতে হোক, তাতে তারা প্রস্তুত।

তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা শত্রু বাহিনী যদি ট্যাংক-কামান, জঙ্গিবিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে এক যোগে হামলা চালায় তখন তোমরা কী করবে? এখান থেকে সরে পড়বে, নাকি বুকচিতিয়ে লড়াই করবে? সে মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ইনশাআল্লাহ, আমরাও পাল্টা আক্রমণ করে তাদেরকে পিছু হঠতে বাধ্য করবো।

আমিও তাকে এক টুকরো হাসি উপহার দিলাম। আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, শত্রুবাহিনী যদি একযোগে তোমাদের উপর চতুর্মুখী হামলা করে তখন তোমরা কী করবে? সে বলল, তাদের মোকাবেলায় প্রথমেতো আল্লাহ আছেন আসমানে। তারপর যমীনে আছে বাপের বেটা আব্দুল্লাহ। তাদের বিষয়ে আমার কোন পেরেশানি নেই, যদিও তারা রাতদিন একাকার করে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং নিজেদের এলাকার নিরাপত্তা সুসংহত করছে।

শুনুন, দেখতে যদিও আমরা অনভিজ্ঞ, বয়সে অপরিপক্ক, বিলাসপ্রিয় তরুণ দল, এখনও যাদের জীবনযুদ্ধে নামার সময় হয়নি, যুদ্ধের ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসেনি। কিন্তু আমাদের হিম্মত ও মনোবল আকাশের উচ্চতায়।

কবি তো বলেছেন–

মন যদি হয় উচ্চাভিলাষী + লক্ষ্য পূরণে হাঁপিয়ে ওঠে সুঠামদেহী

তাদের টার্গেট ছিলো, যে কোন মূল্যে কমিউনিস্টদের ঐ ঘাঁটিগুলি উড়িয়ে দেয়া এবং মুজাহিদদের মূল আস্তানা কাবুলের পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাদের কর্মতৎপরতা সদাক্রিয়াশীল, কারো অবসর যাপনের তেমন সুযোগ হয়ে ওঠে না। দেখলাম সাতজন বীর মুজাহিদ শত্রু শিবিরের ২শ' মিটার দূরত্বে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করলো এবং শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তাদের সাহস ও অবিচলতা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। অন্যরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতে থাকলো।

কবি কত চমৎকার বলেছেন—

এরা তো এমন যুবক মৃত্যুর ঘাটে

পাড়ি জমায় বিসর্জন দিতে তুচ্ছ প্রাণ

গোলা-বারুদের ধোঁয়ায় যারা

খুঁজে পায় জান্নাতের সুঘ্রাণ

এমনই ছিলো আহমাদের অবস্থা। সর্বদা সে মৃত্যুর প্রতিক্ষায় থাকতো, তার আশা ছিলো, যে কোন যুদ্ধে সে শহীদ হয়ে যাবে। তাই জাযি অঞ্চল ছেড়ে অন্য জায়গা তালাশ করতে আগ্রহী হলো। সে মুখে যদিও বলতো এই হামলা তৎপরতা শেষে আমরা কানদাহার ফিরে যাবো, কিন্তু তার মন বলতো, আল্লাহ তো অন্য কিছু চান, তিনি চান আমাকে আপন সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে, (ইনশাআল্লাহ) যেমনটা আমার সাথিরা আমার জন্য দোআ করে; আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাতের জন্য কবুল করে নেন।

আহমাদ কোমল স্বরে কোরআন তেলাওয়াত করতো এবং আবেগভরা কণ্ঠে ইসলামী সঙ্গীত গাইতো। আহত সাথীদের কষ্ট-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য সঙ্গীত গেয়ে তাদের প্রশান্তি দিতো। তায়েফের এক বিশিষ্ট দল তার পিছে নামাজ পড়তে খুবই আগ্রহী ছিলো। শায়েখ তামীম তার সুরের পাগল ছিলেন। তার পিছে নামাজ পড়তে অন্যরকম প্রশান্তি লাভ করতেন। আজানও দিতো বড় মধুর সুরে, পরে জানতে পারলাম, তার নাকি ক্যাসেটও আছে, শহর বাজারে বিক্রি হয়। আক্রমণের আগের দিন আমি মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গেই ছিলাম। তাদের সংগেই রাত যাপন করেছি, আহমাদের এক সঙ্গী বললো, জুমুআর রাতে পাহারার পুরো সময়টা আহমাদ তাহাজ্জুদে কাটিয়েছে।

আবু ফায়সাল তার একটি ঘটনা শুনালো; এক মাস পূর্বে আহমাদের সংগে আমার দেখা হয়েছিলো। সে আমাকে একটি কোরআন শরীফ দিয়ে বলল, এই যে! যখনই তেলাওয়াত করবে তখনই কিন্তু আমার জন্য দোআ করতে হবে, আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাত দান করেন।

আহমাদ এবং তার ভাই মুহাম্মাদ গোটা তায়েফে দ্বীনের দাঈ হিসাবে পরিচিত ছিলো। জিহাদের ময়দানেও তারা তাদের দাওয়াতী মিশন চালু রেখেছিলো। ১৯ শে সাবান জুমুআর দিন সকালে আহমাদ হাঁটছিলো। তখন সে কয়েকজন যুবককে গল্পগুজব, হাসি মশকরা করতে দেখল। তাই দরদভরা কণ্ঠে তাদের বললো ভাই! বেশি বেশি আল্লাহ্‌র জিকির করো। আরেক দলকে বললো ভাই! আজ জুমুআর দিন, সুরা কাহ্‌ফ তেলাওয়াত করতে ভুলো না।

আহমাদ হয়তো বুঝতে পারছিলো, আজই তার জীবনের শেষ দিন, তাই তার ভাই আবু হুজায়ফাকে বিদায় জানিয়ে বললো, আব্বা আম্মাকে আমার সালাম বলো, খুব সম্ভব আজকেই আমি শাহাদাত বরণ করবো। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মুজাহিদ বাহিনী দলে দলে কাতার বেঁধে দাঁড়ালো। চোখে সবার অশ্রুঝরণা, প্রতিটি ফোঁটায় কী মর্মবেদনার প্রকাশ। হয়ত এটাই শেষ দেখা। বিদায়ের মুহূর্তগুলো কেন এমন তিক্ত হয়! অপরদিকে কিছু তরুণ মুজাহিদ কেঁদে বুক ভাসায়; কমাণ্ডার তাদেরকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার অনুমতি দেননি। কারণ এখনো তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ সমাপ্ত হয়নি এবং যুদ্ধের কলাকৌশল আয়ত্বে আসেনি। তারা একবার এর কাছে যায় আরেকবার ওর কাছে গিয়ে অনুরোধ করে বলে, ভাই আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করুন, কমাণ্ডার যেন যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন।

পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে বাহিনী অগ্রসর হলো জিহাদের ময়দানে। জুমআর দিন, সন্ধ্যা ছয়টায় দোআ কবুলের মুহূর্তে মুজাহিদরা আক্রমণ করল। ফলে শত্রু শিবিরে আগুন ধরে গেলো সবকিছু জ্বালিয়ে পুরিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। আমি সে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। মুজাহিদরা গোলা বারুদ নিক্ষেপ করছে আর শত্রু ছাউনিতে আগুন ধরে যাচ্ছে এবং তাদের ঘাঁটিগুলো একটা একটা করে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে।

আহমাদ ছিলো সবার আগে। শত্রুদের নিকটতম ঘাঁটিতে। তারত্ত্বাবধানে গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে কোথায় কোথায় গোলা পড়ছে। আবার মাঝে মাঝে বন্দুক তাক করে শত্রু কামানের উপর গোলা বর্ষণ করছে। (কিছুক্ষণ পর) সে আরো সামনে অগ্রসর হলো স্বচক্ষে আল্লাহ্‌র দুশমনদের পোড়া লাশ দেখে যাতে একটু আত্মপ্রশান্তি লাভ হয়।

সামনে গিয়েই সে আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলো সাবাশ সাবাশ । জুমআর দিন সূর্যাস্তের সময় আহমাদের কোন সাড়াশব্দ নেই। (দূর থেকে) সবাই ডাকছে কিন্তু সে নীরব, ইয়াহইয়া নামে এক ভাই কাছে গিয়ে দেখে আহমাদ পড়ে আছে রক্তে রঞ্জিত দেহ, ধুলো মলিন চেহারা।

আমার চোখের সামনে উজ্জ্বলরূপে ভাস্বর হয়ে উঠল নবীজীর এই চিরন্তন বাণী–

"চিরসুখের সুসংবাদ ঐ বান্দার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য যে ঘোড়ার লাগাম হাতে সদা প্রস্তুত থাকে। চুল দাড়ি এলোমেলো, পা'দুটি ধুলোমলিন, (শত্রু এলাকায় প্রবেশকালে) যদি সে বাহিনীর সামনে থাকে তাহলে নিরাপত্তা-বিধানে পূর্ণরূপে সচেষ্ট থাকে, (আর প্রত্যাবর্তনকালে) বাহিনীর পশ্চাতে থাকলে সামনে আসার চেষ্টা করে না (বরং পুরো বাহিনীর নিরাপত্তায় সজাগ থাকে)। আর সমাজে সে এতই সাদামাটা হয়ে থাকে যে, গুরুত্বহীনতার কারণে কারো দরজায় অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং সুফারিশ করলে তা গ্রহণ করা হয় না"

এভাবেই সিংহরাজ বিদায় নিলো, আমরা উপস্থিত মুজাহিদরা নিকটেই এক স্থান থেকে আহমাদের দেহ চোখে চোখে রাখছিলাম। চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে পড়লো; আহমাদ শাহাদাত বরণ করেছে। তায়েফী মুজাহিদগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। কারণ শৈশব থেকে তার সংগে তাদের সম্পর্ক। এরপর সবাই আহমাদের শাহাদাত আনন্দ বিনিময় করলো। সবার একটাই তামান্না, আল্লাহ যেন আমাকেও শাহাদাত দান করেন এবং আহমাদ ও আমাদের সবার শাহাদাতকে মাকবুল করেন। মুজাহিদ বাহিনী সমবেত হলো, রাতের অন্ধকারে তারা আহমাদের দেহ তুলে আনতে চাইলো, শত্রুরা ঐ এলাকায় বৃষ্টির মত গোলা বারুদ নিক্ষেপ করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা দাফন করার জন্য যে কোন মুল্যে তার লাশ উদ্ধার করেই ছাড়বে। আমরা উপস্থিতরা বললাম, এই মুহূর্তে কাজটা খুবই ঝুকিপূর্ণ, কারণ অন্ধকারে পথঘাট কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তদুপরি যুদ্ধ ক্রমেই ভয়ংকর রূপ ধারন করছে, এছাড়াও সুন্নাত তো হলো শাহীদানকে আপন স্থানেই দাফন করা। যেমনটি যাদুল মা'আদ গ্রন্থে এসেছে–

"শাহীদানকে আপনস্থানেই দাফন করা সুন্নাত, স্থানান্তর করা উচিৎ নয়, কারণ ছাহাবাদের এক জামাত শাহীদদের লাশ মদীনায় এনেছিলেন, তখন নবী (সা.) এর আদেশে ঘোষণা করা হলো, শহীদগণকে যেন যুদ্ধের ময়দানে আপনস্থানে ফিরিয়ে নেয়া হয়।"

রাতের অন্ধকারে শত্রুর গোলা বারুদ উপেক্ষা করে কয়েকজন যুবক অতি গোপনে আহমাদের কাছে গিয়ে হাজির হলো। তারা দেখল, তার চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল। তার ভাই আবু হুযায়ফা বললো, আমি তার দেহ থেকে সুঘ্রাণ পেয়েছি। পাহারাদান কালে সে যে কুঠিতে অবস্থান করতো সেখানে এবং আশে পাশে শুধু ঘ্রাণ আর ঘ্রাণ। (তার জন্য) কবর খনন করা হলো, আবু হুযাইফা তাকে নিয়ে কবরের পাশে রাখলো এবং সবাই মিলে তাকে দাফন করলো।

আহমাদ চিরদিনের জন্য আমাদের কে ছেড়ে রাব্বে কারীমের সান্নিধ্যে চলে গেলো। সবার চোখে পানি, কিন্তু হৃদয় প্রশান্ত, আনন্দিত, কারণ তাদের ভাই শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছে।

আহমাদ ছিলো হযরত মুছআব ইবনে উমাইর (রা.)এর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। শুরু জীবনে সে কত ভোগবিলাসী ছিলো কত সুখ স্বাচ্ছন্দে আরাম আয়েশে তার দিন তিন ফুরাতো। কিন্তু জিহাদী জীবনে এসে তার কত করুণ হালত। আবু হুযায়ফা এবং যারা তার উভয় জীবন দেখেছে হয়ত তাদের স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছিলো মুছআব ইবনে উমাইয়ের ছবি। তাই তারা তাকে বিদায় জানিয়ে ছিলো তেমনই কিছু বাক্য বলে যেমন বলেছিলেন নবী (সা.) মুছআব ইবনে উমাইরকে উহুদ প্রান্তরে–

"মক্কায় তোমাকে দেখেছি, কত নরম কমল পোশাক পরতে। তোমার চুলগুলো ছিলো কত সুন্দর পরিপাটি। আর এখন তোমার কী অবস্থা। এলোমেলো চুল, মোটা চাদরে আবৃত তোমার দেহ। ধন্য হে তায়েফ ধন্য। তুমি হতে পেরেছো শহীদের জন্মভূমি।

শোন– আহমাদের মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন ধন্য তোমরা দোজাহানে, কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে সাক্ষ্য ও সুফারিশের সনদ পেয়ে গেছো তোমরা।

আহমাদের শাহাদাতে পেয়েছো তোমরা দুনিয়ায় গৌরব মর্যাদা আর পরকালে পাবে চিরস্থায়ী সুখের ঠিকানা জান্নাত (ইনশাআল্লাহ)।

শুনে রাখো আহমাদের সাত ভাই (তিলাল, ইয়াহইয়া, সাইদ, উমার, আঃ ওয়াহাব, মুহাম্মাদ, বিনদার) আল্লাহর সিংহ আহমাদ তোমাদের সামনে শাহাদাদের পথ সুগম করে গিয়েছে। এখন তার অনুসরণ করা তোমাদের দায়িত্ব।

শোন হে বন্ধুবান্ধব! তোমাদের আহমাদ জিহাদ করে শহীদ হলো, এখন তোমাদের ব্যাখ্যা-যুক্তির পথ বন্ধ, বসে থাকার কোন অবকাশ নেই। ওহে আহমাদের আত্মীয় স্বজন! কেন তোমরা পিছিয়ে থাকবে আল্লাহর রাস্তা থেকে, উভয় জাহানে এ পথের পথিকের যিম্মাদার তো আল্লাহ নিজে।

সব শেষে তোমার কাছে হে আল্লাহ একটাই প্রার্থনা ফিরদাউস জান্নাতে আমরা যেন আহমাদের দেখা পাই।

পরিবারের উদ্দেশ্যে আহমাদের একটি চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শ্রদ্ধেয় চাচা ও চাচি জান। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ আপনাদেরকে ছবরে জামিল দান করুন এবং সবার কাফিল ও উত্তম রক্ষক হয়ে যান। আপনাদের সবাইকে আন্তরিক সালাম জানাই। এটাই পৃথিবীর নেযাম, কেউ আমরা থাকতে আসিনি সবাই চলে যাবো। তবে যারা আল্লাহর রাস্তায় জান কোরবান করবে, শহীদী মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার; দুনিয়া, আখিরাতে নিশ্চিত মর্যাদা ও সফলতা। শহীদী মৃত্যু আল্লাহর কাছে অনেক দামি, যা তিনি শুধু তার নির্বাচিত বান্দাদেরকেই দিয়ে থাকেন। কোরআনের ভাষায়–

আর এভাবেই আমি মানুষের মাঝে তাদের (উত্থান পতনের দিনগুলোকে পালাক্রমে অদল বদল করাতে থাকি....) এবং যাতে আল্লাহ প্রকৃত ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে গ্রহণ করেন কিছু শহীদ।

পৃথিবীর বুকে যে জাতিই অমর হয়েছে তার পিছনে রয়েছে এমন কিছু কালজয়ী মহান পুরুষের ত্যাগ ও কোরবানি যারা স্বধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আপন জাতির মর্যাদা ও ইজ্জত আবরু রক্ষার্থে জীবন বাজি রেখে লড়েছেন। পক্ষান্তরে যে ধর্মে জান মালের কোন নিরাপত্তা নেই, দুর্বল-অসহায়ের কোন ঠাই নেই, মা-বোনদের ইজ্জত আবরু লুণ্ঠিত হয়। না আছে মানবতা, না আছে কোন মূল্যবোধ সে জাতি বড় কপাল-পোড়া। কত জনপদ ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছে শুধু মাত্র একজন বীরপুরুষের কারণে। পৃথিবীর মানুষ আপনাদেরকে আহমাদ-পরিবার হিসেবে চিনবে। তার প্রশংসা করতে গিয়ে আপনাদের আলোচনা করবে। মুসলিম উম্মাহ বহুকাল গাফলতের গভীর ঘুমে নিমজ্জিত ছিলো, (ফলে তারা এখন শত্রুর চতুমুর্খী আগ্রাসনের শিকার) এখন অস্ত্র তরবারি ধারন ছাড়া কোন গতি নেই। জীবন বাজি রেখে লড়ে যেতে হবে তাদের বিরুদ্ধে। এজন্য প্রয়োজন আহমাদের মত বীরসেনা যুবকদের যাদের কারণে মৃতপ্রায় উম্মাহ নতুন জীবন ফিরে পাবে।

ইসলাম নামের বৃক্ষটিকে পরিচর্যা না করলে, বুকের তাজা খুনে সিঞ্চিত না করলে যে শুকিয়ে (মারা) যাবে। যুগেযুগে বহু সিংহপুরুষ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে এ বৃক্ষকে সজীব রেখেছে এবং নিজেরা সফলকাম হয়েছে। কারণ শহীদী মৃত্যু হলো জান্নাত লাভের সবচেয়ে সহজ উপায়। আর জান্নাতে রয়েছে একশটি বিশেষ মর্যাদা, যা আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। আলেম উলামা, ফাতীহ, মুহাদ্দিস মুফাচ্ছির সবাই একমত যে বর্তমান পরিস্থিতিতে জানমাল ব্যয় করে জিহাদ করা ফরযে আইন। সন্তানের জন্য মা-বাবার, ঋণগ্রস্তের জন্য পাওনাদারের, স্বামীর জন্য স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন নেই এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। যদিও স্ত্রী এবং নাবালেগের জন্য মাহরাম ছাড়া বের হওয়ার সুযোগও নেই।

বাইতুল মাকদিস শত্রুদের দখলে, প্রতিনিয়ত তারা মুসলিমদের ধনসম্পদ ছিনতাই করছে, ইজ্জত আবরু লুণ্ঠন করছে, মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে। আরাকান, আফগান, চেচনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মির, ফিলিস্তিন এখন আর্তনাদ করে বলছে, ওহে মুসলিম যুবক ওহে

ব্যঘ্রশাবক, কোথায় তোমার সেই ঈমানী শক্তি, জিহাদী চেতনা, কোথায় তোমার সেই ঈমানী শক্তি জিহাদি চেতনা, কোথায় সেই বীরত্ব সাহসিকতা, গায়রত, আত্মমর্যাদা, কবে আমার মুক্তি মিলবে শত্রুর কবল থেকে। অভিশপ্ত ইহুদী নাসারার দখল থেকে। ওহে মুসলিম যুবক এখনো তুমি ঘরে বসে, প্রশান্ত মনে, অথচ তোমারই মা-বোন হিংস্র হায়েনাদের কবলে। ওহে মুসলিম, তুমি এখনো আরাম আয়েশে, ভোগ বিলাসে, অথম মুসলিম নারীরা নির্যাতিত শত্রুর কারাগারে।

প্রিয় আহমাদ-পরিবার! আপনাদের আহমাদ তো এমন ছেলে যখন তার সমবয়সীরা খেল-তামাসায় মত্ত, মটর সাইকেল-রেসে উন্মত্ত, বেহুদা কাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, তখন সে জিহাদের জন্য কামান রাইফেলের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত। সমবয়সীরা যখন আনন্দ ভ্রমনে ছুটে যায় দেশ বিদেশে, উন্নত রাজধানীতে ঘুরে বেরায় পার্কে বন্দরে, প্রবৃত্তির তাড়নায় উম্মত্ত হয়ে নানা পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন আহমাদের রাতদিন কাটে সীমান্ত পাহারায় পর্বতের চূড়ায় বসে। দূরদিগন্তের সুরভি হাওয়ায় হৃদয়াত্মা উজার করে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের পাহারা দেয়, আর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় বিভোর হয়ে মৃত্যুর প্রহর গোনে।

তারা যেখানে ছবি দেখতে দেখতে গান শুনতে শুনতে আরামের নিদ্রায় ভোর করে, সেখানে আহমাদের রাত কাটে তাসবীহ তাহলীল দোআ এস্তেগফার আর তাহাজ্জুদের বিছানায়।

মানুষ মর্যাদা চায়, সম্মান চায় তাই দুনিয়ার পিছে ছুটে বেড়ায়। ধনীদের সঙ্গে উঠাবসা করে, নেতাদের পিছে পিছে থাকে, কিন্তু আহমাদ মর্যাদা চেয়েছে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে, দুনিয়াকে পদপিষ্ঠ করে, তাই সে পেয়েছে প্রকৃত মর্যাদা। তার চিন্তায় ছিলো হাদিছে নববীর এই শিক্ষা–

"দুনিয়া থেকে বিমুখ হও আল্লাহর ভালোবাসা পাবে, মানুষ থেকে নির্মুখাপেক্ষী হও মানুষের ভালোবাসা পাবে। (আর এটাই প্রকৃত মর্যাদা) আপনাদেরকে বলার মতো বুকে জমে আছে অনেক কথা অনেক ব্যথা অনেক ব্যাকুলতা, অনেক অস্থিরতা, তবে এখন আর কথা দীর্ঘ করতে চাইনা, একটি কথা বলেই আমি শেষ করবো–

আমি আমার নিজের সন্তানদের জন্যও শাহাদাত কামনা করি, আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে শহীদানের কাতারে শামিল করে নেন। আপনাদের ভাগ্য দেখে আমার ঈর্ষা হয়, এক সন্তানেই আপনারা কামিয়াব, দুনিয়াতেও পাচ্ছেন ইজ্জত মর্যাদা, মানুষের স্তুতিবন্দনা আবার আখিরাতেও পাবেন তার শাফায়াত এবং প্রকৃত মর্যাদা (ইনশাল্লাহ)।

শেষে আপনাদেরকে একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই (যা হতে পারে আপনাদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের বেদনার উপশম।)

রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদের বিষয়ে বলেছেন, শহীদের জন্য আপন প্রতিপালকের কাছে রয়েছে সাতটি মর্যাদা। (১) রক্তের প্রথম ফোঁটা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়। (২) এবং জান্নাতে সে তার সিংহাসন দেখতে পায়। (৩) কবরের আযাব থেকে রক্ষা করা হয়। (৪) কেয়ামতের দিন মহাবিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (৫) ইয়াকুত পাথরের তৈরী মহাসম্মানের তাজ পরবে, যার একটি হিরার মূল্য দুনিয়া ও তার সকল সম্পদের চেয়ে হাজারো গুণ বেশী। (৬) বাহাত্তরজন জান্নাতী হুরের সংগে তাকে বিবাহ দেয়া হবে। (৭) নিজ বংশের সত্তরজনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে।

ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই এ পথের যাত্রী হবো। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে খাতেমা বিল খাইর দান করেন।

ইতি

আব্দুল্লাহ আযযাম

উত্তরপত্র

আহমাদের পিতার পক্ষ থেকে ড. আব্দুল্লাহ আযযাম এর কাছে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম

আমার দ্বীনী ভাই মুজাহিদ আব্দুল্লাহ আযযাম! আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ

আপনার চিঠি পেয়েছি, জানতে পারলাম আমার পুত্র আহমাদ শাহাদত বরণ করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন) আলহামদুলিল্লাহ (আল্লাহর ফায়সালায়) আমি সন্তুষ্ট।

আল্লাহ আপনাকে আমার এবং সকল মুসলিমের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। মুসলিম উম্মাহর পুনঃজাগরণ এবং পরাধিনতার নিম্মভূমি থেকে উত্তরণের জন্য আপনি যে জিহাদী তৎপরতা চালাচ্ছেন আল্লাহ যেন তা কামিয়াব করেন এবং মুবারক করেন।

আমার দ্বীনী ভাই! দীর্ঘ ৪৮ বছর যাবত আমি সামরিক বিভাগে কর্মরত, সেই সুবাদে বিভিন্ন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে।

বহিঃ রাষ্টের সংগে কোন কোন যুদ্ধে যদিও আমাদের বীরত্বের ইতিহাস রয়েছে কিন্তু তা ছিলো একেবারেই দূর্লভ বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা মাত্র।

আর আফগান জিহাদের পুরোটাই মুসলিম যুবকদের বীরত্বে গাঁথা ইতিহাস, এ মহা বরকতপূর্ণ জিহাদ আর এ সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ কখনো এক হতে পারে না। নিখাদ স্বর্ণ মুদ্রা আর খাদযুক্ত ভেজাল মুদ্রা কী এক হতে পারে? কখনো না। কোন ব্যাখ্যা বিশেণ্টষণ ছাড়াই জিহাদের গন্ড্ব্য সুস্পষ্ট, সোজা জান্নাত। লক্ষ্য উদ্দেশ্যও পরিষ্কার, আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা। জীবনের কোন ফাঁকে হয়ত আপনিও কোন যুদ্ধবিগ্রহে শরীক হয়ে দেখেছেন। আল্লাহ যেন এই জিহাদকে সমস্ত কল্যাণের উৎস বানিয়ে দেন, এখন তো ইহুদী খৃষ্টানরা জিহাদের বিপক্ষে নানা অপব্যাখ্যা ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান তা সত্য মনে করে জিহাদ থেকে দূরে থাকছে, অথচ তারা জিহাদকে বিশ্বাস করে, কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে মানে। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারাই তো

প্রকৃত সৌভাগ্যবান, জিহাদই সর্বোৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবসা, দুনিয়া আখিরাতের ইজ্জত মর্যাদা আত্মার প্রশান্তি, আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধিকারী এবং ইসলামের সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়।

আল্লাহ পাক বলেন–

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে (তার জন্য রয়েছে পূর্ণ প্রতিদান) কারণ আল্লাহ তায়ালা নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। সবশেষে আপনাকে এবং নিজেকে তাকওয়ার ওছিয়ত করছি। আসসালামুআলাইকুম।

ইতি আহমাদের পিতা

আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়াহ আযযাহরানী

শহীদ পরিবারের উদ্দেশ্যে আমীরের পত্র

হে মা, কলিজার টুকরা সন্তানকে হারিয়ে নিশ্চয়ই আপনি সীমাহীন বেদনাহত, শোকের সাগরে নিমজ্জিত। তবে আপনার এই সন্তান যেহেতু আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ হয়েছেন তাই আপনার আফসোস করার কোন কারণ নেই। বরং নিজেকে আপনি গর্বিত ও সৌভাগ্যবান মা ভাবতে পারেন। কারণ এই সন্তান নিজেতো জান্নাতী হবেই ইনশাআল্লাহ, সঙ্গে আরো সত্তরজনকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আপনি শুধু দুআ করুন, যাতে আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল ও মাকবুল করেন।

শহীদের ভাই ও বোনেরা, ভাইয়ের শোক ভুলে এখন তোমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। হা-হুতাশের কান্না বন্ধ করে প্রাপ্তি ও তৃপ্তির আনন্দে, সুখ ও সৌভাগ্যের অনুভূতিতে আপ্লুত হও।

শহীদের সম্মানিত পিতা- ধন্য আপনি, ধন্য আপনার পরিবারের প্রতিটি সদস্য। আপনারা তাকে আল্লাহর রাস্তার নির্ভীক এক সিংহ-সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলেছেন। আমরা তার মুখেই শুনেছি আপনাদের কথা।

সুতরাং নিজের শোককে শক্তিতে পরিণত করুন, দুঃখ-যাতনাকে সাহস-উদ্দীপনারূপে গ্রহণ করুন। আর মহান আল্লাহ যে পরম সৌভাগ্য আপনাকে

দান করেছেন তার শোকর হিসাবে অন্য সন্তানদেরকেও আল্লাহর রাস্তায় প্রেরণ করুন। কোন সন্দেহ নেই, আপনার শহীদ পুত্র আল্লাহর অতি প্রিয় পাত্র। এ জন্য আমাদের অনেক পরে আসা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে আমাদের আগেই নিজের কাছে ডেকে নিলেন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সুখময় জীবন দান করুন। শহীদী মৃত্যু নছীব করুন। আপনার হাবীবের এতীম উম্মতের দলভুক্ত করে পুনরুত্থিত করুন। আমীন।

আমরা ক্ষুদ্র একটি অভিযান শেষ করে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্প জাজী পর্বতে ফিরে আসলাম। সেদিন ছিল ৩০ই রমযান। আজকের রাতটা হল চাঁদরাত। আর আগামীকাল হল ঈদের দিন। এদিকে শত্রুপক্ষ মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের কেন্দ্র দখল করার জন্য। আর দখল সম্ভব না হলে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য। আর মুজাহিদ বাহিনী মাথায় কাফন বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, যে কোন মূল্যে নিজেদের প্রধান ঘাঁটি রক্ষা করার জন্য। যখনই শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা ফায়ার করছে। তারা পিছু হটে পুনরায় ট্যাংক-কামান নিয়ে হামলা চালাচ্ছে। মুজাহিদ জোয়ানরাও রকেট লাঞ্চার ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে তাদের ঘায়েল করছে। এক পর্যায়ে শত্রুবাহিনী রণাঙ্গন থেকে সটকে পড়লো। তখনও মুজাহিদরা সতর্কাবস্থান ত্যাগ করল না। এবার শত্রুরা বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ হয়ে গেল। একদল ট্যাংক, আরেকদল কামান, আরেক ইউনিট জঙ্গিবিমান, এভাবে চতুর্দিক থেকে একযোগে সর্বশক্তি নিযুক্ত করে আক্রমণ শুরু করল। তুমুল যুদ্ধ চলছে। কাফেরদের লাশের সারি পড়ে যাচ্ছে। আকাশে সামরিক হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে তাদের লাশগুলো সরিয়ে নেয়ার জন্য। মুজাহিদরা দূরবীণের সাহায্যে উপভোগ করছে তাদের এই করুণ দৃশ্য। নীল চোখের লাল লাল রাশিয়ান চেহারাগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এখানে সেখানে। তাদের লাশ উদ্ধার করতে এসে লুটিয়ে পড়ছে আরো কিছু যিন্দা জিসিম, মুরদা দিল কাফির।

যুদ্ধের এই পরিস্থিতিতে রাত যখন আঁধারের পর্দা বিস্তার করল তখন হাই কমাণ্ডার নির্দেশ দিলেন, এখন সবাই বিশ্রামে চলে যান। আগামীকাল সকলে আমরা আবার শুরু করব নতুন উদ্যমে। তখন বিমান বিধ্বংসী কামান-বাহিনির প্রধান সাইফুল্লাহ বলে উঠলো, আমরা এখান থেকে কিছুতেই সরবো না, যতক্ষণ না যুদ্ধ শেষ হবে, অথবা শাহাদাত হাছিল হবে। শত্রুপক্ষ যদি

অগ্রসর হতে চায় আমাদের রক্ত সাগর পাড়ি দিয়ে তবেই তাদের আগে বাড়তে হবে। কমাণ্ডার বললেন, আমার নির্দেশ অমান্য করার কারণে যদি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে তাহলে মনে রেখ, কেয়ামতের দিন আমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত থাকব।

তখন শুধু নির্দেশ লংঘনের ভয়ে সে ময়দান থেকে চলে আসল। তবে পরদিন সকালে ফরজ পড়েই বাহিনীসহ ময়দানে চলে গেল। তাদের বাহিনীতে আলী এং হুসাইন নামের দুই বন্ধুও ছিল। তারা দু'জনই আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে মুহাব্বত করত।

ফজরের পর আমি বিশ্রাম করছিলাম। তাঁবুতে আমার সঙ্গে শায়েখ তামীম আদনানীও ছিল। হঠাৎ জঙ্গি বিমানের বিকট শব্দ শুনতে পেলাম। সেই সাথে বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। পাহারায় নিযুক্ত সাথীরা চিৎকার করে বলতে লাগল, আপনারা তাঁবু ছেড়ে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন। বাইরে বের হয়ে দেখলাম, কালো ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে। গন্ধ শুঁকে মনে হচ্ছে বিমান থেকে বোমার সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাসও ছোঁড়া হয়েছে। পরিস্থিতি সামলে আমরা বসে পড়লাম রেডিওর সামনে, বেতারে তখন যুদ্ধের সংবাদ সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই একটি অসমর্থিত সূত্র থেকে ঘোষণা করা হল, তিনজন আরব যোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের প্রতিনিধি সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করে পুনঃপ্রচার করল- আমাদের তিন আরব বন্ধু আলী, হুসাইন এবং নুরুল হক কিছুক্ষণ পূর্বে শাহাদাত লাভ করে আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন।

এই যুদ্ধে যে তিনজন শহীদ হলেন তাদের প্রত্যেকেই শাহাদাতের জন্য সদা ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। এক মুহূর্তের জন্য রণাঙ্গনের বাইরে যেতেন না। শহীদ আলীকে তো কতবার বলতে শুনেছি, আহ! এই অভিযানে আল্লাহ যদি আমাকে শাহাদাত নছীব করতেন!

আর হুসাইন- সে তো ছিল আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজন সবসময় একসঙ্গে থাকতো। ছায়ার মত একে অপরের সঙ্গী হয়ে থাকত।

হুসাইন বয়সে ছোট ছিল। সে তারুণ্য-উচ্ছল টগবগে যুবক ছিল। তার কণ্ঠ ছিল অবিশ্বাস্য মধুর। তেলাওয়াত শুনলে মনে হত, এ যেন হযরত দাউদ আ.-এর কাছ থেকে পাওয়া কণ্ঠস্বর।

তার অন্যতম গুরুদায়িত্ব ছিল, মুজাহিদদের অস্ত্রশস্ত্র মেরামত করা এবং তেল প্রয়োগের মাধ্যমে শাণিত রাখা। এ কারণেই তার কাপড়-চোপড়ে প্রায়ই তেল-মোবিলের দাগ লেগে থাকত। কী শীত, কী গরম, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ক্ষুধা-পিপাসা উপেক্ষা করে নিজের দায়িত্ব পালনে আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকত। আলী এবং হুসাইন- যাদের জীবনের দীর্ঘ সময় কেটেছে একসঙ্গে- তাদের জীবনের প্রাপ্তিময় ও তৃপ্তিময় সমাপ্তিও ঘটল একসঙ্গে। একইসঙ্গে দুজনের শাহাদাতের মাধ্যমে। এমনকি দুজনের স্থায়ী ঠিকানাও হল এক কবরে। তাদের এই অবস্থা আমাকে মনে করিয়ে দিল স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণী-

ادفنوا المتحابين فى قبر واحد

হযরত জাবের রা.-এর বাবা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম এবং হযরত আমর ইবনুল জামুহ যখন উহুদ যুদ্ধে একসঙ্গে শাহাদাত বরণ করলেন তখন তাদের দুজন সম্পর্কে নবীজী বললেন- "আল্লাহর ওয়াস্তে মুহাব্বতকারী দুই বন্ধুকে এক কবরেই দাফন করো।"

এভাবেই আল্লাহ শহীদ আলীর ইচ্ছা পূরণ করলেন। কারণ রমযানে অভিযান শুরুর আগে তিনি বলেছিলেন, তোমরা সবাই ঈদ-আনন্দ উপভোগের প্রস্তুতি নিচ্ছো। কিন্তু আলীর ঈদ তা হবে সাত আসমানের উপরে, আল্লাহর দরবারে।

পক্ষান্তরে শহীদ নুরুল হক- সে ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খালেছ হিজরতকারী। ইখলাছ ও নিষ্ঠা ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রথমবার সে জিহাদের উদ্দেশ্যে আফগানিস্তানে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল ইউরোপ থেকে। কিন্তু সিরিয়ার সীমান্তে এসে আটকা পড়ে এবং দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তাই সে দ্বিতীয়বার হজ্জের উদ্দেশ্যে হিজাযে গিয়ে সেখান থেকে সরাসরি আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এভাবে পেশওয়ারে পৌছার পর যখন সে দেখল শায়েখ সাইয়াফ আফগান সন্তানদের তালীম-তারবিয়াতের উদ্দেশ্যে মাদরাসা করেছেন, তখন সে এই মহৎ কাজে শরীক হওয়ার জন্য শায়েখের কাছে থেকে গেল। কোরআন-হাদীসের তালীমের পাশাপাশি সবাইকে সে কারাত-ফাইট-এরও প্রশিক্ষণ দিতে থাকল। কিন্তু যখনই শুনতে পেল জাজী পর্বতের অভিযানের কথা, সঙ্গে সঙ্গে সে রণাঙ্গনে ছুটে গেল।

আর আল্লাহরও কী ইচ্ছা, প্রথম অভিযানেই তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন।

যাহোক, আমরা সবাই ওয়ারলেসের চারপাশে জড়ো হয়ে অত্যন্ত মনোযোগসহ প্রতিটি খবর শুনছি। শায়েখ সাইয়াফ ওয়ারলেসে বলছেন- রণাঙ্গনের পরিস্থিতি খুবই নাযুক, যুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। বৃষ্টির মত গোলা ও বোমা বর্ষণ করে চলেছে রাশিয়ান বাহীনি। তাদের টার্গেট মুজাহিদদের মারকায গুঁড়িয়ে দেয়া। তবে মুজাহিদ বাহিনীও সমান তালে লড়ে যাচ্ছে। জীবন বাজি রেখে তারা মারকাযকে রক্ষা করছে। শত্রু বাহিনীর ট্যাংক-বিমান ধ্বংস করার জন্য মুহুর্মুহু কামান দাগাচ্ছে এবং রকেট লাঞ্চার ছুঁড়ছে। রাশিয়ান কমাণ্ডবাহিনীকে অবিশ্বাস্য চপেটাঘাত করেছে মুজাহিদ বাহিনী।

রাশিয়ান বাহিনী দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুজাহিদদের মারকায দখলে ব্যর্থতার কারণে এই অভিযান পরিচালনার আগে তাদের সবচে' দক্ষ, অভিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ কমাণ্ডো বাহিনীকে পাঁচটি ইউনিটে বিভক্ত করেছিল। ফলে তারা চুতর্দিক থেকে একযোগে মুজাহিদদের মারকায দখলের জন্য হামলা শুরু করেছিল। তারা আকার-আকৃতিতে যেমন দানবের মত, তেমনি উন্নত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে ছিল সজ্জিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন মেরিন সেনাদের নিয়ে গর্ব করে এবং তাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনী মনে করে, ঠিক সোভিয়েত রাশিয়াও এই কমাণ্ডো বাহিনীকে নিজ দেশের সবচে' মূল্যবান সম্পদ মনে করে এবং একেকজন সৈন্যের পিছনে তারা কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে। এমন সুসজ্জিত দুর্ধর্ষ একটি বাহিনীকে এই নিরস্ত্র মুজাহিদরা এভাবে নাস্তানাবুদ করে দেবে- এটা কেউ স্বপ্নেও হয়তো কল্পনা করেনি। কিন্তু আল্লাহ যখন কোন ফায়সালা করেন এবং আল্লাহর বাহিনী যখন আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করে তখন এভাবেই সবকিছু ঘটতে থাকে। আর ইসলামের অভিনব সব ইতিহাস এবং নতুন নতুন মানচিত্র রচিত হয়ে চলে।

তো এই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে আমাদের সাথী মুখতার রাশিয়ানদের লক্ষ্য করে মেশিনগানে থাকা একটি গুলির সবকটি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে ছুঁড়ে দিল। পরে দেখা গেলো আল্লাহর ইচ্ছায় তার গুলিতে কমাণ্ডো বাহিনীর ছয়জনের লাশ পড়েছে। অন্যদিকে আরেক গোলন্দায খিজিরের গোলার আঘাতে পুরো রাশিয়ান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এবং দিশেহারা হয়ে

দিকবিদিক ছুটাছুটি করছে। ঠিক ঐ মুহূর্তেই ঘটল সেই আশ্চর্য ঘটনা, যা কদাচিৎ আল্লাহ ঘটিয়ে থাকেন তার দুঃসাহসী সিংহদের মাধ্যমে।

আমাদের সাথী ইকরামা- যার নামটাও স্মরণ করিয়ে দেয় সাহাবী হযরত ইকরামা রা.-এর কথা। তিনি কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে আমৃত্যু জিহাদ করে শহীদ হওয়ার শপথ করেছেন। যুদ্ধের ময়দানেও তারা বুক উঁচু করে সামনে এগিয়ে চলেছেন। তাদের সামনের সারিতে রয়েছে মানছুর, আবুল ফজল ও আব্দুল্লাহ। যুদ্ধের এক পর্যায়ে শুরু হলো মাঠ দখলের প্রতিযোগিতা। উভয় পক্ষ হাতবোমা ছুঁড়ে রণাঙ্গন নিজেদের দখলে আনার চেষ্টায় ব্যস্ত। এমন সময় দেখা গেলো, একজন মুজাহিদকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া একটি হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটার পর আরেক রাশিয়ান ঐ বোমার টুকরাগুলো তালাশ করছে। আর যাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে সেই মুজাহিদ অস্ত্র হাতে নিকটেই একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে আছে। যখনই সে দেখল রাশিয়ান সৈন্য অন্যমনস্ক, সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়ে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল।

যাহোক, আল্লাহর অশেষ রহমতে এবং একেবারে প্রত্যক্ষ সাহায্যে এমন মহা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে মুজাহিদদের বিজয় হলো। কমাণ্ডো বাহিনির বেশ কিছু সেনাসদস্য মারা পড়ল। ফলে বাকীরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হলো। ফলে খুব অল্প সময়েই আমাদের বিজয় নিশ্চিত হল।

শহীদ মানছুর

শহীদ মানছুরকে দেখলেই আমার আবু দুজানার কথা মনে পড়ে যেতো। দীর্ঘ চার মাস আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তার আচরণ ও উচ্চারণে মুগ্ধ হয়ে আমি তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবেসে ছিলাম। প্রথম সাক্ষাতেই আমি বলেছিলাম, তোমাকে আবু দুজানার মত দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষেই আবু দুজানার সঙ্গে তার স্বভাবে ও অবয়বে অনেক দিক থেকে মিল ছিল। আবু দুজানা ছিল লম্বা সুঠামদেহী একজন মহানুভব বীরপুরুষ। বীরত্ব ও মহত্ত্ব ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। এসব গুণ মানছুরের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তদুপরি তারা উভয়ই ছিল কোরআনের হাফেজ, অত্যন্ত বাকসংযমী, লাজুক স্বভাবের।

অস্ত্রচালনায় সে খুবই দক্ষ ছিল। সহযোদ্ধারা তাকে ভালোবেসে নিজেদের ইমাম বানিয়েছিল। দ্বীন ও শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ে সে কোরআন-হাদীসের

দলীল ও সাহাবায়ে কেরামের আমল তালাশ করতো। সে সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসারী ছিল। বিদআতের ঘোর বিরোধী ছিল। কারো মুখে কোন ঘটনা শুনলে সেটা পূর্ববর্তীদের জীবনাচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতো। তাদের সঙ্গে মিলে গেলে গ্রহণ করতো, অন্যথায় বর্জন করতো। তার চেহারার দীপ্তি ও চোখের চাহনীতে প্রখর মেধার সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হত। আমি যখনই কোন হাদীস লিখে দিতাম, সবার আগে সে মুখস্থ করে ফেলত।

২৭ বছরের এই টগবগে যুবকের জন্ম মিশরের এক পাহাড়ি অঞ্চলে। ফলে সংগ্রাম-পরিশ্রম ও কঠোর জীবনযাপন তাকে আলাদা করে শিখতে হয়নি। তদুপরি বংশপরাম্পরায় আরব্য পৌরুষ ও বীরত্বের উত্তরাধিকারতো পেয়েই ছিল। সে সঙ্গে কায়রো বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে ভাষা ও সাহিত্যের উপর ডক্টোরেটও করেছিল।

ঐ বছর ১৯ শে রমযান সে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তার তাকদীরে লিখে রেখেছিলেন, রমযানের শেষে প্রতিদানের (ঈদের) রাতে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে সর্বোচ্চ প্রতিদান জান্নাতুল ফেরদাউস সে গ্রহণ করবে। এজন্য প্রথম অভিযানে সে অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। পরবর্তীতে ঈদের রাতে আল্লাহ তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান।

তুমি তো হে মানছুর চলে গেলে আল্লাহর কাছে। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে রেখে গেল দগদগে ক্ষত। জানি না এ ক্ষত শুকাবে কবে। নাকি আজীবন ঝরে যাবে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। তবে এত বেদনার মাঝেও পরম প্রাপ্তি ও আত্মার আশ্বস্তি একটাই- তুমি শাহাদাত লাভ করেছো। তুমি আল্লাহর প্রিয় পাত্র হয়েছো। আমাদের জন্য সুপারিশের অধিকার সংরক্ষণ করেছো। দোয়া করি আল্লাহ তোমার শাহাদাত কবুল করুন। তোমাকে আবু দুজানার সঙ্গে ইল্লিয়্যিনে মিলিত করুন। সবশেষে আমাদেরকে তোমার পথ অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

শহীদ আবু জাফর শামী

এখন পর্যন্ত যাদের আলোচনা বিগত হয়েছে, শহীদ আবু জাফর তাদের মধ্যে বয়সে সবচে' বড়। তার বয়স প্রায় ত্রিশ, তাঁর অবস্থাটাও একটু ভিন্ন। সে তার দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ স্ত্রীকে রেখে চলে এসেছে। শুধু নিজে না;

সঙ্গে; আপন ভাইকেও নিয়ে এসেছে। দুনিয়া ছেড়ে তারা আখেরাতের জন্য এসেছে। দ্বীনের উপর চেপে বসা বাতিলের পরাশক্তিকে পরাজিত করার জন্য এসেছে। এবং সর্বশক্তি দিয়ে সিরিয়ার বুক থেকে বাতিলের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য এখানে এই কান্দাহারে চলে এসেছে। আর এই কান্দাহার পূর্ব থেকেই ইসলামী শরীয়া ব্যবস্থা, মা-বোনদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রচেষ্টা, অসংখ্য উলামায়ে কেরামের পুণ্যভূমি ইত্যাদি দিক থেকে সুপরিচিত। এ পর্যন্ত এখানে প্রায় এক হাজার মুজাহিদ শহীদ হয়েছে। হিজাব নিষিদ্ধ আইন জনগনের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য বাদশাহ্ জহির শাহ্ খান মুহাম্মাদের পরিচালনায় যে বাহিনী পর্দানশীন মা-বোনদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, মুজাহিদগণ তাদের বিরুদ্ধে এখনো যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

রণাঙ্গনে আবু জাফর ও তার ভাই

তারা দুই ভাই আফগানিস্তানে এসেছে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে। এবং মুসলমানদের মর্যাদার রক্ষার সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই রণাঙ্গনে গেলেই তারা একে অপরকে শাহাদাতের জন্য উৎসাহ দিয়ে আবৃত্তি করত-

আল্লাহর নামে জিহাদ করো
মনে যদি আল্লাহর ভয় পোষণ করো,
দুনিয়া হবে তোমার হস্তগত
আর আল্লাহ হবেন রাযী সন্তুষ্ট।
জান-মাল দ্বারা জিহাদ করো
জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করো,
সেখানে অসংখ্য হুর গেলমান
তোমারই জন্য অপেক্ষমান।

জীবনের শেষ যুদ্ধ

ওরা দুই ভাই সবসময় কয়েকজন আরবের সাথে অবস্থান করতো, কিছুদিন পর তাদের কাছে একটি অভিযানের খবর এল। তাদের আশংকা হল, আরব ভাইয়েরা তাদেরকে অভিযানে শরীক হতে দিবে না। তাই তারা অন্য এক

সেনাপতির দলে যোগ দিলো। কিন্তু সেই সেনাপতি অভিযানের প্রস্তুতি নিলেও তাদেরকে সঙ্গে নিতে রাজী হলো না। তখন তারা পুরনো সাথী আবু খুবাইবকে ধরল, আমীরের কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করতে। অবশেষে তাদেরকে অভিযানে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। শাহাদাতের তামান্না বুকে ধারণ করে দলগুলো অভিযানের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলো। তাদের দলটি ছিল একটু পিছনে। আবু জাফর তার সাথীদের থেকে আলাদা হয়ে গেল। আর খুঁজতে লাগলো কোথায় শাহাদাত তাকে বরণ করে নেবে। যেমন হাদীসে জান্নাতী যুবকের বিবরণ এসেছে- "ঘোড়ার লাগাম ধরে ছুটে চলে যেখানেই কোন অভিযানের খবর পায় সেখানেই ছুটে যায়। আর তার অন্তর মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায়।"

শাহাদাত

মুজাহিদদের উপর প্রচণ্ড হামলা হল। তাই মুজাহিদরা গুটিয়ে আসতে লাগল। এরই মধ্যে আবু জাফরের ডান হাতে একটা বোমা এসে পড়ল। আগুনের কিছু স্ফুলিঙ্গ তার বুকেও আঘাত হানল। সে গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই তাকে কাঁধে তুলে ঘাঁটিতে নিয়ে আসল। তার যথাযথ সেবাশুশ্রূষা চলা সত্ত্বেও দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা রক্তক্ষরণের পর সে শাহাদাত বরণ করলো। এক মুজাহিদ বলেছেন- আমি আগেই তার চেহারায় শাহাদাতের নুর দেখেছি। কিন্তু তাকে বলিনি। আর শাহাদাতের পর তো তার চেহারা এত ঝলমলে হলো যেন পূর্ণিমার চাঁদ। আলহামদুলিল্লাহ। সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন শুক্রবারে সে শাহাদাত বরণ করলো। মুজাহিদরা তার মৃত্যুতে খুবই শোকাহত হল। যেন সে কতকাল তাদের মাঝে অবস্থান করেছে। অথচ সে তাদের মাঝে ছিল মাত্র নয় দিন। কিন্তু সে ছিল প্রাণচঞ্চল। অমায়িক চরিত্রের অধিকারী। তাই অল্পকদিনেই সকলের ভালবাসার পাত্রে পরিণত হয়েছিল। আমরা আল্লাহর কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন জান্নাতে আমাদেরকে তার সাথে একত্র করেন এবং আফগানিস্তানে ও ফিলিস্তিনে চক্ষুশীতলকারী নুছরাত নাযিল করেন। তদুপরি একটি ইসলামী রাষ্ট্র দান করে মানবতার পিপাসা দূর করেন। আমীন।

রক্তভেজা অছিয়ত

তার পকেটে পাওয়া রক্তভেজা অছিয়ত-

আলহামদুলিল্লাহ। দুরুদ ও সালামের পর, আমি নিজেকে এবং তোমাদেরকে সর্বাবস্থায় তাকওয়ার অছিয়ত করছি। আরো অছিয়ত করছি আল্লাহর আনুগত্যের এবং নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার। আর মা-বাবাকে তাকওয়া ও ধৈর্য ধারণের অছিয়ত করছি। কোন সন্দেহ নেই। মৃত্যু সবার কাছেই আসবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়েই আসবে। সুতরাং তোমরা দুঃখিত হয়োনা। কেননা শহীদ তার প্রতিপালকের নিকট জীবিত। আপন রবের পক্ষ থেকে তাকে রিযিক প্রদান করা হয়। আর শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট রয়েছে বিশেষ মর্যাদা এবং বিশেষ মহব্বত। আর আমার সন্তানদের বিষয়ে অছিয়ত হল, তাদরেকে যেন তাকওয়ার পরিবেশে প্রতিপালন করা হয়। আর আমার স্ত্রীর তো জানাই আছে যে জিহাদ ফরযে আইন। আল্লাহ্ তাকে তার ধৈর্যের প্রতিদান হিসাবে দুনিয়া-আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ দান করুন। সকল বিষয়ে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। তার কাছে আমার একমাত্র চাওয়া, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সন্তানদেরকে ঈমান, তাকওয়া ও জিহাদের পরিবেশে গড়ে তোলে। আর তার পুত্রকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যেমন তার স্বামীকে (আমাকে) উদ্বুদ্ধ করেছে। আর মেয়েদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও দীক্ষা দান করবে। এবং তাদেরকে মুজাহিদদের সাথে বিবাহ দিবে। আমি তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তার নিজের ব্যাপারে সে স্বাধীন। আর আমার আত্মীয়-স্বজন এবং ভাইদেরকে বলছি, বিশেষ করে যুবকদেরকে হিতাকাঙ্খা হিসাবে বলছি- নিঃসন্দেহে ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এখানে আফগানিস্তানে নিজ চোখে তোমরা জিহাদ ও ছবরের জীবন দেখতে পাবে। আমার মনে হয়, যে ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার সামর্থ রাখে অথচ সে দুনিয়ার ভোগ বিলাসে ডুবে থাকে সে গুণাহগার। সুতরাং হে আমার যুবক ভাইয়েরা! আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করো। আফগানিস্তানে মুজাহিদরা যখন কোন আরব যুবককে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে দেখে তখন তাদের মনোবল দৃঢ় হয়। এবং ফলে লড়াই ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে যেতে সংকোচ বোধ করে।

আমার ধন-সম্পদের বিষয়ে আমি আলাদা অছিয়ত লিখে আমার স্ত্রীর কাছে রেখে এসেছি। আবারো বলছি, তোমরা দুঃখিত হয়ো না, ধৈর্য ধারণ করো।

হে আমার স্ত্রী! ইনশাআল্লাহ তুমি হবে জান্নাতে আয়তলোচনা হুরদের সরদার। আর যুবক ভাইদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বলছি, আল্লাহর শত্রুরা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। সারা বিশ্বে তারাই খুন-ধর্ষণ, লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। অথচ জিহাদকে বলা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। সুতরাং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ছেড়ে আফগানিস্তানের যমীনে এসো। আল্লাহ তোমাদেরকে সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করুন। আমীন।

তোমরা তো জানো যে, আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে, ফিলিপাইনে, ইরিত্রিয়ায়, পৃথিবীর আরো বিভিন্ন জায়গায় জিহাদ চলছে। একই লক্ষ্যে একই উদ্দেশ্যে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে জিহাদের জন্য উৎসর্গ করো। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

ইতি

আল্লাহর দান ও দয়ার মুখাপেক্ষী

তোমাদের ভাই।

আসাদুল্লাহর পক্ষ হতে শহীদ ভাইয়ের আত্মার উদ্দেশ্যে

হে আমার শহীদ ভাই! আশা করি আল্লাহ তোমার শাহাদাত কবুল করেছেন। হে আমার মায়ের পেটের ভাই! শৈশব, কৈশোর, যৌবনের সঙ্গী! রক্তের ভ্রাতৃত্ব এবং জিহাদের ভ্রাতৃত্ব আমাদেরকে একত্র করেছে। আল্লাহর জন্য আমরা একত্র হয়েছি। এখন আল্লাহর জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়েছি। তুমিতো রক্তের নদী পাড়ি দিয়েছো, আমি আছি তোমার পিছনে, যদিও পিছিয়ে পড়েছি। কিন্তু এই পথ ইনশাআল্লাহ ছাড়বো না।

তুমি হে ভাই! কত দূর থেকে এসেছো। যখন জেনেছো জিহাদ ফরযে আইন তখন থেকে আমি তোমাকে লক্ষ্য করেছি এবং অনুভব করেছি তোমার মাঝে জন্ম নিয়েছে এমন এক আগ্নেয়গিরি যার কখনো নেভার ছিল না। না তুমি কোন ব্যাখার আশ্রয় নিলে, না কোন ওযর তালাশ করলে; বরং শিশুদের চিৎকার, আহতদের হাহাকার; আর নারীদের আর্তনাদ- এসব তোমার অন্তরাত্মাকে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করেছিল। আর তোমার অন্তর

তখনি শান্ত হলো যখন তুমি আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে মুজাহিদদের বিজয় কেতন ওড়ানো দেখলে। একসময় তুমি উদ্বুদ্ধ হলে এবং আফগানিস্তানের মাটিতে জানের বাজি লাগিয়ে দিলে এই আশায় যে, হয়তো ইসলামের কোনো উপকার হবে। দুনিয়ার সমস্ত ঝুট-ঝামেলা পিছনে ফেলে স্ত্রী সন্তানদের আল্লাহর হাওয়ালা করে ইজ্জত ও মর্যাদার জীবন জিহাদকে বেছে নিয়ে। ঐসব যুবকদের কথা ভেবে তুমি কত আফসোস করতে, যারা ইসলামের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিহাদকে ছেড়ে শুধু বেঁচে থাকাকেই তাদের জীবনের সৌভাগ্য মনে করছে। তোমার কি মনে পড়ে, একবার মুজাহিদরা রাশিয়ানদের থেকে কিছু বারুদ ছিনিয়ে নিলো। তারপর শত্রুর অস্ত্র দিয়ে তুমি শত্রুর মোকাবিলা করতে গেলে। তখন তোমাকে দেখেছি বুক উঁচু করে মাথায় আমামা বেঁধে ইসলামের এক সৈনিক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছো। আর বলছো, হায়! আমার ভাইয়েরা যদি জানতো, কী মর্যাদার জীবন এটা!

আফগান ভাইদের মাঝে মাত্র কয়েকদিন কাটিয়েছো তাতেই তারা তোমার সদা মৃদু হাসি ও প্রাণচাঞ্চল্যের কারণে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। এমনকি তারা তোমার চেহারায় শাহাদাতের আলোকচ্ছটাও দেখেছে। আমিতো বিশ্বাসই করতে পারছিনা যে, তুমি এত দ্রুত চলে গেলে। এইতো সেদিন একসাথে আমরা শীতের প্রকোপ ভোগ করেছি। একসাথে চা-রুটি খেয়েছি। হাসি-কান্না ভাগাভাগি করেছি।

আর হঠাৎ করে এভাবে তুমি আমাদের ফেলে চলে গেলে। আমার সামনেই তুমি যুদ্ধ করতে করতে গোলার আঘাতে পড়ে গেলে। আর ফিনকি দিয়ে তোমার পবিত্র দেহ থেকে রক্ত ছুটতে লাগল। আমার অন্তর্চক্ষু চর্মচক্ষুর আগেই তা অবলোকন করেছে। আমি নিজ হাতে তোমার জানাযা বহন করেছি। তখন আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তুমি চলে গেছো, এজন্য নয়, বরং এ জন্য যে, আমি তোমার মত প্রিয় ভাইকে, প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছি। তুমি যখন আমাকে উপদেশ দিতে আমার হৃদয়ে তা বড়ই প্রভাব ফেলতো। একসাথে আমরা শৈশব-যৌবন পার করেছি। আর এই সেদিন আমাদের মাঝ থেকে তোমার আলোকজ্জ্বল মিষ্টি হাসির চেহারাটি হারিয়ে গেলো। আল্লাহ তোমাকেই শাহাদাতের জন্য নির্বাচন করলেন। আমরা দুজন একই খন্দকে থাকা সত্ত্বেও শাহাদাতের জন্য তুমিই নির্বাচিত হলে। তুমি চলে গেলে চিরশান্তির জান্নাতে। আর আমি একা পড়ে রইলাম এই নশ্বর পৃথিবীতে। আমার এখন চাওয়া-পাওয়া একটাই, শাহাদাত বরণ করে তোমার

সাথে মিলিত হওয়া। আজ আমি গর্ব করি তোমাকে নিয়ে। তোমার শাহাদাত নিয়ে। এখন সবাই আমাকে শহীদের ভাই হিসাবে চেনে। মানুষ এলাকার নাম ভুলে গেছে। কিন্তু তোমায় ভোলেনি। তুমি কি জানো, তোমার পরিচিত যুবকেরা যখন তোমার শাহাদাতের খবর শুনল তখন তারা ঘোর ছেড়ে জেগে উঠল এবং শাহাদাতের তামান্না তাদেরকে ঘরছাড়া করল। শত শত কিতাব আর বক্তৃতা যাদেরকে জাগাতে পারল না। তোমার একার শাহাদাত তাদেরকে জাগিয়ে তুলল!

জিহাদের ময়দানে আমরা একসাথে পথ চলেছি। লক্ষ্য ছিল একটাই, জিহাদের বৃক্ষকে আমরা বুকের তাজা রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত করবো এবং বিশ্বের সকল মুসলিম যুবকের জন্য আমরা আদর্শ হয়ে থাকবো।

প্রিয় ভাই আমার! ভেবো না যে, তুমি চলে যাওয়ার পর আমি ফিরে গেছি। কিংবা আমার দৃঢ় প্রত্যয়ে শিথিলতা এসে গেছে। কিংবা তোমার বিয়োগে মনোবল হারিয়ে পিছুটান দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি। কক্ষণও নয়, বরং আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমিও একই পথে চলতে থাকবো। যতক্ষণ আমার রক্ত তোমার খুনের সাথে মিশে না যায়। সবশেষে তোমার জন্য এবং সকল শহীদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করি, তিনি যেন তোমাদেরকে চিরশান্তির জান্নাতে দাখেল করেন।

ইতি
তোমার ভাই আসাদুল্লাহ

শহীদ আবু জাফরের স্ত্রীর পত্র

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে খরিদ করে নিয়েছেন তাদের জান ও মাল। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। ফলে আল্লাহর শত্রুকে হত্যা করে এবং নিজেরা নিহত হয়।

ইসলামের ভুমি আফগানিস্তানের মাটিতে অবস্থানকারী মুজাহিদ ভাইদের প্রতি এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালিমা সমুন্নতকারী শহীদানের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি। রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে কান্দাহারের ভূমিতে আমার স্বামীর শাহাদাতবরণের খবর আমার কাছে পৌছেছে। প্রথমে এ সংবাদে আমি খুবই ব্যথিত ও শোকাহত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু খুব দ্রুতই

আল্লাহ আমার হৃদয়ে সাকীনা ও শীতলতার পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। ফলে আমি তার শাহাদাতবরণ এবং জান্নাত লাভের কথা ভেবে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম এবং স্মরণ করতে লাগলাম, আল্লাহ তায়ালা শহীদানের জন্য কী কী প্রতিদান ও মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর সাইয়্যিদুল মুজাহিদীন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাক যবানের ঘোষণা হচ্ছে- "শহীদের জন্য তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে ছয়টি পুরস্কার। ১. তার প্রথম রক্ত-ফোঁটাটি প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং সে জান্নাতে তার স্থান ও অবস্থান দেখতে পাবে। ২. তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হবে। ৩. কিয়ামত-দিবসের বিভীষিকা থেকে নিরাপদতা প্রদান করা হবে। ৪. তাকে মযার্দার বিশেষ মুকুট পরানো হবে। সেই মুকুটের একটি ইয়াকুত সারা দুনিয়া ও তার সকল কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ৫. তাকে বাহাত্তর জন আয়তলোচনা হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে। ৬. তার পরিবারের সত্তর জনের বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করা হবে।"

আমার সকল মুজাহিদ! আমার স্বামী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে তাতে আমি এবং আমার সন্তানেরা এবং তার মা-বাবাসহ পুরা খান্দান নিজেদেরকে মর্যাদাবান মনে করছি। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার তিন ছেলেকে এমনভাবে প্রতিপালনের নিয়ত করেছি, যাতে তাদেরকে তাদের বাবার পথের পথিক বানাতে পারি। সুতরাং হে আফগানিস্তান! তোমাকে স্বাগত জানাই, এই জিহাদ এবং এই শহীদের জন্য! আমরা দোআ করি আল্লাহ তোমাদের নুছরাত করুন এবং তোমাদেরকে অবিচল রাখুন। আর বিজয়তো মুমিনের সর্বদার সঙ্গী। সুতরাং হে আমার বোনেরা! আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী শহীদদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি-প্রতিদানের কথা স্মরণ করে আমরা যেন আমাদের জান ও জীবনগুলোকে আল্লাহর রাস্তায় এগিয়ে দেই। তাহলেই ইনশাআল্লাহ বিজয় আসবে এবং কাফের মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবে। পরিশেষে আল্লাহর রাসুলের একটি হাদীস শুনুন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শহীদানের রুহ্ সবুজ পাখীর আকৃতিতে জান্নাতের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।

মাআস সালাম

ইতি

তোমাদের বোন উম্মে জাফর

বর্তমান যুব সমাজ

সকল প্রশংসা আল্লাহর। দুরুদ ও সালাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। বর্তমানে সারা মুসলিম বিশ্বে যুবকরা একটা দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোগ-বিলাসের এত এত সামগ্রী- একদিকে তাদেরকে রঙিন জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে। অন্যদিকে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা এবং দ্বীন ও দুনিয়ার নাযুক অবস্থা তাদেরকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। একদিকে জীবনের নিত্য প্রয়োজন পুরণের তাগিদে এবং পরিবার পরিজনের আকর্ষণে তারা চাকুরী উপার্জনে ব্যস্ত সময় কাটায়। অন্যদিকে দৈনিক পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, বার্মাসহ মুসলিম জনপদগুলোতে মুসলমানদের উপর চলতে থাকা নির্যাতন, নিপীড়নের খবরাখবর তাদেরকে জিহাদের তাড়নায় উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করে। এভাবে দোটানার মধ্যে তাদের জীবন চলছে। তবে কিছু যুবকের সৌভাগ্যতারা উদিত হয়। আর তারা সুখময় জীবনের মায়া ও মোহ ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে এসে উপস্থিত হয়। এবং জীবনের এত সব মোহনীয় বন্ধনমুক্ত হয়ে এই গৌরবময় ময়দানে এসে হাজির হয়। আর মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশায় রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যায়। বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে মজলুম মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের ষ্টীমরোলার চালানো সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহর পথ ছাড়েনি। জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে নির্মুল করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করার পরও নতুন মুজাহিদ বাহিনি তৈরী হচ্ছে এবং নতুন উদ্দীপনায় মুসলমানরা জেগে উঠছে। কিছু যুবক এখনও আছেন যাদের অন্তরে আছে আফগান জিহাদের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ। তাই তারা দুনিয়ার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে মুজাহিদীনের এই মোবারক কাফেলায় শামিল হতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন।

ইতিহাসের পাতায় চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাবো, ফুরাত ও দজলার শহর ইরাক সর্বদাই মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বিপদাক্রান্ত এবং সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল। এক্ষেত্রে তাতারী হামলার ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট। যার মাধ্যমে আব্বাসী খেলাফতের পতন ঘটেছে, এবং সে যুগের হিসাব অনুযায়ী অন্তত আট লাখ মুসলিম গণহত্যার শিকার হয়েছে। যাদেরকে নির্মমভাবে জবাই করা হয়েছে। আর আশির দশকের দুর্যোগের কথা বলার ভাষা আমার নেই। কিন্তু এতসব দুর্যোগ ইরাকী যুবকদেরকে জিহাদের প্রতি তাদের

গৌরবময় দায়িত্বের কথা ভুলিয়ে দিতে পারেনি। আফগানিস্তানের মাটিতে অপূর্ব সব দাস্তান দ্বারা তারা তা প্রমাণ করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতবরণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাদেরই মধ্যে একজন- শহীদ মুহাম্মাদ ফারুক (আলী মোস্তফা)।

শহীদ মুহাম্মাদ ফারুক

কারকুক প্রদেশের কুফরা অঞ্চলে হতদরিদ্র এক ছোট্ট পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বাধা-প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তিনি লেখাপড়া চালিয়ে গিয়েছেন। আল্লাহর পথের দাঈ হিসাবেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। এবং এক্ষেত্রে তিনি কিছু পরীক্ষার সম্মুখীনও হয়েছিলেন, যা আসলে প্রত্যেক দায়ীর ক্ষেত্রেই ঘটে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "মানুষ কি ভেবেছে যে, তারা বলবে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। আর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, কোন পরীক্ষাও করা হবে না ? [সুরা আনকাবুত, আয়াত- ২]

প্রায় এক বছর তিনি জেলের অন্ধকারে কাটিয়েছেন, সে সময় তিনি দশ পারা কোরআন হেফ্জ করেছেন। জেলের মধ্যেই তিনি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আরো যারা তার সাথে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের প্রতি ইহসান ও কোরবানীর অপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন। তাদের একজনের ভাষ্য অনুযায়ী- 'যখনই গভীর রাতে আমার ঘুম ভাঙ্গতো, দেখতাম, হয় তিনি বসে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছেন, অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন।'

জিহাদের প্রতি ছিল তার হৃদয়ের টান তাই তিনি ইরাকের মাটি ছেড়ে এমন কোথাও যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যেখানে জান্নাতের ঘ্রাণে আর তরবারির ঝঙ্কারে তার দিন-রাত কেটে যাবে। তিনি ডাক্তারী পড়াশুনা করেছিলেন। কিন্তু মন তার পড়ে থাকতো জিহাদের ময়দানে। তবে সাথীদের পীড়াপীড়িতে অবশ্য ডাক্তারী শেষ করেছিলেন। যাতে জিহাদের ময়দানে তা কাজে আসে। একসময় তিনি সব ফেলে রণাঙ্গনে চলে এলেন। তিনি যেই দলে ছিলেন, সেই দলের আমীর একদিন ঘোষণা করলেন যে, তাদের হাতে থাকা সকল অর্থ ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং যে কোন একজন ঝুঁকি নিতে হবে। মুজাহিদদের কেন্দ্র থেকে অর্থ আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তো কে প্রস্তুত

আছো? কিন্তু কেউই দাঁড়ালো না, কেননা রাস্তার প্রতিটি মোড়ে, প্রতিটি বাঁকে মৃত্যু ওঁৎ পেতে আছে। আর কারো কাছেই এমন কোন কাগজ পত্র নেই, যা রাস্তার চেক পোস্টগুলোতে পুলিশদের রোষানল থেকে তাদের রক্ষা করবে; বরং তাদের প্রায় প্রত্যেকেই সরকারের কাছে পূর্ব পরিচিত, যা তাদেরকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়ায়। সুতরাং রাস্তায় বের হওয়া মানেই হল মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হওয়া। সেই মুহূর্তে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাথীদের রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। আমীরের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তার এই ঘটনা খন্দকযুদ্ধের রাতে হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের অবস্থা জানার জন্য সাহাবাদের থেকে একজনের বের হওয়া কামনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া কেউই বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হননি। তো শহীদ ফারুক যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তার হৃদয়ে ছিল শহীদী মওতের তামান্না। তার এক সঙ্গী বলেছে- আমি গাড়ীতে তার সাথে ছিলাম। যখন গুরুত্বপূর্ণ কোন চেক পোস্টের কাছে এসে পৌঁছতাম, তখনই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, ওদেরকে দেখানোর মত আপনার কাছে কী আছে? তিনি বললেন- রাব্বুল আলামীনের উপর ভরসার পাথেয় ছাড়া আর কিছুই নেই। আল্লাহ আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। তাই আমরা যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিয়েছি। কিন্তু জাগতিক কোন প্রস্তুতি নিতে পারিনি, তাই আমার কাছে শুধু রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমানের পাথেয়টুকুই আছে। এ কথাগুলো আমার হৃদয়ের গভীরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এমনিতে এই চেকপোস্টে খুব কঠিনভাবে চেক করা হতো। কিন্তু সেদিন মুহূর্ত কয়েক অতিক্রম না করতেই দায়িত্বশীল অফিসার সব গাড়ীকে চেক করা ছাড়াই চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করলো। তো এটা ছিল মহান আল্লাহ পাকের কালামের বাস্তব প্রমাণ।

যেমন তিনি বলেছেন- "যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন। এবং তাকে তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করেন। যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা করতে পারেন। আল্লাহ সকল কিছুর জন্য তাকদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

পরবর্তীতে তিনি ইরানে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে পৌঁছে গেলেন আফগানিস্তানে। যেখানে মুজাহিদ বীর পুরুষরা রক্ত আর অসত্যের মাঝে

মিশে যায়। হারাত অঞ্চলে পৌছে তিনি পরবর্তীতে রণাঙ্গনে তার চিকিৎসার কাজে লাগলেন। পরবর্তীতে সেখানেই তিনি শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। আল্লাহর কী ইচ্ছা! শাহাদাতের জন্য তাকে ময়দানে ছুটে যেতে হয়নি; বরং শাহাদাত তাকে এসে আলিঙ্গন করেছে তার কর্মস্থলে। এভাবেই তিনি আল্লাহর নিকট পৌছে গেলেন এবং আল্লাহর পথের পথিক সেই মহান দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন। যাদের কবর ছড়িয়ে আছে আফগানিস্তানের সুবিস্তৃত পর্বতভূমির নীচে। আর ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দিয়ে গেলেন যে, এই জিহাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদ; কোন জাতীয়বাদী লড়াই নয়। যদিও তাতে কোরবানী ও ঈছার এবং সবর ও মর্যদার ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের সন্তানদের জন্যই থাকবে সর্বোচ্চ স্থান। হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আর আপনার প্রশংসাসহ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই তাওবা করছি।

বিস্ময়কর এক কাফেলা

হামদ ও সালাতের পর, মুমনিদের এই কাফেলা বড় বিস্ময়কর কাফেলা। যাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কাফেলা। এদের প্রত্যেকে তাদের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা সব বিষয়ই বিস্ময়কর। তারা বেঁচে থাকে ঐসব গুণাহ থেকে যেসবের দিকে মানুষ আজ পতঙ্গদলের মত ছুটছে। সুতরাং তারা অবশ্যই সুসংবাদ লাভের যোগ্য। দূর থেকে তাদের দিকে তাকালে শ্রদ্ধায় দৃষ্টি অবনত হয়ে আসে। তাদের শোকে মুমিনের চোখ থেকে অশ্রু ঝরে, তারা তাদের এই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। যদিও কাফের মুশরিকরা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়, তবুও তারা সুখী, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রহর গুণে গুণে তারা উম্মতের জন্য জাহেলিয়াতের নির্জন মরুভূমির ভেতর দিয়ে পথ তৈরী করে চলেছে। মৃত্যুকে তারা এমন ভালোবাসে যেমন দুনিয়ার কাফের মুর্দারা জীবনকে ভালোবাসে। যেমন হাদীসে এসেছে- ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের অন্তর মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায়। কবি বলেছেন-

আমাদের জন্য লড়ছে তারা, মৃত্যুকে তারা করে না ভয়।

লড়াইয়ের ময়দানে অটল পর্বত, সুউচ্চ তারা মর্যাদায়।

জীবন বড়ই দীর্ঘ হয়ে গেল, পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়ে গেল। হায়! যদি আরো আগেই এই বিস্ময়কর কাফেলার সাক্ষাত পেতাম! এই দীর্ঘ জীবনইতো আমাদেরকে জান্নাতী হুর-গেলমান, কল্পনাতীত নায-নেয়ামত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অবশ্য অনেকে এখনই অনুভব করে যে, তারা দুনিয়ায় থেকেও জান্নাতে আছে। হাদিসে এসেছে- 'দুনিয়ায় এমন একটি জান্নাত আছে, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করেনি, সে আখেরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবেনা।'

শহীদ মারযুকের স্মৃতি

(হৃদয়ের পাতা থেকে যা কখনোই মোছা যাবে না)

ঐ মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়ে, যখন এই যুবকের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। সেদিন মক্কা মোকাররমায় দুই চিকিৎসকের সঙ্গে সে আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছিলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বেশ জোশ-জযবাওয়ালা, টগবগে, তেজদীপ্ত নওজোয়ান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোন গোত্রের? সে বলল- আওরাস গোত্রের সর্বোচ্চ শাখার। তারপরেই বললাম- তোমার জোশ-জযবাতো দেহাবয়ব ও মুখাবয়ব থেকে ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে। তা এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকতে চাও? তোমার জন্য ভালো হবে কয়েক বছর আফগানিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। সাথে সাথে সে বলে উঠলো, আমি প্রস্তুত। আমি বললাম, ঠিক আছে। আগামীকাল তুমি বিমানে আমার সঙ্গী হবে। সে বলল, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন। শীঘ্রই আমি আমার ব্যাগ নিয়ে আসছি। গাড়ী আমাদের নিয়ে তার অবস্থানের উদ্দেশ্যে চলল। অল্পক্ষণেই আমরা পৌঁছে গেলাম। সে তার সমস্ত সামান নিয়ে নিল। তার সমস্ত উপার্জন সেখানেই ছিল। তারপর গাড়ী আমাদেরকে নিয়ে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। সে তার সামানাদি, ব্যাগ-পত্র, এবং জামা-কাপড় আমার সামানের সঙ্গেই গুছিয়ে রাখল। আমি তাকে বললাম, তোমার সামানগুলো আলাদা একটা কার্টুনে রাখলে ভালো হতো না? আমার তো মনে হয় তুমি আমার সাথে সফর করতে পারবে না। সে আমাকে আশ্বস্ত করে জোর দিয়ে বলল, অবশ্যই আমি আপনার সাথে সফর করবো ইনশাআল্লাহ। আমি বললাম, তোমার পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট কিছুই নেই। তার উপর এখন হজ্বের সময়। বিমানগুলো সব ভরে ভরে আসছে। সে বলল, আল্লাহ

চাইলে সবই সহজ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য বেশ কিছুদিন যাবৎ সে মক্কায় নিয়মবিরুদ্ধভাবে অবস্থান করছিল। পরে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। ফলে দায়িত্বশীল অফিসারের মন নরম হল। তারপর আমি মারযুককে নিয়ে ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। সেখানে সম্ভ্রান্ত এক ভাই আমাদেরকে স্বাগত জানালো। সে কিছুদিন আমাদের সাথে ছিল। তখন সে আমাদের খুব খাতির-যত্ন করত। আল্লাহর রাস্তায় আগত ভাইদের সেবার এই লোকের প্রাণপণ চেষ্টা দেখে মারযুক বলত, হে আল্লাহ! আপনি আমার হায়াত থেকে কিছু অংশ তার হায়াতে লিখে দিন। যেন সে মুসলমানদের খেদমতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে পারে। মারযুক এক মাস পেশোয়ারে কাটাল। এই সময় তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেল। কিন্তু এটা তার কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি। কারণ তার অন্তর জিহাদের ময়দানে বিচরণ করছিল। দেখতে দেখতেই একমাস কেটে গেল। এ সময় মারযুককে সবসময় কাফেলা প্রস্তুত করার কাজেই ব্যস্ত দেখা যেতো। তাই আব্দুল্লাহ আনাস তাকে পেয়ে এতই আনন্দিত হয়েছিল, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। কাফেলা প্রধানের কামরায় সবসময়ই মারযুককে কাফেলার বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত দেখা যেতো। আব্দুল্লাহ আনাস চাইতো, পেশোয়ারের সবাইকেই সাথে নিয়ে যাবে। আমি বলতাম, কেন নয়? অবশ্যই রাজী করো সবাইকে! তখন আনাস আমাকে তার মুখে সর্বদা লেগে থাকা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে চলে যেতো।

অবশেষে মারযুক অভিযানমুখী একটি দলের সাথে নাহরাইন অঞ্চল বিজয়ে শরীক হল। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে বিভিন্ন চিঠি আসতে লাগলো। চিঠিতে সে তার শাহাদাতের প্রতি অশেষ তামান্না প্রকাশ করতো। আরো লিখতো, তোমাদের সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকলাম। অবশেষে সে নিজেই একদিন এসে পড়লো। বলল, শুধু আপনাকে দেখার জন্যই এসেছি। সে আমার কাছে কিছুদিন ছিল। এ সময় তার পাসপোর্ট তৈরী করার কথা বলেছিল। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে ফেরার প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে এক মুহূর্তও সে স্থির থাকতে পারতো না। তার সমস্ত চেতনা জুড়ে তখন বিরাজ করছিল শৌর্য-বীর্যের ভূমি 'তুখারে' ফেরার চিন্তা।

মারযুক চলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমরা কাফেলা প্রধানের দফতের একসাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু কে জানতো এটাই ছিলো তার সাথে আমার শেষ সাক্ষাত! তাকদীরে সেটাই লেখা ছিলো। তুখারের যাত্রাপথে গাড়ী উল্টে সে শহীদ হয়ে যায়। তার রূহ মহান রবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। সহীহ হাদীসে

বর্ণিত আছে- "যে ব্যক্তি রেকাবে পা রাখলো আর তার বাহন তাকে ফেলে দিলো এবং মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললো, ফলে সে মৃত্যুবরণ করল, কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে মৃত্যুবরণ করলো, কিংবা যে কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলো- সে শহীদ"।

তার ক্ষেত্রে সেটিই ঘটেছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি তাকে শহীদ হিসাবে কবুল করবেন, সে ছিল মানববেশী আগ্নেয়গিরি, যা শুধু বিস্ফোরিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। তদুপরি ছিল বিশিষ্ট দাঈ। বর্তমান যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের লেখা সম্পর্কে তার ছিল সুবিস্তৃত অধ্যয়ন। জামিয়াতুল জায়ায়িবে ইসলামী কর্মশালাগুলো পরিচালনায় সে ছিল ছাত্রদের অগ্রপথিক। জান্নাতে আল্লাহ্ তাঁর মাকাম উঁচু করুন। আমীন।

শহীদ আবুল হারিছ ইয়েমেনী

শহীদ আবুল হারিছ। সর্বদা চুপচাপ থাকা এবং পরিমিত কথা বলা ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। সবসময় সে দৃষ্টি অবনত রাখত। শুধু যার সাথে কথা বলত তার দিকেই তাকাত। তার ললাটে ছিল এক উজ্জ্বল দীপ্তি। স্বভাব-লাজুকতা তার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে মিষ্টি মধুর সুরে কোরআন তিলাওয়াত করতো। তার সাথী-সঙ্গীরা বলতো- সব সময়ই আমরা তার কাছ থেকে ইসলামী চরিত্রের বাস্তব রূপ দেখতে পেয়েছি। কখনোও সে আমাদের সাথে রূঢ় আচরণ করেনি। ইয়েমেনবাসী হওয়ায় এমনিতেই তার মধ্যে ছিল প্রজ্ঞা ও গম্ভীরতা। জিহাদে এসে তার গাম্ভীর্য আরো বেড়ে গিয়েছিল। সে ছয়মাস গওরবন্দে অবস্থান করেছে। তারপর মারযুকের সাথে একই গাড়ীতে শাহাদাতবরণ করেছে। বলা যায়, একটি ধ্রুবতারা হঠাৎ করেই উদিত হয়েছিল। আবার সবার অজান্তে মিলিয়েও গেল। কিংবা বলতে পারো ইসলামের গোলাব বাগানে অনেক সম্ভাবনাময় একটি কলি এসেছিল। কিন্তু প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই তা ঝরে পড়ল। কিংবা বলা যায়, একটি সুন্দর স্বপ্ন আমাদের সবাইকে আচ্ছন্ন ও সম্মোহিত করে রেখেছিল। কিন্তু বাস্তবতা লাভ করার আগেই তা স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গেল।

শহীদ আবু জিহাদ

সর্বপ্রথম আমি তাকে দেখেছি সাদা'-এর সেনাছাউনীতে সুন্দর সুঠাম এক যুবক। তার সুদর্শন চেহারাকে লাজুকতা ও গম্ভীরতা আরো দীপ্তিময় করে রেখেছে। প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে সে বলতে লাগল- "এখানে এ পর্যন্ত পৌঁছতে আমাকে কত যে কষ্ট পোহাতে হয়েছে। কত মানুষের নিন্দা শুনতে হয়েছে। আমি শুধু ভাবতাম, কীভাবে এই জীবন থেকে মুক্তি পাবো, যে জীবনের নেই কোন সজীবতা, আর না পাওয়া যায় হৃদয়ের স্বচ্ছতা। দুনিয়াদাররা দুনিয়া নিয়েই ডুবে আছে। তাই তাদের কথার কোন আছর আমার অন্তরে ছিল না। তারা যতই বক বক করতো সেসব কথা আমার মধ্যে সামান্যও তরঙ্গ সৃষ্টি করতো না"।

কিন্তু আমার অবাক লাগছিলো যে, সে আমাকে এত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছে, অথচ তার মুখে দাড়ি নেই কেন? পরে জানতে পারলাম তার মুখে দাড়ি ছিল। কিন্তু দূতাবাস থেকে ভিসা না পাওয়ায় দাড়ি কামাতে বাধ্য হয়েছে।

মসজিদে শহীদের এক শহীদ

আবু জিহাদ ছিল সব বিষয়ে সিরিয়াস। উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষ করে ইলেকট্রিকের উপর পড়াশোনা করেছে এবং কিছুদিন এসব নিয়ে কাজ করেছে। তারপর হঠাৎ দুনিয়া ছেড়ে শহীদ ও শাহাদাতের ভূমিতে চলে এসেছে। ঘটনা এই যে- ওমানের জাবালুত তাজে, মসজিদে শহীদে সে উস্তায তামীম আল-আদনানীর একটি ওয়াজ শুনেছিল, তখনই তার মধ্যে শাহাদাতের তামান্না পয়দা হয়ে গেল। তার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হলো যে, কেয়ামতের দিন যারা ইয়াকুত পাথরের তৈরী মুকুট পরিধান করবে আমি তাদের একজন হবে।

হাদীসের বাণী- শহীদের জন্য তার রবের নিকট রয়েছে সাতটি প্রতিদান।

১. রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।
২. জান্নাতে সে নিজের অবস্থান ও বাসস্থান দেখতে পাবে।
৩. তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

৪. সে কিয়ামাতের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবে।

৫. তাকে ইয়াকুত পাথরের তৈরী এমন মুকুট পরানো হবে যা দুনিয়ার সকল কিছুর চেয়ে উত্তম।

৬. তাকে বাহাত্তরজন আয়তলোচনা হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

৭. কিয়ামতের দিন তার পরিবারের সত্তরজনের বিষয়ে তার শাফায়াত কবুল করা হবে।

সাদা' এর মসজিদটি বাস্তবেই শহীদানের মসজিদ

এই মসজিদটি অন্যান্য সাধারণ মসজিদের মত নয়। এ মসজিদের খুঁটিগুলো কত রাত্রিজাগরণকারীকে তপ্ত অশ্রু ঝরাতে দেখেছে! কত মুমিনকে জান্নাতের জন্য বিলাপ করতে শুনেছে! তার চার দেয়ালের মাঝে কত লোক আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে; তারপর ফিরে গিয়ে উম্মাহর জন্য জীবন-যৌবন কোরবান করে দিয়েছে! এমন কত মুজাহিদ এ মসজিদের পাশ দিয়ে চলে গেছে, যারা বীরত্বের অভাবনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় চির সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমরা এই মসজিদটির নাম দিয়েছি "শহীদ ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুর রহমান মসজিদ"। যিনি আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ।

তুখারের পথে

আবু জিহাদ একদল মুজাহিদের সাথে আফগানিস্তানের দক্ষিণ থেকে উত্তরে পৌছার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। তারা যাত্রা শুরুও করেছিল। কিন্তু তাকদীরে ছিল অন্য কিছু। কিছুদূর না যেতেই তুষারপাত শুরু হল। ফলে তাদের কাফেলা যাত্রা বাতিল করতে বাধ্য হলো। নুরিস্তানের পথে বরফের পাহাড়ে তারা বিপদসংকুল অবস্থায় পতিত। তারপরেই তারা ফেরার ইচ্ছা করল। পরবর্তীতে তারা অন্য পথে যাত্রা শুরু করে। সে অঞ্চলের গিরিপথগুলোতে বহু মুজাহিদ শহীদ হয়েছে। আন্দোলনের শুরুর দিকে এই ভূমিতে শহীদ হয়েছেন সা'দ আর রাশুদ এবং আব্দুল ওয়াহহাব আল-গামিদী। এবার এ ভূমি আহমাদ আবু জিহাদকেও বুকে টেনে নিল। এভাবে চোখের পলকে এই মর্দে মুজাহিদের জীবনে মৃত্যুর পর্দা নেমে এল। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে ফেরদাউসের আলা মাকামে একত্র করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

শহীদের অছিয়তনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি ইরশাদ করেছেন- "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব সমরশক্তি প্রস্তুত করো"। আরো বলেছেন- "তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করা উচিৎ।"

দুরুদ ও সালাম সাইয়্যেদুল মুজাহিদীন, ইমামুল মুত্তাকীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। বাদ আরয, এটি আমার পরিবার পরিজনের প্রতি একান্ত অছিয়ত।

আমি আবু জিহাদ বলছি- আমার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলকে আল্লাহর ভয় অর্জন করার এবং তার আদেশ নিষেধগুলো মেনে চলার অছিয়ত করছি। আর সবার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং মাগফিরাত ও রহমতের দোয়া চাচ্ছি।

শ্রদ্ধেয় মা-বাবা ও প্রিয় ভাই বোনেরা! শোনো! আমি যে পথ অনুসরণ করেছি, আল্লাহ আমাদেরকে সে পথেই চলার আদেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন- "এই হচ্ছে আমার সরল পথ। তোমরা এই পথ অনুসরণ করো। অন্যান্য বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদেরকে আমার পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" আর সরল পথ হচ্ছে এই দ্বীন, এই আক্বীদা-বিশ্বাস যা মানুষকে রূহের খোরাক যোগায় এবং জীবনের চলার পথ মসৃণ করে। নবীগণ, ছিদ্দিকীন ও মুজাহিদীনের এক বিরাট জামাত এই পথ পাড়ি দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ পথের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। সেজন্য প্রয়োজন কিছু কোরবানীর, প্রয়োজন পথের ক্লান্তি-শ্রান্তি মোকাবিলার জন্য কিছু মর্দে মুমিনের। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেমন প্রয়োজন হয় কিছু জান কোরবানের, যেমন প্রয়োজন হয় অত্যাচারির উপর দাসত্বের কষাঘাত করার, তেমনি উম্মাহর গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজন কিছু মর্দে মুজাহিদের। জিহাদের পথই হচ্ছে সেই গৌরব ও ইজ্জত ফিরিয়ে আনার পথ।

ইতি

আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের মুহতাজ

আবু জিহাদ।

১/৪/১৪০৮ মোতাবেক ২/১১/১৯৮৭

শহীদ আবু মুহাম্মাদ ইয়ামানী

আল্লাহর পথের একজন দাঈ বিশ্ব সমাজের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে বিরাট এক নেয়ামত। কারণ দাঈ যেখানেই থাকে সেখানেই আল্লাহর দিকে বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী হিসাবে অবস্থান করে। বিপদে-আপদে মানুষ তার কাছে ছুটে আসে। যখন একটার পর একটা মুছীবত নেমে আসে। তখন মানুষ তার শরণাপন্ন হয়। তাই বলা যায়, মানুষের খাবার পানীয়র যত প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন সমাজে একজন দাঈর অবস্থান। তাদের আনুগত্য মা-বাবার আনুগত্যের চেয়ে বেশী জরুরী। যেমনটা হাদীসে এসেছে- 'তাদের জন্য সমুদ্রের মাছ এবং আসমান-যমীনের বাসিন্দারা ইস্তেগফার করতে থাকে'।

সুতরাং মানুষের জন্য তারা কতইনা কল্যাণ বয়ে আনেন। অথচ কিছু মানুষ তাদের জন্য অকল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা তো সৌভাগ্যবান সেই সাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আরো কয়েকজন হলেন- আল্লাহর ইবাদতের মাঝে বেড়ে ওঠা যুবক এবং মসজিদের সাথে লেগে থাকা হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। দাঈরা তো এমন যে, মন্দ জিনিসের সামনে তাদের দৃষ্টি নত হয়ে আসে। অকল্যাণের পথে তাদের পা পড়ে না। রাত্রি জাগরণ আর সর্বদা কোরআন তেলাওয়াতের মাঝেই তারা ডুবে থাকেন। যখনই জান্নাতের সুসংবাদওয়ালা কোন আয়াত পড়েন, জান্নাতের তামান্নায় তাদের চোখে পানি চলে আসে। আবার যখন জাহান্নামের আযাবওয়ালা আয়াত পড়েন, তখন এমনভাবে ফুঁপিয়ে ওঠেন যেন জাহান্নাম চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। আমার মা-বাবা এই যুবকদের জন্য কোরবান হন। মানুষ যখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে, তখন এরা আল্লাহর সঙ্গে গোপন অভিসারে মজে ওঠেন। মানুষ যখন পানাহারে লিপ্ত হয় তখন তারা রোযা রাখেন। সর্বদা চুপচাপ থাকেন। প্রয়োজন ছাড়া একটি কথাও বলেন না। উম্মতের চিন্তায় সর্বদা পেরেশান থাকেন। যেন সারা উম্মতের হিদায়াতের দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তেছে। আমাদের ধারণা অনুযায়ী আবু মুহাম্মাদ ছিলেন এই নীরব সাধকদের একজন। আবু মুহাম্মাদ ছিলেন সেই দাঈদের একজন, যাদের মিষ্টি হাসি বহু মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। হঠাৎই যাদের প্রতি মানুষ অন্যরকম আকর্ষণ অনুভব করে। যাদের মাঝে রয়েছে নেতৃত্বের গুণ। আবু মুহাম্মাদ যখনই কাউকে কষ্টের শেকায়েত করতে শুনতো তখনই তার কাছে ছবর ও ধৈর্যের ফযীলত তুলে ধরতো। যখনই কাউকে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে যেতে

দেখতো, তখন যুগে যুগে মর্দে মুজাহিদদের রণাঙ্গনে অবিচলতা ও দৃঢ়তার ঘটনা শোনাতো। তার সর্বক্ষণের কাজই ছিল যুবকদেরকে তারবিয়াত করা। আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে আরো গভীর, আরো নিবিড়, আরো দৃঢ় ও সুদৃঢ় করা।

আবু মুহাম্মাদের জন্ম তাইয শহরে। সে ছিল আকর্ষণীয় দেহসৌষ্ঠব ও প্রখর মেধার অধিকারী। পড়ালেখায় সবসময়ই সে ছিল প্রথম সারির ছাত্র। দ্বাদশ শ্রেণীতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করছিল। তাই সরকারী খরচে তাকে জামিয়াতুস সউদ (রিয়াদ) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে সে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করত। সে সময় জাযিরাতুল আরবের দলগুলো আগ্নেয়গিরি আর জ্বলন্ত অঙ্গার উদগীরণের ভূমি খোরাসানে আসতে শুরু করল। সেটা ছিল শীতকাল। আর এখানে আসার সেটাই উত্তম সময়। সেই দলগুলোর সাথে আবু আহমাদও এসেছিল। তখনই তার অন্তরে জিহাদের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছিল। ফলে তার দেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেল, কিন্তু অন্তর পড়ে রইল মুজাহিদীনের মাঝে। রিয়াদে শুধু তার দেহটাই রয়ে গেলো, সবার সাথে পানাহার করে, এখাসে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। অথচ তার সমগ্র সত্তা ও আত্মাজুড়ে শুধুই জিহাদ ও মুজাহিদীন। যারা উম্মাহর জন্য রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করে না। ফলে এ সময় সে পরিচিতজনদের মাঝে সে অপরিচিত হয়ে পড়লো। রুমীর ভাষায়- "গৌরবের সঙ্গ তোমাকে সকল নিঃসঙ্গতার অনুভূতি থেকে রক্ষা করেছে। তাই পরিচিতজনদের মাঝেও আজ তুমি অপরিচিত হয়ে পড়েছো। বাস্তবতা আর কল্পনার মাঝে যেমন বিরাট পার্থক্য। তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা আর বীরদের বীরত্বের অনন্য উপাখ্যানের মাঝেও আছে বিরাট পার্থক্য।"

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করাটা আবু মুহাম্মাদের নিকট অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। এখানে শুধু রসায়ন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। মিশ্রনের বিভিন্ন প্রকারাদি, কোনটা মৌলিক পদার্থ, কোনটা গৌণ, কোনটা অপরিহার্য। আর কোনটা না হলেও চলবে ইত্যাদি। নিরস ও নিষ্প্রয়োজনীয় আলোচনা। যেখানে সাধারণত বলাবলি হতো এসবের আবিষ্কারকরা কবে বিগত হয়েছে। অথচ এসবের আলোচনা বন্ধ হচ্ছে না। এসব মিশ্রণ, যৌগিক পদার্থের আলোচনা শুনতে শুনতে কান ব্যথা হয়ে গেছে। সেখানে আবু মুহাম্মাদের কী অবস্থা সে তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং যে কোন মূল্যে এ অবস্থার অবসান ঘটানো অতি জরুরী। তাই সে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং জিহাদ ফী

সাবীলিল্লাহর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করল। পথিমধ্যে কাফেলা যাত্রাবিরতি করল এবং আবু মুহাম্মাদও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করল। চরিত্রের সৌন্দর্য দিয়ে সবাইকে সে মুগ্ধ করল। বাক-সংযম, যিকির-আযকার, কোরআন তেলাওয়াত, স্বভাবসুলভ বিনয়, সর্বদা সঙ্গী সাথীদের স্বতঃস্ফূর্ত সেবা করা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অল্প দিনেই সে সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হল।

মর্যাদাশীল ব্যক্তির লক্ষ্য হয়ে থাকে দুটি জিনিস। ১. হয় কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন ২. না হয় মৃত্যুমুখে নিজেকে অর্পণ।

অবশেষে সেই মুহূর্ত এসে গেল, যার প্রতীক্ষায় কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। হঠাৎ একদিন ক্যাম্পের দিকে একটি গোলা ছুটে এল। শূন্যে থাকতেই সেটি বিস্ফোরিত হল এবং আবু মুহাম্মাদ ও তার দুই সঙ্গী আক্রান্ত হল। শীঘ্রই ডাক্তার আবুল বাশার ছুটে এলেন এবং তাকে পাজাকোলা করে তুলে নিয়ে গেলেন। ইনি ছিলেন প্রখ্যাত দাঈ আদনান সাদুদ্দীনের জামাতা। তিনি আবু মুহাম্মাদকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণেই তার শ্বাস-প্রশ্বাস মোটামুটি স্বাভাবিক হলো। তার আঘাত ছিল দুই পায়ে এবং বুকে, তাই গাড়ী আনা হলো এবং আবু মুহাম্মাদকে নিয়ে তিনি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে ছুটলেন। গাড়ীতে আবু মুহাম্মাদ যিকির-আযকার করছিলেন। এমন কঠিন মুহূর্তে যিকির করা হয়তো আল্লাহর ভালো লেগেছিল। তাই তিনি ডাক দিলেন। আর বান্দাও ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলো নিজের চিরস্থায়ী গন্তব্য জান্নাতে। সেটা ছিল রমযানের ১৯তম দিন। আবুল বাশার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেমন বোধ করছো? উত্তরে সে বলল- পৌছে গেছি, পৌছে গেছি!! সেটাই ছিল তার উচ্চারিত শেষ বাক্য। তার ইন্তিকালের পর আকাশ-বাতাস যেন জান্নাতী খুশবুতে ভরে উঠল। ডাক্তার আবুল বাশার বলেন- 'আমি বুঝতে পারলাম আবু মুহাম্মাদের রূহ আল্লাহর কাছে চলে গেছে।'

আল্লাহ যেন তাই করেন। আল্লাহ যেন কবুল করেন। আমীন।

আবু মুহাম্মাদ এভাবেই শাহাদাতবরণ করল। সে ছিল আমাদের চোখের তারা। তাকে ঘিরে আমাদের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল। তার হৃদয়েও কত সবুজ স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় কখনো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতো। কখনো করুণ সুরে গান গেয়ে উঠতো। আসলে সে ছিল এক জীবন্ত আগ্নেয়গিরি। বয়স এখনো তেইশের যৌবন পার করেনি। অথচ উম্মাহর চিন্তায় তার চুলে

পাক ধরে গিয়েছিল। চোখে মুখে বয়সের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। সর্বদা নেক কথা ও নেক কাজে নিমগ্ন থাকতো। নযরের হেফাজত করতো। সর্বদা মৃদুহাসি তার মুখে লেগেই থাকতো।

বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে খোদাভীরু, মর্যাদাশীল এক তরুণ। তার ছিল মেধার তীক্ষ্ণতা, চরিত্রের কোমলতা, স্বভাবের স্বচ্ছতা। তার চোখ থেকে ঝরে পড়তো প্রতিজ্ঞার বিন্দুকণা। তার বুকে ছিল সদাজাগ্রত এক আকাঙ্ক্ষা। আরো গভীরে ছিল জ্বলন্ত এক অঙ্গার, যা প্রায়ই জ্বলে উঠত। আর কখনো কখনো তা শিখায়িত হতো, সে ছিল উদ্যম ও জীবনীশক্তির এক অনন্য রূপ।

এলাকার মসজিদে মসজিদে সে ঘুরে বেড়াতো। আর আল্লাহর দেয়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিতরণ করতো। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কোরআন শিক্ষা দিতো। আর সমবয়সী যুবকদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দান করতো। যখন সে সঙ্গী সাথীদের খেদমতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হতো, তখনও এসব বাদ যেতো না! বরং সর্বদা সে সৈনিকদেরকে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়াদি শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকতো। এমনকি এসব কাজে সে তার আমীরের এতটাই সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলো যে, তিনি তাকে শিক্ষকদের মুশরিফ (প্রশিক্ষক) নিযুক্ত করেছিলেন। এসকল গুণের কল্যাণে সে সৈনিকদের ভালোবাসা পেয়েছিলো। সকলেই তাকে সম্মান ও ভালোবাসার চোখে দেখতো। ঈমান আমল মনোবল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবকিছুতেই সে ছিল অনন্য। যখন কোন ইলমী বিষয়ে বিতর্ক করতো, তখন প্রতিপক্ষকে কষ্টদায়ক কথা বলতো না। যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হত, তখন সবাইকে আল্লাহর কথা বলতো। উম্মতের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতো, আর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের দুরাবস্থার কাহিনী শোনাতো। জীবনের একটি পর্যায়ে গিয়ে অনৈসলামি সমাজে থাকা তার জন্য দুঃসহ হয়ে উঠলো। তাই সে মুজাহিদীনের সাথে যোগ দিল। সর্বদা সে প্রথম কাতারে থাকতো। সে ছিল ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এবং ঈছার ও পরোপকারের এক উজ্জ্বল নমুনা। দুনিয়ার সার্টিফিকেটতো সে লাভ করেছিলো। তবে এটাও বুঝতে পেরেছিলো যে, এই সার্টিফিকেট একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। এটা আমার তেমন কোন কাজেই আসবে না। তাই তা ছুড়ে ফেললো। তারপর সুউচ্চ মর্যাদা শাহাদাতের খোঁজে বের হয়ে পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হলো জিহাদের ভূমি আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে। সে শাহাদাতবরণ করল

আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য। যা কখনোই নীচু হবে না। যার মর্যাদা সর্বদাই আকাশের উচ্চতায় থাকবে। যার আহবান নবুওয়াতের মতই স্থায়ী।

হে শহীদ! তুমি ছিলে শিক্ষার্থী। আজ হয়ে গেলে আমাদের শিক্ষক। ইসলামের সুমহান পথে জানবাজি রাখার শিক্ষা দিলে আমরা শিখলাম, আকীদা হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। মাতৃভূমি হচ্ছে 'দারুল ইসলাম'। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমাদের আদর্শ হচ্ছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের সংবিধান হল আল কোরআন। আমাদের পথ হচ্ছে জিহাদ। (আমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাতুল ফিরদাউস)

(হে শহীদ!) তুমি আমাদের শিক্ষা দিলে- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অর্থ হচ্ছে জীবনের বদ্ধভূমি থেকে বেরিয়ে চির শান্তির পথে যাত্রা করা। জড়তা ও স্থূলতার জীবন থেকে বেরিয়ে অপার্থিব এক স্বর্গীয় জীবনে পদার্পণ করা এবং মানবতার আসল ও সুমহান আদর্শের বাস্তবায়ন করা। সবকিছুর ভালোবাসার উপর দ্বীন ইসলামের ভালোবাসাকে প্রাধাণ্য দেয়া এবং সর্বপ্রকার বন্দিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে শুভযাত্রা করা।

কিন্তু আফসোস, পৃথিবী খেলাফতের আলোয় আলোকিত হওয়ার আগেই তুমি চলে গেলে। তবে আমরা কখনোই তোমাকে ভুলবো না, বরং তোমার শোকই হবে আমাদের এগিয়ে চলার শক্তি। আর আল্লাহর কিতাবের সেই আয়াত তো প্রতিদিন আমরা শুনি- 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট বিশেষ রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাদেরকে যেই অনুগ্রহ দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত।'

এই আয়াত শুনব, আর আমাদের শোক হালকা হবে। আমরা জানি প্রতিদিনই মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। কিন্তু শহীদ কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। আমরা বিশ্বাস করি, শাহাদাতের জন্য আল্লাহ তাদেরকেই নির্বাচন করেন, যারা সর্বক্ষেত্রে দুনিয়াকে বিদায় জানায় নিজের শরীর ছাড়া। সুতরাং স্বাগতম তোমায় হে শহীদ আবু মুহাম্মাদ! স্বাগতম। আরো যারা তোমার আগেই বিদায় নিয়েছে। তোমার শাহাদাত যেন হয় এমন অনন্ত আগ্নেয়গিরি যা প্রতিমুহূর্তে নিক্ষেপ করবে বর্বর কাফেরদের উপর জ্বলন্ত অঙ্গার ও অগ্নিগোলা। তোমার রক্তেই লেখা হোক শাহাদাতপত্র। আর ঢেলে দেয়া হোক

তাতে তোমার উত্তম আহবান। তোমার সবুজ স্বপ্ন দিয়েই একদিন বাস্তবায়িত হবে 'খেলাফতে রাশেদাহ' এবং আফগানিস্তানের মাটিতে কায়েম হবে ইসলামী রাষ্ট্র। সুতরাং তুমি সম্ভাষণ গ্রহণ করো এবং আশ্বস্ত থাকো। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন হতাশার সব কালো মেঘ কেটে যাবে। সারা বিশ্বে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন হবে। তোমার পবিত্র রক্তেই সিঞ্চিত হবে স্বাধীনতার লাল বৃক্ষ। যে গোলাপিণ্ড তোমায় আঘাত করেছে সেটা হলো সুমিষ্ট পানির ঝর্ণা। যা সর্বযুগে ইজ্জত-আবরুর পিপাসায় পিপাসার্তদেরকে তৃপ্ত করেছে।

আয় আল্লাহ! তাদের তুমি কবুল করো, যারা সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। যারা শাহাদাতের রক্তপথ পাড়ি দিয়ে চলে গেছে। যারা আফগানিস্তানের পাহাড়ে পবিত্র রক্তের লাল অক্ষরে লিখে গেছে- "শাহাদাতের মৃত্যু হল সা'আদাতের পুনর্জন্ম"।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

[শীঘ্রই আসছে দ্বিতীয় খণ্ড]

আপনাদের সংগ্রহে রাখার মত
আর-রিহাব পাবলিকেশন্স-এর কয়েকটি অনবদ্য গ্রন্থ
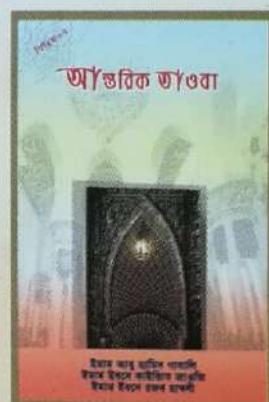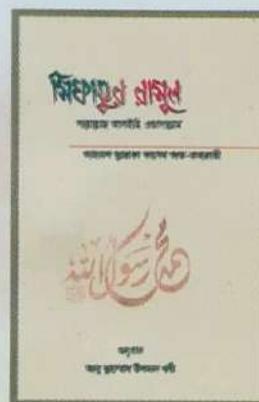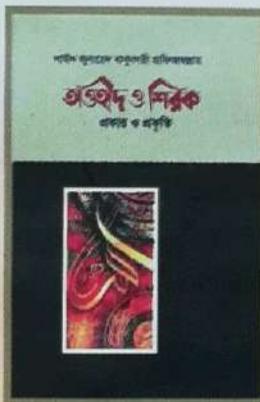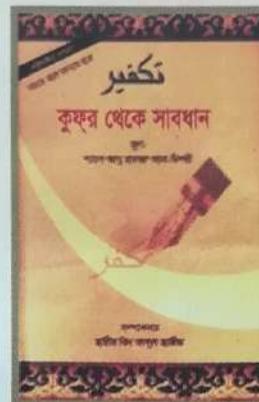
আর-রিহাব পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Price : 320 Tk